Visit http://www.asram.org

১৯শ সপ্তাহ

রবিবার

প্রথম পাঠ - ২ রাজা ৪:৩৮-৪৪; ৬:১-৭

এলিসেয় দ্বারা সাধিত নানা আশ্চর্য কাজ

এলিসেয় গিল্‌গালে ফিরে গেলেন; সেই অঞ্চলে তখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিচ্ছিল। নবী-সঙ্ঘের কয়েকজন সদস্য তখন তাঁর সামনে বসে ছিল; তিনি নিজ চাকরকে বললেন, 'বড় হাঁড়ি চড়িয়ে নবী-সঙ্ঘের এই লোকদের জন্য শুরুয়া রান্না কর।' তাদের একজন মাঠে শাকসবজি কুড়তে গেল, এবং একটা বুনো লতা পেয়ে তার বুনো লাউফলে চাদর ভরে আনল। ফিরে এসে তা কুটে রান্নার হাঁড়িতে দিল; কিন্তু সেগুলো কি, তা তারা জানত না। লোকদের খাওয়া-দাওয়ার জন্য শুরুয়া ঢেলে দিলে তারা তা মুখে দেওয়ামাত্র চিৎকার করে বলল, 'হে পরমেশ্বরের মানুষ, হাঁড়ির মধ্যে রয়েছে মৃত্যু!' আর তারা তা খেতে পারছিল না। এলিসেয় বললেন, 'খানিকটা ময়দা আন।' তা হাঁড়িতে ফেলে তিনি বললেন, 'লোকদের জন্য ঢেলে দাও, তারা খেয়ে নিক।' হাঁড়িতে মন্দ কিছুই আর রইল না!

বায়াল-শালিশা থেকে একজন লোক এল, সে পরমেশ্বরের মানুষের কাছে ফসলের প্রথমাংশ হিসাবে কুড়িখানা যবের রুটি নিয়ে এল; সেই সঙ্গে নিয়ে এল থলিতে করে নতুন গমের শস্য। এলিসেয় বললেন, 'ওগুলো লোকদের দিয়ে দাও, তারা খেয়ে নিক।' কিন্তু যে লোক খাবার পরিবেশন করছিল, সে বলল, 'একশ' লোকের সামনে আমি তা কী করে দেব?' এলিসেয় আবার বললেন, 'ওগুলো লোকদের দিয়ে দাও, তারা খেয়ে নিক; কারণ প্রভু একথা বলছেন: তারা খাবে আর কিছু খাবার পড়েও থাকবে।' তাই চাকরটি লোকদের পরিবেশন করতে লাগল। সকলে খেল আর কিছু খাবার পড়েও থাকল, ঠিক যেমনটি প্রভু বলেছিলেন।

নবী-সঙ্ঘের সদস্যেরা এলিসেয়কে বলল, 'দেখুন, যে জায়গায় আমরা আপনার সামনে আসন গ্রহণ করি, তা আমাদের পক্ষে বেশি সঙ্কীর্ণ এক জায়গা। অনুমতি দিন, আমরা যর্দনে গিয়ে প্রত্যেকে সেখান থেকে একটা কড়িকাঠ তুলে নিয়ে আমাদের জন্য একটা বাসস্থান তৈরি করি।' তিনি উত্তর দিলেন, 'যাও।' আর একজন বলল, 'প্রসন্ন হয়ে আপনিও আপনার দাসদের সঙ্গে চলুন।' তিনি উত্তরে বললেন, 'যাব,' আর তাদের সঙ্গে গেলেন। যর্দনে এসে পৌঁছে তারা কাঠ কাটতে লাগল। তখন এমনটি ঘটল যে, একজন কাঠ কাটছিল, এমন সময় কুড়ালের ফলা জলে পড়ে গেল। সে চিৎকার করে বলল, 'হায় হায়, প্রভু আমার! কুড়ালটাকে ধার করেই নেওয়া হয়েছিল!' পরমেশ্বরের মানুষ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কুড়াল কোথায় পড়েছে?' সে তাঁকে জায়গা দেখাল। তখন এলিসেয় এক টুকরো কাঠ কেটে সেই জায়গায় ফেললেন আর লোহাটা ভেসে উঠল। তিনি বললেন, 'কুড়ালটা তুলে নাও।' সে হাত বাড়িয়ে তা তুলে নিল।

শ্লোক সিরা ২:১৩,১৫; যোহন ৪:৪৮

প্ ধিক্‌ সেই অলস হৃদয়কে, যা বিশ্বাসহীন! এজন্যই সে রক্ষা পাবে না;
উ যারা প্রভুকে ভয় করে, তারা তাঁর কোন বাণী অমান্য করে না।
প্ চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ না দেখে তোমরা বিশ্বাস করবে না!
উ যারা প্রভুকে ভয় করে, তারা তাঁর কোন বাণী অমান্য করে না।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু ইরেনেউস-লিখিত 'ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে' ৫ম পুস্তক ১৭:৩-৪

যিনি আমাদের কাছে গুপ্ত ছিলেন
ক্রুশ-ব্যবস্থা আমাদের কাছে তাঁকে প্রকাশ করেছে

সুখী সেই মানুষ, যাকে প্রভু দোষ আরোপ করেন না: এ বাণীতে সেই পাপমোচনই পূর্বপ্রদর্শিত, যা তাঁর আগমনে পূর্ণতা লাভ করবে—সেই যে পাপমোচন দ্বারা তিনি *আমাদের লিখিত ঋণপত্র মুছে ফেলেছেন, এবং ক্রুশে বিঁধিয়ে দিয়ে তা বাতিল করেছেন,* যার ফলে এক বৃক্ষের কারণে আমাদের যেমন ঈশ্বরের কাছে ঋণী করা হয়েছিল, তেমনি এক বৃক্ষ দ্বারাই আমরা যেন সেই ঋণের ক্ষমা পেতে পারি।

একথা আরও অনেকের মধ্য দিয়েও সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছিল, যেমন নবী এলিসেয়ের মধ্য দিয়ে, কেননা তাঁর সঙ্গে যে অন্যান্য নবীরা ছিল, তারা থাকার ঘর তৈরি করার জন্য কাঠ কাটতে কাটতে হাতল থেকে কুড়াল খুলে গেলে ও যর্দনে পড়লে তারা তা আর খুঁজে পেতে পারছিল না। এলিসেয় এসে ব্যাপারটা শুনে কাঠটা জলে ফেলে দিলেন; কাঠ ফেলা মাত্রই কুড়ালটা ভেসে উঠল, তাতে যারা তা হারিয়ে ফেলেছিল তারা তা আবার ফিরে পেল। এঘটনা দ্বারা নবী দেখাচ্ছিলেন, যে অবিচল ঐশবাণীকে আমরা শিথিলতাবশত এক বৃক্ষের কারণে হারিয়ে ফেলে আর খুঁজে পাচ্ছিলাম না, সেই ঐশবাণীকে একদিন এক বৃক্ষ দ্বারাই আমাদের আবার ফিরে পাবার কথা।

ঈশ্বরের বাণী সত্যিই কুড়ালের মত; এবিষয়ে দীক্ষাগুরু যোহন বলেন, *এখনই তো গাছগুলোর শিকড়ে কুড়ালটা লাগানো রয়েছে।* একইভাবে যেরেমিয়া বলেন, ঈশ্বরের বাণী *এমন এক হাতুড়ির মত, যা শৈল চূর্ণ করে।*

সুতরাং আমরা যেমন বলেছি, যিনি আমাদের চোখে গুপ্ত ছিলেন, এক বৃক্ষই আমাদের কাছে সেই ঐশবাণীকে আবার প্রকাশ করল। কেননা আমরা যেমন এক বৃক্ষের কারণে তাঁকে হারিয়ে ফেলেছিলাম, তেমনি এক বৃক্ষ দ্বারা সকলের কাছে প্রকাশিত হয়ে তিনি নিজের মধ্যে উচ্চতা, বিস্তার ও দৈর্ঘ্য দেখিয়ে দিলেন; এবং—একজন প্রেরিতদূত যেমন বলেছেন—তিনি হাত দু'টো বাড়িয়ে জাতি দু'টোকে ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত করলেন: হাত ছিল দু'টোই, আবার পৃথিবীর শেষপ্রান্ত

পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত জাতিও ছিল দু'টো; কিন্তু তাদের যা সম্মিলিত করে, সেই মাথা এক, কারণ *সকলের পিতা সেই ঈশ্বর এক, যিনি সকলের উর্ধ্বে, সকলের দ্বারা [সক্রিয়], ও সকলের অন্তরে [বিদ্যমান]।*

শ্লোক প্রজ্ঞা ১৪:৫,৭; ১ পি ২:২৪
℟ মানবকুল ক্ষুদ্র একটা কাষ্ঠের উপরে রাখে নিজের প্রাণের নির্ভর।
℣ ধন্য সেই কাষ্ঠ যা ধর্মময়তা উৎপন্ন করে।
℟ তিনি নিজের দেহে আমাদের সমস্ত পাপ ক্রুশকাষ্ঠের উপরে তুলে বহন করলেন।
℣ ধন্য সেই কাষ্ঠ যা ধর্মময়তা উৎপন্ন করে।

সোমবার

প্রথম পাঠ - ২ রাজা ৫:১-১৯

এলিসেয় দ্বারা নামানের সুস্থতা-লাভ

আরাম-রাজার সেনাপতি নামান তাঁর প্রভুর দৃষ্টিতে বিশেষ সম্মান ও অনুগ্রহের পাত্র ছিলেন, কারণ তাঁরই দ্বারা প্রভু আরামীয়দের জয়ী করে তুলেছিলেন। কিন্তু এই বীরপুরুষ সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত ছিলেন। আরামীয়েরা দলে দলে লুট করার জন্য হানা দিয়ে একসময়ে ইস্রায়েল দেশ থেকে একটি ছোট মেয়েকে বন্দি করে এনেছিল, আর মেয়েটি ওই নামানের স্ত্রীর সেবায় নিযুক্ত হয়েছিল। সে তার কর্ত্রীকে বলল, 'আহা, আমার প্রভু সামারিয়ার নবীর সঙ্গে যদি একবার দেখা করতেন, তিনি নিশ্চয়ই চর্মরোগ থেকে তাঁকে মুক্ত করতেন!' নামান তাঁর প্রভুকে গিয়ে বললেন, 'ইস্রায়েল দেশের সেই মেয়ে এই এই কথা বলছে।' আরাম-রাজা বললেন, 'তাহলে তুমি সেখানে যাও। আমি ইস্রায়েলের রাজার কাছে একটা পত্র পাঠাচ্ছি।' তখন নামান রওনা হলেন। সঙ্গে তিনি দশটা রুপোর বাট, ছ'হাজার সোনার মোহর আর দশটা পোশাক নিলেন। তিনি গিয়ে ইস্রায়েলের রাজার হাতে পত্রটা দিলেন; পত্রে লেখা ছিল: 'দেখুন, এই পত্রের সঙ্গে আমি আমার কর্মচারী নামানকে পাঠালাম, আপনি যেন তাকে চর্মরোগ থেকে মুক্ত করে দেন।' পত্রটা পড়ে ইস্রায়েলের রাজা পোশাক ছিঁড়ে ফেলে বলে উঠলেন, 'মৃত্যু দেওয়া ও জীবনে বাঁচিয়ে রাখার দেবতাই কি আমি যে, লোকটা একটা চর্মরোগীকে সারিয়ে তোলার জন্য আমার কাছে পাঠাবে! দেখ, তোমরা এবার স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছ: লোকটা আমার সঙ্গে বিবাদ বাধাবার সুযোগ খুঁজছে।'

ইস্রায়েলের রাজা নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেলেছেন, একথা শুনে পরমেশ্বরের মানুষ এলিসেয় রাজার কাছে একথা বলে পাঠালেন: 'আপনি কেন পোশাক ছিঁড়ে ফেলেছেন? লোকটা আমার কাছেই আসুক; তবে সে জানতে পারবে যে, ইস্রায়েলে একজন নবী আছে।'

তাই নামান তাঁর যত ঘোড়া ও রথ নিয়ে এলিসেয়ের বাড়ির দরজায় এসে উপস্থিত হলেন। এলিসেয় দূতের মধ্য দিয়ে তাঁকে বলে পাঠালেন, 'আপনি গিয়ে যর্দনে সাতবার স্নান করুন। তাহলে আপনার গায়ের চামড়া নতুন হবে, আর আপনি শুচি হয়ে উঠবেন।' নামান ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন; যেতে যেতে মনের অসন্তোষে তিনি বলছিলেন, 'দেখ, আমি ভাবছিলাম, তিনি নিশ্চয় বেরিয়ে আসবেন, এবং আমার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর পরমেশ্বর প্রভুর নাম করবেন; দূষিত জায়গার উপরে হাত বুলিয়ে তিনি আমার চর্মরোগ সারিয়ে তুলবেন। দামাস্কাসের আবানা ও পারপার নদীর জল কি ইস্রায়েলের সমস্ত জলাশয়ের চেয়ে ভাল নয়? শুচি হবার জন্য আমি কি সেগুলিতেই স্নান করতে পারি না?' আর মুখ ফিরিয়ে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন। কিন্তু তাঁর দাসেরা তাঁর কাছে এসে বলল, 'পিতা আমার, ওই নবী যদি আপনাকে কঠিন কোন কাজ করতে বলতেন, আপনি কি তা করতেন না? তবে তিনি যখন শুধু বলেন, স্নান কর, তুমি শুচি হয়ে উঠবে, তখন তাঁর এই কথা মেনে নেওয়াই কি আরও উচিত নয়?' তাই তিনি পরমেশ্বরের মানুষের বাণীমত যর্দনের ধারে নেমে গিয়ে সাতবার ডুব দিলেন, আর তাঁর গায়ের চামড়া আবার একটা শিশুর গায়ের চামড়ার মত হয়ে উঠল—তিনি শুচি ছিলেন!

তিনি তাঁর অনুগামীদের সমস্ত দল নিয়ে পরমেশ্বরের মানুষের কাছে ফিরে ঘরের ভিতরে গেলেন; তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এবার আমি জানতে পেরেছি, কেবল ইস্রায়েলে ছাড়া সারা পৃথিবীতে আর কোথাও ঈশ্বর নেই! এখন, দয়া ক'রে, আপনি আপনার এই দাসের হাত থেকে কিছু উপহার গ্রহণ করে নিন।' কিন্তু এলিসেয় বলে উঠলেন, 'আমি যাঁর সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে আছি, সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি! আমি কিছুই গ্রহণ করে নেব না।' নামান তা গ্রহণ করে নিতে সাধাসাধি করছিলেন, তবু এলিসেয় তা নিতে রাজি হলেন না। তখন নামান বললেন, 'যখন আপনি বলছেন "না," তখন অন্তত এমনটি দেওয়া হোক, যেন আপনার এই দাস এই দেশের কিছুটা মাটি নিয়ে যেতে পারে—দু'টো খচ্চর যতটা বইতে পারে, ততটা। কেননা আজ থেকে আপনার এই দাস প্রভুর উদ্দেশে ছাড়া অন্য কোন দেবতার উদ্দেশে কোন আহুতি বা যজ্ঞবলি আর কখনও উৎসর্গ করবে না। তবে কেবল এই বিষয়েই প্রভু আপনার এই দাসকে ক্ষমা করুন: আমার প্রভু প্রণিপাত করার জন্য যখন রিম্মোন-দেবের মন্দিরে প্রবেশ করেন ও আমার হাতে ভর দেন, তখন আমাকেও রিম্মোন-দেবের মন্দিরে প্রণিপাত করতে হবে; তবে রিম্মোন-দেবের মন্দিরে এই প্রণিপাত বিষয়ে প্রভু আপনার এই দাসকে যেন ক্ষমা করেন।' এলিসেয় তাঁকে বললেন, 'শান্তিতে যান।'

শ্লোক ২ রাজা ৫:১৪,১৫; লুক ৪:২৭
℟ সেই চর্মরোগীর গায়ের চামড়া আবার একটা শিশুর গায়ের চামড়ার মত হয়ে উঠল—তিনি শুচি ছিলেন!
℣ তখন নামান বললেন, কেবল ইস্রায়েলে ছাড়া সারা পৃথিবীতে আর কোথাও ঈশ্বর নেই!
℟ নবী এলিসেয়ের সময়ে ইস্রায়েলের মধ্যে অনেক চর্মরোগী ছিল, কিন্তু তাদের কেউই শুচীকৃত হয়নি, কেবল সিরিয়ার সেই নামান-ই

হয়েছিল।
ℛ তখন নামান বললেন, কেবল ইস্রায়েলে ছাড়া সারা পৃথিবীতে আর কোথাও ঈশ্বর নেই!

দ্বিতীয় পাঠ - তুরিনের ধর্মপাল সাধু মাক্সিমের উপদেশাবলি উপদেশ ১৩:১-৪

খ্রীষ্ট যা, তা হবার জন্য,
তিনি যে জলকুন্ড থেকে জল তুললেন,
আমাদেরও সেই জলকুন্ড থেকে জল তুলতে হবে

যেহেতু যীশুখ্রীষ্ট নিজের জন্য নয়, আমাদেরই জন্য দীক্ষাস্নাত হলেন, সেজন্য, হে দীক্ষাপ্রার্থী প্রিয়তম ভাইবোনেরা, এ একান্ত প্রয়োজন যে, আমরা তাঁর দীক্ষাস্নানের অনুগ্রহ তৎপরতার সঙ্গেই গ্রহণ করব, ও তিনি যা আশীর্বাদ করলেন, যর্দনের সেই জলকুন্ড থেকে তাঁর অভিষেকের আশীর্বাদ তুলে আনব, যেন যে জলে তিনি নিজে নিমজ্জিত হলেন, সেই জলে আমাদের পাপরাশিও নিমজ্জিত হয়; অর্থাৎ কিনা, যে জল প্রভুকে ঘিরেছিল, সেই একই জল যেন তাঁর দাসদেরও ঘিরে ফেলে; খ্রীষ্টের পুণ্য প্রক্ষালন থেকে যে পবিত্র জল প্রবাহিত হয়েছিল, সেই জল যেন আমাদের উপকার করে; যে উপস্থিতি দ্বারা ত্রাণকর্তা সেই জল অনুগ্রহপূর্ণ করেছিলেন, সেই পুণ্য উপস্থিতির ফলে সেই জল যেন ধন্য কার্যকারিতা গুণে আমাদের শুচিশুদ্ধ করে, ও খ্রীষ্ট থেকে জল যে অনুগ্রহ পেয়েছিল, তা যেন খ্রীষ্টভক্তদের অন্তরে সঞ্চার করে।

এজন্য, ভাইবোনেরা, খ্রীষ্ট যা, তা হবার জন্য, তিনি যে জলকুন্ড থেকে জল তুলে এনেছিলেন, সেই জলকুন্ড থেকে আমাদেরও জল তুলতে হবে। কেননা—বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রেখে—আমি একথা বলি যে, দীক্ষাস্নান দু'টো যদিও প্রভুরই, তবু আমি মনে করি যে, যে দীক্ষাস্নানে ত্রাণকর্তা স্নাত হয়েছিলেন, তার চেয়ে যে দীক্ষাস্নানে আমরা ধৌত, সেটাই অনুগ্রহ ক্ষেত্রে ধনশালী। কেননা এ দীক্ষাস্নান খ্রীষ্ট দ্বারা সম্পাদিত, সেটা যোহন দ্বারা; সেটায় সদ্‌গুরু নিজেকে দীক্ষিত করেন, এটায় ত্রাণকর্তা আমাদের পরিত্রাণের দিকে আহ্বান করেন; সেটায় ধর্মময়তা অসমাপ্ত রয়েছিল, এটায় ঐশত্রিত্ব সম্পূর্ণরূপে উপস্থিত; সেটার কাছে পবিত্রতাপ্রাপ্ত এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে পবিত্র হয়ে বেরিয়ে যান, এটার কাছে পাপী এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে পবিত্রিত হয়ে বেরিয়ে যায়; সেটায় পরিত্রাণের রহস্যই আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়, এটায় সাক্রামেন্ত দ্বারা অপরাধের মার্জনা হয়।

অতএব, ভাইবোনেরা, যে জলে ত্রাণকর্তা স্নাত হয়েছিলেন, সেই একই জলে আমাদের দীক্ষাস্নাত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু একই জলকুন্ডে নিমজ্জিত হবার উদ্দেশ্যে আমরা সেই প্রাচ্য অঞ্চল বা যুদা দেশের সেই নদীর সন্ধানে যাব, এমন প্রয়োজন নেই; কেননা যেমন খ্রীষ্ট এখন সর্বস্থানে, তেমনি যর্দনও সর্বস্থানে। যে অভিষেক প্রাচ্য নদীকে আশীর্বাদপূত করেছিল, সেই একই অভিষেক পাশ্চাত্য নদনদীকে পবিত্রিত করে। ফলত বাহ্যিক দিক থেকে নদীগুলোর নাম ভিন্ন হলেও তবু যর্দন থেকে নির্গত রহস্য সবগুলোতে বর্তমান।

সুতরাং এসো, আমরা যা দেখেছি প্রভু আমাদের জন্য করলেন, তা আমরা নিজেদের জন্য করি! নিজের জন্য যোহন যা বাসনা করলেন, এসো, আমরাও তা বাসনা করি! তিনি নবী, গুরু ও পুণ্যবান হয়েও যখন ত্রাণকর্তার দীক্ষাস্নান বাসনা করলেন, তখন পাপী, দীনহীন ও অবোধ যে আমরা, এই আমাদের পক্ষে আর কতই না বাসনার সঙ্গে তেমন অনুগ্রহ পাবার বাসনা করা উচিত! ত্রাণকর্তার দয়া লক্ষ কর: নবী প্রার্থনা ক'রে যা পাবার যোগ্য হননি, আমাদের কাছে স্বচ্ছন্দেই মঞ্জুর করা হচ্ছে! তবু আমাদের সেই কারণেরই অনুসন্ধান করা দরকার, যে কারণে যোহন প্রার্থনা করলেও খ্রীষ্টের দীক্ষাস্নান পাননি। তাঁর প্রার্থনায় প্রভু এ উত্তর দিয়েছিলেন: *এখনকার মত সম্মত হও, কেননা এভাবেই সমস্ত ধর্মময়তা সাধন করা আমাদের পক্ষে সমীচীন।* আমরা তো জানি, দীক্ষাগুরু যোহন বিধানের প্রতীক বহন করছিলেন; ফলে এ উপযুক্ত ছিল যে, তিনি প্রভুকে দীক্ষাস্নাত করবেন; কেননা ত্রাণকর্তা যেমন মাংস অনুসারে ইহুদী জাতির মধ্য থেকে জন্ম নিয়েছিলেন, তেমনি আত্মা অনুযায়ী সুসমাচারের পক্ষেও বিধানের মধ্য থেকে জন্ম নেওয়া উচিত ছিল, তিনি যেন যেখান থেকে মানব-উদ্ভব গ্রহণ করেছিলেন, সেখান থেকে অভিষেকও গ্রহণ করতে পারতেন। *এভাবেই সমস্ত ধর্মময়তা সাধন করা আমাদের পক্ষে সমীচীন* উক্তিটার অর্থ ঠিক তাই। কেননা এ সত্যিই ন্যায়সঙ্গত ছিল যে, বিধানের যে আদেশগুলো তিনি নিজে প্রবর্তন করেছিলেন, আবার তিনি নিজেই সেগুলোর সিদ্ধি সাধন করবেন—যেমনটি অন্যত্র তিনি বলেন, *আমি বিধান বাতিল করতে আসিনি, পূর্ণই করতে এসেছি।*

শ্লোক গা ৩:২৬-২৭; ১ করি ৬:১৫
℣ তোমরা সকলেই খ্রীষ্টযীশুতে বিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বরের সন্তান,
ℛ কারণ তোমরা যারা খ্রীষ্টের উদ্দেশে দীক্ষাস্নাত হয়েছ, সকলে স্বয়ং খ্রীষ্টকেই পরিধান করেছ।
℣ তোমাদের দেহ খ্রীষ্টের অঙ্গ,
ℛ কারণ তোমরা যারা খ্রীষ্টের উদ্দেশে দীক্ষাস্নাত হয়েছ, সকলে স্বয়ং খ্রীষ্টকেই পরিধান করেছ।

মঙ্গলবার

প্রথম পাঠ - ২ রাজা ৬:৮-২৩

এলিসেয় অলৌকিকভাবে শত্রুদের বন্দি করেন

আরাম-রাজ সেসময়ে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন; তিনি তাঁর সেনানায়কদের সঙ্গে মন্ত্রণাসভায় বসে বললেন,

‘আক্রমণের জন্য আমার শিবির অমুক অমুক জায়গায় স্থাপন করা হোক।’ কিন্তু পরমেশ্বরের মানুষ ইস্রায়েলের রাজাকে বলে পাঠালেন, ‘সাবধান, অমুক জায়গা রক্ষা করতে অবহেলা করবেন না, কারণ সেইখানে আরামীয়েরা আক্রমণ চালাবে।’ এলিসেয় যে জায়গা উল্লেখ করলেন, রাজা সেই অনুসারে সেখানে লোক পাঠিয়ে জায়গাটা রক্ষা করলেন। তাই এলিসেয় খবর পাঠাতেন, এবং রাজা সাবধান থাকতেন; আর তেমনটি শুধু দু’ একবার ঘটেনি!

এই ব্যাপারে আরাম-রাজ অন্তরে যথেষ্ট বিরক্ত হলেন; তিনি তাঁর সেনানায়কদের কাছে ডেকে বললেন, ‘আমাদের মধ্যে যে কেইবা ইস্রায়েলের রাজার পক্ষে, তা তোমরা কি আমাকে বলতে পার না?’ তাঁর সেনানায়কদের মধ্যে একজন বলল, ‘হে আমার প্রভু মহারাজ, তা নয়; কেননা আপনি আপনার শোয়ার ঘরে যা কিছু বলেন, ইস্রায়েলের নবী সেই এলিসেয় ইস্রায়েলের রাজাকে তা সবই বলে দেন।’ রাজা বললেন, ‘যাও; দেখ লোকটা কোথায়; আমি লোক পাঠিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করব।’ পরে তাঁকে বলা হল, ‘দেখুন, তিনি দোথানে আছেন।’ রাজা বহু বহু ঘোড়া, রথ ও বিপুল সৈন্যদল সেখানে পাঠালেন। তারা রাত্রিবেলায় সেখানে এসে পৌঁছে শহরটাকে ঘিরে ফেলল। পরদিন পরমেশ্বরের মানুষ খুব সকালে উঠে বাইরে গেলেন, তখন দেখ, বহু বহু ঘোড়া ও রথসহ এক সৈন্যদল শহরটাকে ঘিরে ফেলে আছে। তাঁর চাকর তাঁকে বলল, ‘হায় হায়, প্রভু আমার! আমরা কী করব?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘ভয় করো না, কারণ ওদের পক্ষে যারা, তাদের চেয়ে আমাদের পক্ষে যারা, তারাই বেশি।’ তখন এলিসেয় এই বলে প্রার্থনা করলেন, ‘প্রভু, এর চোখ খুলে দাও, এ যেন দেখতে পায়।’ প্রভু দাসের চোখ খুলে দিলেন, এবং দাস দেখতে পেল: দেখ, এলিসেয়ের চারপাশে অগ্নিঘোড়ায় ও অগ্নিরথে পর্বত পরিপূর্ণ!

আরামীয়েরা তাঁর দিকে এগিয়ে আসছিল বিধায় এলিসেয় এই বলে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন, ‘বিনয় করি, এই লোকদের সূর্যের আলোয় ধাঁধিয়ে দাও!’ আর প্রভু এলিসেয়ের কথামত তাদের সূর্যের আলোয় ধাঁধিয়ে দিলেন। এলিসেয় তাদের বললেন, ‘এ তো সেই পথ নয়, এ সেই শহর নয়! আমার পিছু পিছু এসো, তোমরা যার খোঁজ করছ, আমি তোমাদের তার কাছে নিয়ে যাব।’ আর তিনি তাদের সামারিয়ায় নিয়ে গেলেন। তারা সামারিয়ায় প্রবেশ করলেই এলিসেয় বললেন, ‘প্রভু, এদের চোখ খুলে দাও, এরা যেন দেখতে পায়।’ প্রভু তাদের চোখ খুলে দিলেন আর তারা দেখতে পেল; আর দেখ, তারা সামারিয়ার মধ্যেই রয়েছে! তাদের দেখতে পেয়ে ইস্রায়েলের রাজা এলিসেয়কে বললেন, ‘পিতা আমার, এদের কি প্রাণে মারব?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘না, এদের প্রাণে মারবেন না। আপনি কি খড়্গ ও ধনুক দ্বারা বন্দিদের প্রাণে মেরে থাকেন? এদের সামনে বরং রুটি ও জল রাখুন; এরা খাওয়া-দাওয়া করুক, তারপর এদের প্রভুর কাছে ফিরে যাক।’ তাই তাদের জন্য এক মহাভোজের আয়োজন করা হল; তারা খাওয়া-দাওয়া করার পর তিনি তাদের বিদায় দিলেন আর তারা তাদের প্রভুর কাছে ফিরে গেল। লুট করার জন্য আরামীয়দের কোন দল ইস্রায়েলে আর কখনও আসল না।

শ্লোক লুক ৬:৩৫,৩৬; ২ রাজা ৬:২২ দ্রঃ

℟ তোমাদের শত্রুদের ভালবাস, কিছু ফেরত পাবার কোন আশা না রেখেই তাদের উপকার কর;
℣ তোমাদের পিতা যেমন দয়াবান, তোমরাও তেমনি দয়াবান হও।
℟ তাদের প্রাণে মেরো না, তাদের সামনে বরং রুটি ও জল রাখ, তারা যেন খেতে ও পান করতে পারে।
℣ তোমাদের পিতা যেমন দয়াবান, তোমরাও তেমনি দয়াবান হও।

দ্বিতীয় পাঠ - নোলার সাধু পাউলিনুসের পত্রাবলি পত্র ৩২:২৩,২৪,২৫

আমরা শঠতার সমস্ত খামির থেকে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো বিশুদ্ধ করলে আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট সানন্দেই আমাদের অন্তরে বাস করবেন

এসো, প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি, আমরা তাঁর জন্য বাইরে দৃশ্য মন্দির নির্মাণ করতে করতে তিনি যেন আমাদের অন্তরে সেই অদৃশ্য আবাস নির্মাণ করেন *যা মানুষের হাতে গড়া নয়,* ও যার মধ্যে, আমরা জানি, সেই শেষযুগেই প্রবেশ করব যখন প্রত্যক্ষভাবে তা দেখতে পাব যা এখন দর্পণেই যেন দেখি ও অস্পষ্টভাবে জানি।

এখন কিন্তু, এ দেহ-তাঁবুতে থাকাকালে,—প্রান্তরে ও তাঁবুর নিচে কেমন যেন সেই প্রাচীন তাঁবুর চামড়ার নিচেই তথা এসংসারের নির্জনতায় থাকাকালে, সংগ্রামের দিনে আমাদের মাথা লুকিয়ে রাখবার জন্য অগ্নিময় মেঘের প্রতীকাকারে পূর্বপ্রদর্শিত ঐশবাণী আমাদের আগে আগে চলতে থাকে, আমরা যেন এ পৃথিবীতে তাঁর সেই পথ জানতে পারি যা স্বর্গে আমাদের চালিত করবে। তবে এসো, প্রার্থনা করি, যেন মণ্ডলীর এ তাঁবুগুলির মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের সেই গৃহে পৌঁছতে পারি, যেখানে পর্বত থেকে বিচ্ছিন্ন কিন্তু একাধারে পর্বতে গড়া সেই উচ্চ শৈলরূপে স্বয়ং প্রভু বিশ্রাম করেন: *এ কাজ স্বয়ং প্রভুরই কাজ—আমাদের চোখে তা আশ্চর্যময়!*

আদি ও অন্ত হওয়ায় তিনি নিজেই যেন আমাদের নির্মাণকর্মের ভিত্তি ও শীর্ষস্থান হন। আর নির্মাণকাজ করতে করতে, এসো, লক্ষ করি, আমাদের ভঙ্গুর ও পার্থিব পদার্থের মধ্যে দিব্য ভিত্তির উপরে দেওয়ার মত যোগ্য কী কী আছে, যেন সংযোগপ্রস্তর দ্বারা সঞ্জীবিত হয়ে আমরা স্বর্গীয় মন্দিরের নির্মাণকাজে উপযোগী প্রস্তর হতে পারি। এসো, আমাদের মনোভাবের সোনা ও আমাদের কথার রুপো খ্রীষ্টেই যাচাই করি। তাঁর গ্রহণীয় আত্মাকে তলিয়ে দেখেন যে তিনি, এসংসারের চুল্লিতে আমাদের শোধন করে তিনিই আমাদের অগ্নিময় সোনায় ও এমন মুদ্রায় রূপান্তরিত করুন যা তাঁর ছবি বহন করতে যোগ্য। আমাদের পক্ষ থেকে, এসো, তাঁর কাছে এমন পাথরের মতই নিজেদের নিবেদন করি, যে পাথর আলোর কাজকর্ম দ্বারা মূল্যবান হয়ে উঠেছে।

এসো, সতর্ক থাকি, পাছে কাঠের মত শক্ত হই, বা কাজকর্মে শুষ্ক খড়ের মত অনুর্বর হই, কিংবা বিশ্বাস ও ভালবাসায়

টলমান, হ্যাঁ, তুষেরই মত দুর্বল ও অসার হই। বরং আমাদের ইচ্ছার সঙ্কল্প যেন সঙ্গে সঙ্গে নিবে না যায়, কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে শান্তিতে বাস্তবায়িত হয়, এজন্য এসো, আমাদের নির্মাণের জন্য সেই গভীর শান্তি প্রার্থনা করি যে শান্তিতে মন্দির নির্মিত হয়েছিল; সেই শান্তি এমন ছিল যে, *হাতুড়ি, বাটালি বা আর কোন লৌহজাতীয় যন্ত্রের শব্দ শোনা গেল না।* শত্রুর হস্তক্ষেপও যেন নতুন নির্মাণকর্মে বাধা সৃষ্টি করতে বা কাজ বন্ধ করতে না পারে, যেমন মন্দির-সংস্কারের সময়ে পারসীদের হিংসাজনিত শত্রুতার কারণে দেখা দিয়েছিল।

দৈহিক কোন চিন্তা আমাদের উপর এসে না পড়লে ও সংসারের কোন আলোড়ন আমাদের আন্তরিক শান্তি সংক্ষুব্ধ না করলে তবেই আমরা প্রার্থনা-গৃহ হয়ে উঠব। ফলে এ অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় যে, আমরা একবার নির্মিত হলে প্রভু যেন বারবার আমাদের হৃদয়-মন্দিরে এসে উপস্থিত হন; তিনি তখন ভয়ের কশা সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন যেন আমাদের অন্তর থেকে পোদ্দারদের টেবিল আর বলদ ও ঘুঘু-বিক্রেতাদের বের করে দেন, যাতে করে আমাদের অন্তর কৃপণতা ব্যবসার অনুশীলন না করে, ও আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিতে বলদের মন্থরতা প্রবেশ না করে; আরও, আমরা যেন আমাদের পবিত্রতা বা ঈশ্বরের স্বয়ং অনুগ্রহই বিক্রি না করি, বা প্রার্থনা-গৃহকে যেন দস্যুর আস্তানায় পরিণত না করি। আমরা শঠতার সমস্ত খামির থেকে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো বিশুদ্ধ করলে, তবেই আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট আমাদের অন্তরে সানন্দেই হেঁটে বেড়াবেন।

শ্লোক ১ পি ২:৪,৫; শিষ্য ৪:১১
প্র মহামূল্যবান জীবন্ত প্রস্তর সেই প্রভুর কাছে এগিয়ে এসে
উ তোমরাও, জীবন্ত প্রস্তরেরই মত, এক পবিত্র যাজকত্বের উদ্দেশে এক আত্মিক গৃহরূপে নির্মিত হচ্ছ, যেন যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য আত্মিক বলি উৎসর্গ করতে পার।
প্র এ প্রস্তরই সংযোগপ্রস্তর হয়ে উঠেছে।
উ তোমরাও, জীবন্ত প্রস্তরেরই মত, এক পবিত্র যাজকত্বের উদ্দেশে এক আত্মিক গৃহরূপে নির্মিত হচ্ছ, যেন যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য আত্মিক বলি উৎসর্গ করতে পার।

বুধবার

প্রথম পাঠ - ২ রাজা ৬:২৪-২৫,৩২–৭:১৬

অবরোধ থেকে সামারিয়ার অলৌকিক মুক্তিলাভ

[ইস্রায়েল থেকে চলে যাওয়ার পর] আরাম-রাজ বেন্‌-হাদাদ তাঁর সমস্ত সৈন্যদল জড় করে রণ-অভিযানে বেরিয়ে পড়ে সামারিয়া অবরোধ করলেন। সামারিয়ায় অসাধারণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিচ্ছিল; আর অবরোধ এত কঠোর ছিল যে, শেষে একটা গাধার মাথার দাম ছিল আশি রুপোর টাকা, এবং এক পোয়া বুনো পিয়াজের দাম ছিল পাঁচ রুপোর টাকা।

সেসময় এলিসেয় নিজের বাড়িতে বসে ছিলেন; তাঁর সঙ্গে প্রবীণেরাও বসে ছিলেন। রাজা আগে আগে একজন লোক পাঠালেন; দূত আসবার আগে এলিসেয় প্রবীণদের বললেন, 'দেখেছ? সেই খুনীর সন্তান আমার মাথা কেটে ফেলার হুকুম দিয়েছে! সাবধান, সেই দূত এলে দরজা বন্ধ কর; তার সামনে দরজা আটকে রাখ! তার পিছনে কি তার প্রভুর পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে না?' তিনি তখন কথা বলছেন, এমন সময় রাজা নিজেই তাঁর কাছে এসে পৌঁছলেন; এলিসেয়কে তিনি বললেন, 'এই অমঙ্গল নিশ্চয়ই প্রভুর কাছ থেকে আসছে। আমি প্রভুতে আর প্রত্যাশা রাখব কেন?'

এলিসেয় বললেন, 'তোমরা প্রভুর বাণী শোন। প্রভু একথা বলছেন: আগামীকাল ঠিক এই সময়ে সামারিয়ার নগরদ্বারে পাঁচ কিলো ময়দা দশ টাকা ও পাঁচ কিলো যব দশ টাকায় বিক্রি হবে!' কিন্তু রাজা যে অশ্বপালের বাহুতে ভর করছিলেন, সে প্রতিবাদ করে পরমেশ্বরের মানুষকে বলল, 'অবশ্য, প্রভু না কি আকাশের জানালাগুলো খুলে দিচ্ছেন! এমন কিছু কি হতে পারবে?' তিনি বললেন, 'দেখ, তুমি নিজের চোখে তা দেখতে পাবে, কিন্তু তার কিছুই খেতে পারবে না!'

সেসময় নগরদ্বারের সামনে সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত চারজন লোক ছিল। তারা নিজেদের মধ্যে বলছিল, 'আমরা এখানে বসে বসে মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকব কেন? যদি বলি, শহরের ভিতরে যাব, কৈ, শহরের মধ্যে দুর্ভিক্ষ আছে, সেখানে মরব। যদি এখানে বসে থাকি, তবুও মরব। তাহলে, এসো, আমরা আরামীয়দের শিবিরে যাই; তারা আমাদের বাঁচায় তো বাঁচব, মেরে ফেলে তো মরব!' তাই তারা আরামীয়দের শিবিরে যাবার জন্য সন্ধ্যায় রওনা হল। যখন তারা আরামীয়দের শিবিরের সীমানায় এসে পৌঁছল, তখন দেখ, সেখানে কেউ নেই! কেননা প্রভু আরামীয়দের সৈন্যদলকে রথ ও ঘোড়ার শব্দ শুনিয়েছিলেন, বিপুল সৈন্যদলের শব্দও শুনিয়েছিলেন; তাই তারা একে অপরকে বলেছিল, 'দেখ, আমাদের আক্রমণ করার জন্য ইস্রায়েলের রাজা আমাদের বিরুদ্ধে হিত্তীয়দের রাজাদের ও মিশরীয়দের রাজাদের ভাড়া করেছে।' তাই তারা সন্ধ্যাবেলায় পালিয়ে গেছিল; তাদের তাঁবু, ঘোড়া, গাধা, সব শিবিরটাই যেমনটি ছিল, তা সেই অবস্থায় ছেড়ে নিজেদের বাঁচাবার জন্য পালিয়ে গেছিল। সেই চর্মরোগীরা শিবিরের শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছে একটা তাঁবুর মধ্যে গেল, এবং খাওয়া-দাওয়া করার পর সেখান থেকে রুপো, সোনা ও যত পোশাক লুট করে নিয়ে তা লুকোতে গেল; পরে আবার সেখানে গিয়ে আর এক তাঁবুর মধ্যে গেল এবং সেখান থেকেও সবকিছু লুট করে নিয়ে লুকোতে গেল।

তারা একে অপরকে বলল, 'আমাদের এ ব্যবহার ভাল নয়; আজ তো শুভসংবাদের দিন, অথচ আমরা চুপ করে আছি। কাল ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করলে আমাদের উপরে শাস্তিও নেমে আসতে পারে। এসো, এখনই শহরের ভিতরে গিয়ে রাজপ্রাসাদে খবরটা দিয়ে যাই।' তারা গিয়ে শহরের দ্বাররক্ষকদের ডেকে তাদের এই সংবাদ দিল, 'আমরা আরামীয়দের শিবিরে গিয়েছি; আর দেখ, সেখানে কেউ নেই, কোন মানুষের শব্দও নেই। শুধু ঘোড়াগুলো ও গাধাগুলোই সেখানে বাঁধা,

আর তাঁবুগুলো যেমনটি ছিল, সেই অবস্থায় পড়ে আছে।' তখন দ্বাররক্ষকেরা চিৎকার করল আর সংবাদটা রাজপ্রাসাদের মধ্যে দেওয়া হল।

রাজা রাতে উঠে তাঁর সেনানায়কদের বললেন, 'আরামীয়েরা আমাদের প্রতি কী করেছে, আমি তা তোমাদের বলি: আমরা যে ক্ষুধার্ত, একথা জেনে তারা খোলা মাঠে লুকিয়ে থাকবার জন্য শিবির থেকে বাইরে গেছে; তারা ভাবছে, ওরা শহর থেকে বেরিয়ে গেলেই আমরা ওদের জিয়ন্তই ধরব, তারপর শহরের মধ্যে প্রবেশ করব।' তাঁর সেনানায়কদের একজন উত্তরে বলল, 'তবে শহরে যত ঘোড়া বেঁচে রয়েছে, সেগুলির মধ্যে পাঁচটা নেওয়া হোক; যাই ঘটুক না কেন, ইস্রায়েলের এই বাকি লোকদের যে দশা হবে, ঘোড়াদের একই দশা হবে। তাই আসুন, ওদের পাঠিয়ে দেখি।' তখন তারা ঘোড়া সহ দু'টো রথ নিল; রাজা এই বলে তাদের আরামীয়দের সৈন্যদলের পিছু পিছু পাঠালেন, 'দেখে এসো।' তারা ওদের পিছু পিছু যর্দন পর্যন্ত গেল, আর দেখ, আরামীয়েরা ভয়ে যা কিছু ফেলে গেছিল, সেই সমস্ত কাপড়-চোপড়ে ও জিনিসপত্রে সমস্ত পথ ভরা। দূতেরা ফিরে এসে রাজাকে খবর দিল। তখন সকলে বেরিয়ে পড়ে আরামীয়দের শিবির লুট করল; আর পাঁচ কিলো ময়দা দশ টাকা ও পাঁচ কিলো যবও দশ টাকায় বিক্রি হল, ঠিক যেমনটি প্রভু বলে গেছিলেন।

শ্লোক ২ রাজা ৭:২; মার্ক ১১:২৩

℣ রাজার অশ্বপাল এলিসেয়কে প্রতিবাদ করে বলল, এমন কিছু কি হতে পারবে? তিনি বললেন:
℟ তুমি নিজের চোখে তা দেখতে পাবে।
℣ যে কেউ মনে মনে সন্দেহ না করে, কিন্তু বিশ্বাস করে যে, সে যা বলে তা ঘটবেই, তবে তার জন্য তা-ই হবে।
℟ তুমি নিজের চোখে তা দেখতে পাবে।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি গির্জা-প্রতিষ্ঠা, উপদেশ ২:১,২,৩

সিয়োন, তোমার মিলনকক্ষ অলঙ্কৃত কর কারণ প্রভু তোমাতে প্রসন্ন হলেন

একসময়ে গৌরবময় রাজা ও প্রভুর নবী সেই ধন্য দাউদ ধর্মসম্মত একপ্রকার চিন্তায় ভাবাপন্ন হতে লাগলেন একথা ভেবে যে, নিজে যখন রাজার উপযুক্ত গৃহে বাস করছিলেন, প্রভুর তখনও পৃথিবীতে স্থায়ী একটা আবাস ছিল না। ভ্রাতৃগণ, আমাদের পক্ষেও এবিষয়ে উপযুক্ত চিন্তা-ভাবনা করা ও দৃঢ়তার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। কেননা নবীর সঙ্কল্প নিয়ে প্রভু প্রীত হলেও তবু তার বাস্তবায়নের দায়িত্ব সলোমনকে আরোপ করা হয়েছিল।

প্রাণ, তুমিও তো এমন উৎকৃষ্ট আবাসে বাস কর যা প্রভু নিজেই তোমার জন্য প্রস্তুত করলেন। আহা, ধন্য, পরমধন্যই সেই প্রাণ যে বলতে পারে, *আমরা তো জানি, আমাদের পার্থিব দেহ-আবাসের তাঁবু যখন গুটিয়ে নেওয়া হবে, তখন আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে একটা আবাস পাব—এমন আবাস যা কারও হাতে তৈরী নয় বরং চিরস্থায়ী, যা স্বর্গলোকেই অবস্থিত।* অতএব, হে প্রাণ, ঘুম নামতে দিয়ো না তোমার চোখে, তন্দ্রাচ্ছন্ন হতে দিয়ো না তোমার চোখের পাতা, যতক্ষণ না খুঁজে পাও প্রভুর জন্য একটি স্থান, যাকোবের শক্তিমানের জন্য একটি আবাস।

ভ্রাতৃগণ, এবিষয়ে আমাদের কী চিন্তা? তেমন আবাসের জন্য আমরা স্থান কোথায় পাব, ও তার নির্মাণকর্তা কে হবে? দৃশ্য মন্দির আমাদের গ্রহণ করার উদ্দেশ্যেই গাঁথা হল, পরাৎপর কিন্তু মানুষের হাতে তৈরী গৃহে বসবাস করেন না। যিনি বলেছেন, *আকাশ ও পৃথিবী কি আমাতে পরিপূর্ণ নয়?* তাঁর জন্য আমরা কেমন মন্দির গাঁথতে পারব? আমি অত্যন্ত অবসন্ন হতাম ও আমার অন্তর নিঃশেষিত হত যদি প্রভুকে না শুনতাম যিনি বললেন, আমি ও আমার পিতা *তার কাছে আসব ও তার কাছে করব আমাদের নিজেদের বাসস্থান।* এবার আমি জানি কোথায় তাঁর জন্য বসবাসের মত একটা স্থান প্রস্তুত করতে পারি, কারণ কেবল তাঁর প্রতিমূর্তিই তাঁকে ধারণক্ষমতা রাখে। তাঁর প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট হওয়ায় প্রাণেরই তেমন ধারণক্ষমতা আছে। সুতরাং, সিয়োন, তোমার মিলনকক্ষ অলঙ্কৃত করতে তৎপর হও, *কারণ প্রভু তোমাতে প্রীত হবেন, ও তোমার দেশ এক বর পাবে। মহোল্লাসে মেতে ওঠ, সিয়োন কন্যা:* তোমার ঈশ্বর তোমাতেই বসবাস করতে আসবেন। এজন্য, ভ্রাতৃগণ, এসো, গভীর মনোবাঞ্ছা ও উপযুক্ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের অন্তরে প্রভুর জন্য আবাস নির্মাণ করায় রত থাকি। সর্বাপেক্ষা এবিষয়েই তৎপর হতে হবে, তিনি যেন প্রথম আমাদের নিজ নিজ অন্তরে, তারপরে আমাদের সকলেরও মাঝে বসবাস করেন, কারণ তিনি কাউকেই ফিরিয়ে দেন না, ব্যক্তিগতভাবে যে তাঁর কাছে যায়, তাকেও নয়, লোকের ভিড়ও নয়। এ কথায়ও যথেষ্ট সচেতন হওয়া চাই, কেউই যেন নিজের অন্তরে বিভক্ত না হয়, কারণ *বিবাদে বিভক্ত যে কোন রাজ্যের উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী।* খ্রীষ্টও এমন স্থানে প্রবেশ করবেন না, যে স্থানের দেওয়াল হেলে পড়া ও প্রাচীর পতিত প্রায়।

শ্লোক লেবীয় ২৬:১১,১২; ২ করি ৬:১৬

℣ আমি তোমাদের মাঝে আমার আপন আবাস স্থাপন করব, আমার প্রাণ তোমাদের কখনও ফিরিয়ে দেবে না।
℟ আমি তোমাদের মাঝে হেঁটে চলব, হব তোমাদের আপন পরমেশ্বর আর তোমরা হবে আমার আপন জনগণ।
℣ আমরাই জীবনময় ঈশ্বরের মন্দির। ঈশ্বর নিজেই তো বলেছেন:
℟ আমি তোমাদের মাঝে হেঁটে চলব, হব তোমাদের আপন পরমেশ্বর আর তোমরা হবে আমার আপন জনগণ।

বৃহস্পতিবার

প্রথম পাঠ - ২ রাজা ৯:১-১৬,২২-২৭

এলিসেয়ের এক শিষ্য দ্বারা রাজপদে অভিষিক্ত যেহু

নবী এলিসেয় নবী-সঙ্ঘের একজনকে ডেকে বললেন, ‘কোমর বেঁধে এই তেলের শিশিটা হাতে নিয়ে রামোৎ-গিলেয়াদে যাও। সেখানে গিয়ে পৌঁছেই নিম্‌শির পৌত্র যোসাফাতের সন্তান যেহুর খোঁজ কর। তাঁর খোঁজ পেয়ে তাঁকে তাঁর বন্ধুদের মধ্য থেকে উঠিয়ে ভিতরের এক ঘরে নিয়ে যাও। তখন তেলের শিশিটা নিয়ে তাঁর মাথায় ঢেলে দিয়ে বলবে, প্রভু একথা বলছেন: আমি তোমাকে ইস্রায়েলের রাজারূপে অভিষিক্ত করলাম। তারপর দরজা খুলে তুমি দেরি না করেই পালিয়ে যাও।’ যুবকটি রামোৎ-গিলেয়াদের দিকে রওনা হল। সে সেখানে গিয়ে পৌঁছলেই, দেখ, সেনাপতিরা একত্রে বসে আছেন। সে বলল, ‘হে সেনাপতি, আপনার কাছে আমার একটা বাণী আছে।’ যেহু বললেন, ‘আমাদের সকলের মধ্যে কার্‌ কাছে?’ সে উত্তর দিল, ‘হে সেনাপতি, আপনারই কাছে।’ যেহু উঠে ভিতরের একটা ঘরে গেলেন; যুবকটি এই বলে তাঁর মাথায় তেল ঢালল, ‘ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন: আমি প্রভুর জনগণের উপরে, ইস্রায়েলের উপরেই, তোমাকে রাজপদে অভিষিক্ত করলাম। তুমি তোমার প্রভু আহাবের কুলকে ধ্বংস করবে; আর আমি আমার দাস সেই নবীদের ও প্রভুর সকল দাসের রক্তেরই প্রতিশোধ নেব, যা যেসাবেল ঝরিয়েছে। হ্যাঁ, আহাবের সমস্ত কুলের বিনাশ হবে; আমি আহাব-বংশের প্রতিটি পুরুষমানুষকে—ইস্রায়েলে তারা ক্রীতদাসই হোক বা স্বাধীন মানুষই হোক—তাদের সকলকেই নিশ্চিহ্ন করে দেব। আমি আহাবের কুলের দশা নেবাটের সন্তান যেরবোয়ামের কুলের দশার মত ও আহিয়ার সন্তান বায়াশার কুলের দশার মত করব। আর সেই যেসাবেল সম্বন্ধে, তাকে কুকুরে যেস্রেয়েলের খোলা মাঠে গ্রাস করবে; কেউই তাকে সমাধি দেবে না।’ আর যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে পালিয়ে গেল।

যখন যেহু ফিরে এসে তাঁর প্রভুর সেনানায়কদের সামনে উপস্থিত হলেন, তখন তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, ‘সব ঠিক আছে কি? ওই পাগলটা তোমার কাছে কিজন্য আসছিল?’ তিনি উত্তরে বললেন, ‘তোমরা তো লোকটাকে চেন, ও কি কি বলে, তাও জান।’ কিন্তু তারা বলল, ‘বাজে কথা! আসল ব্যাপারটা খুলে বল।’ তিনি বললেন, ‘ও আমাকে এই এই কথা বলল। ও বলল, প্রভু একথা বলছেন, আমি তোমাকে ইস্রায়েলের রাজারূপে অভিষিক্ত করলাম।’ তখন সকলে যে যার পোশাক খুলে সিঁড়ির উপরে তাঁর পায়ের নিচে পেতে দিল, এবং তুরি বাজিয়ে বলে উঠল, ‘যেহুই রাজা!’

নিম্‌শির পৌত্র যোসাফাতের সন্তান যেহু যোরামের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলেন। (সেসময়ে যোরাম ও সমস্ত ইস্রায়েল আরাম-রাজ হাজায়েলের সামনে রামোৎ-গিলেয়াদ রক্ষা করেছিলেন; পরে, আরাম-রাজ হাজায়েলের বিরুদ্ধে যোরাম রাজা যুদ্ধ করার সময়ে আরামীয়েরা তাঁকে যে সকল আঘাত করেছিল, তা থেকে সুস্থতা লাভের জন্য তিনি যেস্রেয়েলে ফিরে গেছিলেন)। যেহু বললেন, ‘তোমাদের এ অভিমত হলে, তবে যেস্রেয়েলে খবর দেবার জন্য কেউই যেন এই শহর ছেড়ে না যায়।’ যেহু রথে চড়ে যেস্রেয়েলের দিকে রওনা হলেন, কারণ সেইখানে যোরাম অসুস্থ অবস্থায় শুয়ে ছিলেন, আর যোরামকে দেখতে যুদা-রাজ আহাজিয়া সেখানে গিয়েছিলেন।

যেহুকে দেখামাত্র যোরাম বললেন, ‘যেহু, মঙ্গল কি?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘নিশ্চয়ই মঙ্গল, অন্তত ততদিন যতদিন না তোমার মা যেসাবেলের এত ব্যভিচার ও অসংখ্য মন্ত্রতন্ত্র থাকে!’ তখন যোরাম পিছন ফিরে পালিয়ে গেলেন, আর সেইসঙ্গে আহাজিয়াকে বললেন, ‘আহাজিয়া, বিশ্বাসঘাতকতা!’ কিন্তু যেহু ইতিমধ্যে ধনুক টেনেছিলেন; তিনি যোরামের কাঁধ দু’টোর মধ্যস্থানে আঘাত করলেন; তীর তাঁর হৃদয় ভেদ করল, আর তিনি নিজের রথে লুটিয়ে পড়লেন। তখন যেহু তাঁর আপন অশ্বপাল বিদ্‌কারকে বললেন, ‘ওকে তুলে নিয়ে যেস্রেয়েলীয় নাবোথের মাঠে ফেলে দাও; আমার একথা মনে পড়ে যে, একদিন তুমি ও আমি দু’জনে একই রথে চড়ে ওর পিতা আহাবের পিছনে চলছিলাম, এমন সময় প্রভু তাঁর বিরুদ্ধে এই বাণী দিয়েছিলেন: গতকাল আমি কি নাবোথের রক্ত ও তার ছেলেদের রক্ত দেখিনি? প্রভুর উক্তি! এই একই মাঠেই আমি তোমাকে প্রতিফল দেব—প্রভুর উক্তি। তাই প্রভুর বাণীমত তুমি ওকে তুলে নিয়ে ওই মাঠে ফেলে দাও।’ তা দে’খে যুদা-রাজ আহাজিয়া বেথ্‌-গানের পথ ধরে পালিয়ে গেলেন কিন্তু যেহু তাঁর পিছনে ধাওয়া করলেন; তিনি হুকুম দিলেন, ‘ওকেও নামাও!’ তারা ইব্‌লেয়ামের কাছাকাছি সেই গুরের চড়াই পথে তাঁকে তাঁর নিজের রথের মধ্যে আঘাত করল। তিনি মেগিদ্দোতে পালিয়ে গিয়ে সেখানে মারা গেলেন।

শ্লোক ২ রাজা ৯:১৩,১২; লুক ১৯:৩৬,৩৮

℣ সকলে যে যার পোশাক খুলে সিঁড়ির উপরে তাঁর পায়ের নিচে পেতে দিল, এবং তুরি বাজিয়ে বলে উঠল, যেহুই রাজা!

℟ প্রভু এই কথা বলছেন, আমি তোমাকে ইস্রায়েলের রাজারূপে অভিষিক্ত করলাম।

℣ তিনি রওনা হলে লোকেরা নিজ নিজ চাদর পথে পেতে দিতে লাগল; তারা বলছিল: যিনি প্রভুর নামে আসছেন, যিনি রাজা, তিনি ধন্য।

℟ প্রভু এই কথা বলছেন, আমি তোমাকে ইস্রায়েলের রাজারূপে অভিষিক্ত করলাম।

দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু বাসিলের উপদেশাবলি — উপদেশ ২০

যে কেউ গর্ব করতে চায়, সে প্রভুতেই গর্ব করুক

প্রজ্ঞাবান নিজের প্রজ্ঞায় গর্ব না করুক, বলবান তার বলে গর্ব না করুক, ধনবান তার ধনে গর্ব না করুক; তাহলে কী নিয়ে মানুষ প্রকৃতপক্ষে গর্ব করবে? কিসেতেই মানুষ মহান? শাস্ত্রে বলে: যে কেউ গর্ব করতে চায়, সে এবিষয়েই গর্ব করুক যে, সে বুঝতে ও জানতে পেরেছে যে, আমিই প্রভু।

সুতরাং যা মহৎ, তা জানা, তা আঁকড়ে ধরা, ও গৌরবের প্রভুর কাছে গৌরব যাচ্‌না করা, এই তো মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব, এই তো তার গৌরব ও মহত্ত্ব। বাস্তবিকই প্রেরিতদূত একথা বলেন: *যে কেউ গর্ব করতে চায়, সে প্রভুতেই গর্ব করুক*; আর একথা তিনি সেই একই অধ্যায়ে বলেন, যে অধ্যায়ে এ কথাও আছে: *খ্রীষ্ট আমাদের জন্য হয়ে উঠেছেন ঈশ্বর থেকে আগত*

প্রজ্ঞা—অর্থাৎ ধর্মময়তা, পবিত্রতা ও মুক্তি, যেন যেমনটি লেখা আছে, যে কেউ গর্ব করতে চায়, সে যেন প্রভুতেই গর্ব করে। মানুষ যখন নিজের ধর্মময়তা নিয়ে গর্ব করে না, বরং একথা জানে যে, প্রকৃত ধর্মময়তা থেকে সে বঞ্চিত, ও কেবল খ্রীষ্টবিশ্বাসেই সে ধর্মময়তা প্রাপ্ত, তখনই ঈশ্বরে খাঁটি ও প্রকৃত গর্ব করা উপস্থিত। আর ঠিক এতেই পল গর্ব করেন, কারণ তিনি নিজের ধর্মময়তা নিন্দা করেন, ও সেই ধর্মময়তারই অন্বেষণ করেন যা খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে প্রাপ্য, ঈশ্বর থেকেই আগত, তথা বিশ্বাসমূলকই যে ধর্মময়তা, যাতে তিনি তাঁকে, তাঁর পুনরুত্থানের পরাক্রম ও তাঁর দুঃখভোগের সহভাগিতা জানতে পারেন, ফলে যেন তাঁর মৃত্যুর সমরূপ হতে পারেন—কোন মতে যেন মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের অংশী হতে পারেন।

হে মানুষ, এখানেই তো অহঙ্কার সংক্রান্ত সমস্ত উচ্চভাবের পতন, কেননা গর্ব করার মত তোমার আর কিছুই নেই, কারণ তোমার গর্ব ও প্রত্যাশা তাঁরই মধ্যে অবস্থিত, যাতে যা কিছু তোমার, তা নত করে দিয়ে তুমি খ্রীষ্টে ভাবী জীবনেরই অন্বেষণ কর। আর যেহেতু তেমন জীবনের প্রথমফলগুলি আমরা ইতিমধ্যে পেয়েই গেছি, সেজন্য আমরা সেগুলিতে আছি, এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও মঙ্গলদানে সম্পূর্ণরূপে আবিষ্ট হয়ে জীবিত। *তিনি নিজেই আমাদের অন্তরে তাঁর মঙ্গলময় সঙ্কল্প অনুযায়ী ইচ্ছা ও কর্মক্ষমতা কার্যকারী করেন।* আর আমাদের গৌরবের জন্য সঞ্চিত যে প্রজ্ঞা, তাও ঈশ্বর নিজে পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রকাশ করেন।

ঈশ্বর সমস্ত বিপদ থেকে আমাদের রক্ষা করে থাকেন, আর তাঁর যে রক্ষা পাই, তা আমাদের প্রত্যাশার অতীত! প্রেরিতদূত আরও বলেন, *আমরা নিজেদের অন্তরে এমন প্রাণদণ্ড বহন করছিলাম, যেন নিজেদের উপরে নির্ভর না করে সেই ঈশ্বরের উপরেই নির্ভর করতে শিখি, যিনি মৃতদের পুনরুত্থিত করে তোলেন। হ্যাঁ, তিনিই তেমন মৃত্যু থেকে আমাদের নিস্তার করেছেন ও নিস্তার করে থাকবেন, যেহেতু আমরা তাঁরই উপর এই প্রত্যাশা রেখেছি যে, ভবিষ্যতেও তিনি আমাদের নিস্তার করবেন।*

শ্লোক প্রজ্ঞা ১৫:৩; যোহন ১৭:৩

প্ তোমাকে জানা-ই সিদ্ধ ধর্মময়তা,

উ তোমার প্রতাপ স্বীকার করা-ই অমরত্বের মূল।

প্ এটিই অনন্ত জীবন: তারা তোমাকে, অনন্য সত্যকার ঈশ্বরকে, এবং যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ, তাঁকে, সেই যীশুখ্রীষ্টকে জানবে।

উ তোমার প্রতাপ স্বীকার করা-ই অমরত্বের মূল।

শুক্রবার

প্রথম পাঠ - ২ রাজা ১১:১-২০

আথালিয়া ও যোয়াশ রাজা

আহাজিয়ার মাতা আথালিয়া যখন দেখলেন যে, তাঁর সন্তান মারা গেছেন, তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রাজবংশকেই বধ করালেন। কিন্তু যোরাম রাজার কন্যা, আহাজিয়ার বোন যেহোশেবা, যাদের হত্যা করার কথা, তাদের মধ্য থেকে আহাজিয়ার সন্তান যোয়াশকে গোপনে সরিয়ে নিয়ে তাঁর ধাইমার সঙ্গে শয্যাগারে রাখলেন। এইভাবে তিনি তাঁকে আথালিয়ার হাত থেকে লুকিয়ে রাখলেন, আর রাজপুত্রকে হত্যা করা হল না। তিনি তাঁর সঙ্গে প্রভুর গৃহে ছ'বছর ধরে লুকিয়ে রইলেন; ইতিমধ্যে আথালিয়াই দেশের উপরে রাজত্ব করছিলেন।

সপ্তম বছরে যেহোইয়াদা কারিয়া সৈন্যদলের ও রাজপ্রহরীদের শতপতিদের ডেকে পাঠিয়ে নিজের কাছে প্রভুর গৃহে আনালেন; প্রভুর গৃহে তাদের শপথ করিয়ে তিনি তাদের সঙ্গে একটা চুক্তি স্থির করলেন; তারপর রাজপুত্রকে তাদের দেখালেন। তিনি তাদের এই আজ্ঞা দিলেন, 'তোমরা একাজ করবে: তোমাদের মধ্যে যারা সাব্বাৎ দিনেই পাহারা দিতে আসবে, তাদের তিন ভাগের এক ভাগ রাজপ্রাসাদে, তিন ভাগের এক ভাগ শুরদ্বারে, এবং তিন ভাগের এক ভাগ সৈন্য-দ্বারে পাহারা দেবে; কিন্তু তোমরা মাস্‌সাহ্‌র বাড়িতে পাহারা দেবে, তোমাদের মধ্য থেকে বাকি দুই দল, অর্থাৎ যারা সাব্বাৎ দিনে পাহারা থেকে ছুটি পায়, তারা প্রভুর গৃহে পাহারা দেবে। তোমরা প্রত্যেকে যে যার অস্ত্র হাতে নিয়ে রাজাকে ঘিরে রাখবে, আর যে কেউ সৈন্যসারির ভিতরে আসবার চেষ্টা করবে, তাকে হত্যা করা হবে। রাজা বাইরে যান কিংবা ভিতরে আসুন, তোমরা সবসময়ই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকবে।'

যেহোইয়াদা যাজক যা কিছু করতে আজ্ঞা করেছিলেন, শতপতিরা সেইমত সবই করল। তাদের সৈন্যদের মধ্যে যারা সাব্বাৎ দিনে পাহারা দিতে আসে এবং যারা পাহারা থেকে ছুটি পায়, তাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে তারা যেহোইয়াদা যাজকের কাছে গেল। যাজক তখন দাউদ রাজার যে সমস্ত ঢাল ও বর্শা প্রভুর গৃহে রাখা ছিল, সেগুলিকে শতপতিদের হাতে দিলেন; আর প্রহরীরা যে যার অস্ত্র হাতে নিয়ে গৃহের দক্ষিণ মহল থেকে উত্তর মহল পর্যন্ত যজ্ঞবেদি ও গৃহের সামনে সারি বেঁধে রাজাকে চারপাশে ঘিরে রাখল। পরে যেহোইয়াদা রাজপুত্রকে বাইরে এনে তাঁর মাথায় মুকুট পরিয়ে দিলেন ও তাঁর হাতে রাজসনদ তুলে দিলেন: তাঁকে রাজা বলে ঘোষণা করা হল ও অভিষিক্ত করা হল, এবং উপস্থিত সকলে হাততালি দিয়ে বলে উঠল, 'রাজা দীর্ঘজীবী হোন!'

প্রহরীদের ও লোকদের কোলাহল শুনতে পেয়ে আথালিয়া প্রভুর গৃহের দিকে গেলেন। তিনি তাকালেন, আর দেখ, প্রথামত রাজা মঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন; সেনাপতিরা ও তুরিবাদকের দল রাজার দু'পাশে আছে; একই সময়ে দেশের সমস্ত লোক আনন্দে মেতে উঠছে ও তুরি বাজাচ্ছে। তখন নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেলে আথালিয়া চিৎকার করে বলে

উঠলেন, 'রাজদ্রোহ! রাজদ্রোহ!' কিন্তু যেহোইয়াদা যাজক সৈন্যদলের অধিনায়কদের হুকুম দিলেন, 'ওকে সৈন্যসারির মাঝখান দিয়ে বাইরে নিয়ে যাও, আর যে কেউ তার পিছনে যায়, তাকে খড়্গের আঘাতে প্রাণে মার।' কেননা যাজক আগে থেকে বলে দিয়েছিলেন, যেন ওকে প্রভুর গৃহের মধ্যে হত্যা করা না হয়। তাই তারা আথালিয়াকে ধরল, আর যখন তিনি অশ্বদ্বারের পথ দিয়ে রাজপ্রাসাদে এসে পৌঁছলেন, তখন সেইখানে তাঁকে হত্যা করা হল।

যেহোইয়াদা তখন প্রভু, রাজা ও জনগণের মধ্যে এই সন্ধি সম্পাদন করলেন যে, তারা প্রভুর জনগণ হয়ে থাকবে; রাজা ও জনগণের মধ্যেও সন্ধি সম্পাদন করা হল। পরে দেশের সমস্ত লোক বায়াল-দেবের মন্দিরে গিয়ে তা ভেঙে ফেলল, তার যত যজ্ঞবেদি ও মূর্তি টুকরো টুকরো করে চুরমার করে দিল, এবং বায়াল-দেবের যাজক মাত্তানকে বেদিগুলোর সামনে মেরে ফেলল। যেহোইয়াদা যাজক প্রভুর গৃহে কয়েকজন প্রহরী মোতায়েন রাখলেন। তিনি কারিয়া সৈন্যদলের ও রাজপ্রহরীদের শতপতিদের এবং গোটা জনগণকে সঙ্গে নিলেন; তারা প্রভুর গৃহ থেকে রাজাকে নিয়ে সৈন্য-দ্বারের পথ দিয়ে রাজপ্রাসাদে গেল, সেখানে তিনি রাজাসনে আসন নিলেন; দেশের সমস্ত লোক আনন্দিত ছিল। শহর শান্ত থাকল; আর আথালিয়াকে খড়্গের আঘাতে রাজপ্রাসাদের মধ্যে হত্যা করা হল।

শ্লোক ২ বংশ ২৩:৩; যেরে ২৩:৫

℟ গোটা জনসমাবেশ পরমেশ্বরের গৃহে রাজার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করল। যেহোইয়াদা তাদের বললেন, 'দেখ, ইনি রাজার পুত্র। তাঁকেই রাজত্ব করতে হবে,

℣ যেমনটি প্রভু দাউদের সন্তানদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

℟ দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন আমি দাউদের জন্য ধর্মময় এক অঙ্কুর উৎপন্ন করব; তিনি প্রকৃত রাজারূপে রাজত্ব করবেন, হবেন সুবুদ্ধিসম্পন্ন,

℣ যেমনটি প্রভু দাউদের সন্তানদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

দ্বিতীয় পাঠ - নিকোলাস কাবাসিলাস-লিখিত 'খ্রীষ্টে জীবন' ১ম পুস্তক

আমি এজন্যই এসেছি, তোমরা যেন জীবন পেতে পার

প্রতীক ও দৃষ্টান্তগুলি যদি আকাঙ্ক্ষিত সুখ এনে দিয়ে থাকে, তাহলে স্বয়ং সত্য ও বাস্তবতা অর্থহীন। খ্রীষ্টের মৃত্যুতে শত্রুতা যে উচ্ছিন্ন হয়েছে, বিচ্ছিন্নতার সেই মধ্যবর্তী প্রাচীর যে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে, শান্তি ও ধর্মময়তা যে ত্রাণকর্তার সময়ে উদিত হয়েছে, এক কথায় এ ধরনের সকল ঘটনার আর কী অর্থ থাকত, যদি সেই বলিদানের আগেও মানুষ ধর্মময় ও ঈশ্বরের বন্ধু হত?

এ প্রসঙ্গে অন্য যুক্তি রয়েছে। সেসময়ে বিধানই ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষকে মিলিত করত, এখন কিন্তু বিশ্বাস, অনুগ্রহ ও এ গুণ দু'টোর সঙ্গে সম্পর্কিতই সেই সমস্ত বিষয়ই মানুষকে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত করে। একথা স্পষ্ট যে, সেসময়ে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সহভাগিতা একপ্রকার দাসের সম্পর্কই ছিল, এখন কিন্তু দত্তকপুত্রত্ব ও বন্ধুত্বেই সেই সহভাগিতা প্রকাশিত। বাস্তবিকই বিধান দাসের বেলায়ই প্রযোজ্য, কিন্তু অনুগ্রহ, বিশ্বাস ও ভরসা বন্ধুদের ও সন্তানদেরই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। এ সমস্ত কিছু থেকে একথা স্পষ্টভাবেই ফুটে ওঠে যে, ত্রাণকর্তাই *মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত*, এবং খ্রীষ্ট পুনরুত্থিত অবস্থায় জীবনযাপন করতে শুরু করার আগে মৃতদের মধ্যে এমন কেউই ছিল না যে অমর জীবনের উদ্দেশে পুনরুত্থান করতে পারত। একই প্রকারে পবিত্রতা ও ধর্মময়তা ক্ষেত্রেও কেবল তিনিই অন্যান্য সকলের আগে দাঁড়ান। একথা পল তখনই ঘোষণা করেন, যখন বলেন যে খ্রীষ্ট আমাদের অগ্রগামী হয়ে পরম পবিত্রস্থানে প্রবেশ করেছেন। বস্তুতপক্ষে তিনি পিতার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করার পরেই সেখানে প্রবেশ করেছেন, ও তাদেরও প্রবেশ করান যারা উৎসুক, অর্থাৎ যারা তাঁর সমাধির সহভাগী হয়েছে—তাদের তাঁর মত মরতে হবে এমন নয়, তাদের কিন্তু দীক্ষাস্নানের প্রক্ষালনেই তাঁর মৃত্যুর আত্মিক সহভাগিতা করতে হবে, এবং তৈলাভিষিক্ত হলে পর স্বর্গীয় খাদ্যরূপে তাঁকেই গ্রহণ ক'রে যিনি মরলেন ও পুনরুত্থান করলেন, পবিত্র ভোজে সেই মৃত্যুর কথা ঘোষণা করবে। এভাবে তিনি এ সমস্ত দরজার মধ্য দিয়েই যেন ঐশরাজ্যে তাদের প্রবেশ করিয়ে মুকুটভূষিতও করেন।

পরমদেশের দরজাগুলোর তুলনায় এগুলো অধিক উপকারী ও পূজনীয়। কেননা সেগুলো কেবল তাদেরই জন্য খোলা ছিল যারা আগেই প্রবেশ করেছিল, আবার কেবল তাদেরই বেরিয়ে যেতে দিত যারা ইতিমধ্যে ভিতরে ছিল; কিন্তু সেই প্রথম দরজাগুলো বন্ধ হলেও তবু এ নতুনগুলো কেবল গ্রহণই করে, আর কাউকে বেরিয়ে যেতে দেয় না। সেই দরজাগুলো একসময় বন্ধ করা যেতে পারল ও একবার বন্ধ হলে বন্ধ হয়ে থাকল; কিন্তু এগুলোর উপরের পরদা সম্পূর্ণরূপে ছিঁড়ে ফেলা হল ও বিচ্ছেদের সেই প্রাচীর নামিয়ে দেওয়া হল: ধ্বংসাবশেষ পুনর্নির্মাণ করা বা সেই দরজাগুলো পুনরায় বানানো আর সম্ভব নয়, ঊর্ধ্ব ও নিম্ন জগৎ দু'টোকেও বিচ্ছেদের প্রাচীর দ্বারা বিভক্ত করা আর সম্ভব নয়। কেননা আকাশ যে এমনিই খুলে গেছে তা নয়, কিন্তু বিস্তীর্ণ, এমনকি বিদীর্ণই হয়েছে, যেভাবে মার্ক বর্ণনা দেন। তবে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, কোন দরজা কি খুঁটি কি পরদা আর নেই।

বাস্তবিকই এবিষয়ে ধন্য পলও বলেন: যিনি স্বর্গীয় জগৎকে পার্থিব জগতের সঙ্গে পুনর্মিলিত ও একত্রিত করেছেন ও বিচ্ছেদের সেই প্রাচীর ধ্বংস করায় শান্তি স্থাপন করেছেন, তিনি নিজেকে অস্বীকার করতে পারেন না। তাহলে এ ন্যায়সঙ্গত ছিল যে, যে দরজাগুলো খোলা হয়েছিল যাতে আদম ভিতরে থাকতে পারেন, আদমের অবিশ্বস্ততার ফলে সেই দরজাগুলো বন্ধ করা হবে। যিনি কোন পাপ করেননি, কোন পাপও করতে পারতেন না, সেই খ্রীষ্ট নিজেই সেগুলো খুলে দিলেন। দাউদ বলেন: *তাঁর ধর্মময়তা চিরস্থায়ী।*

এজন্য প্রয়োজন আছে এ দরজাগুলো সবসময় খোলা থাকবে, যাতে জীবন থেকে কাউকে বেরিয়ে যেতে না দিয়ে জীবনের কাছে সকলকে গ্রহণ করতে পারে। ত্রাণকর্তা বলেছেন: *আমি এজন্য এসেছি, তারা যেন জীবন পেতে পারে।* যে জীবন প্রভু নিয়ে এসেছেন, সে জীবন হল এ, এ রহস্যগুলি আপন করে নিয়ে আমরা যেন তাঁর মৃত্যু ও যন্ত্রণাভোগের সহভাগী হয়ে উঠি, কারণ তাঁকে ছাড়া আমরা মৃত্যু এড়াতে অক্ষম। এবং যেমন জল ও পবিত্র আত্মায় সেই দীক্ষাস্নান ছাড়া জীবনে প্রবেশ করা বিধেয় নয়, তেমনি যারা মানবপুত্রের মাংস খায় না ও তাঁর রক্ত পান করে না, তাদের অন্তরে সেই জীবন থাকতে পারে না।

শ্লোক গা ২:১৯,২০

℟ আমি বিধান দ্বারা বিধানের কাছে মৃত, যেন ঈশ্বরের কাছে জীবিত হতে পারি।

℣ এই দেহে যে জীবন আমি যাপন করি, সেই ঈশ্বরপুত্রের প্রতি বিশ্বাসেই তা যাপন করি, যিনি আমাকে ভালবেসেছেন ও আমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন।

℟ আমাকে খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হয়েছে, অথচ আমি এখনও জীবিত আছি; কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রীষ্টই জীবনযাপন করেন।

℣ এই দেহে যে জীবন আমি যাপন করি, সেই ঈশ্বরপুত্রের প্রতি বিশ্বাসেই তা যাপন করি, যিনি আমাকে ভালবেসেছেন ও আমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন।

শনিবার

প্রথম পাঠ - ২ রাজা ১৩:১০-২৫

ইস্রায়েল-রাজ যোয়াশ
এলিসেয়ের মৃত্যু

যুদা-রাজ যোয়াশের সপ্তত্রিংশ বছরে যেহোয়াহাজের সন্তান যোয়াশ সামারিয়ায় ইস্রায়েলের উপরে রাজ্যভার গ্রহণ করে ষোল বছর রাজত্ব করেন। প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই করলেন; নেবাটের সন্তান যেরবোয়াম যে সমস্ত পাপ দ্বারা ইস্রায়েলকে পাপ করিয়েছিলেন, তাঁর সেই সমস্ত পাপ থেকে দূরে গেলেন না, সেই পাপের পথেই চললেন।

যোয়াশের বাকি যত কর্মকীর্তি, তাঁর কর্মবিবরণ, তাঁর বীর্যবত্তা, যুদা-রাজ আমাজিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর যত যুদ্ধ, এই সমস্ত কথা কি ইস্রায়েল-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? পরে যোয়াশ তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, আর যেরবোয়াম তাঁর পদে আসন নিলেন। যোয়াশকে ইস্রায়েল-রাজাদের সঙ্গে সামারিয়ায় সমাধি দেওয়া হল।

যখন এলিসেয় সেই অসুখে অসুস্থ হয়ে পড়লেন, যে অসুখ তাঁর মৃত্যু ঘটাল, তখন ইস্রায়েল-রাজ যোয়াশ তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর সামনে কেঁদে ফেললেন; বলছিলেন, 'পিতা আমার, পিতা আমার! হে ইস্রায়েলের রথ ও তার অশ্ববাহিনী!' এলিসেয় তাঁকে বললেন, 'আপনি ধনুক ও তীর নিন।' রাজা ধনুক ও তীর নিলেন। তিনি ইস্রায়েল-রাজকে উদ্দেশ করে বলে চললেন, 'ধনুকটা হাতে নিন।' রাজা ধনুকটা হাতে নিলে এলিসেয় রাজার হাতের উপরে নিজ হাত রাখলেন; তারপর বললেন, 'পুবদিকের জানালা খুলে দিন।' রাজা জানালা খুলে দিলে এলিসেয় বললেন, 'তীর ছুড়ুন!' রাজা তীর ছুড়লেন। তখন এলিসেয় বললেন, 'এ প্রভুর উদ্দেশে বিজয়-তীর, আরামের উপরে বিজয়-তীর! হ্যাঁ, আপনি আফেকে আরামীয়দের পরাজিত করবেন, তাদের একেবারে নিঃশেষ করবেন।' এলিসেয় আরও বললেন, 'তীরগুলো নিন।' রাজা তীরগুলো নিলে এলিসেয় তাঁকে বললেন, 'তীরগুলো দিয়ে মাটিতে আঘাত করুন।' রাজা তিনবার মাটিতে আঘাত করার পর ক্ষান্ত হলেন। তখন পরমেশ্বরের মানুষ তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'আপনাকে অন্তত পাঁচ ছ'বারই আঘাত করতে হত, তবেই আরামকে নিঃশেষে পরাজিত করতেন; কিন্তু এখন আরামকে কেবল তিনবারই পরাজিত করবেন।'

এলিসেয়ের মৃত্যু হল, ও তাঁকে সমাধি দেওয়া হল। তখন, নববর্ষের শুরুতে, মোয়াবীয়দের কয়েকটা দল এসে দেশে হানা দিল। কয়েকজন লোক তখন একটি লোককে সমাধি দিচ্ছিল; লুটেরার দল দেখে তারা লাশটা এলিসেয়ের সমাধির উপরে ফেলে দিয়ে চলে গেল। লোকটা এলিসেয়ের হাড়ের সংস্পর্শে আসামাত্র পুনরুজ্জীবিত হয়ে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল।

যেহোয়াহাজের সমস্ত জীবনকালে আরাম-রাজ হাজায়েল ইস্রায়েলকে অত্যাচার করেছিলেন। শেষে প্রভু, আব্রাহাম, ইসায়াক ও যাকোবের সঙ্গে যে সন্ধি স্থির করেছিলেন, সেই সন্ধির খাতিরে তাদের প্রতি সদয় হয়ে ও করুণা দেখিয়ে আবার তাদের প্রতি প্রসন্ন হলেন; এজন্যই তিনি তাদের ধ্বংস করতে চাইলেন না, আজ পর্যন্তও নিজের সামনে থেকে তাদের দূর করে দিলেন না। পরে আরাম-রাজ হাজায়েলের মৃত্যু হল; এবং তাঁর সন্তান বেন্-হাদাদ তাঁর পদে রাজা হলেন। তখন যোয়াশের পিতা যেহোয়াহাজের হাত থেকে হাজায়েল যে সকল শহর অস্ত্রের বলে কেড়ে নিয়েছিলেন, সেই সকল শহর যেহোয়াহাজের সন্তান যোয়াশ হাজায়েলের সন্তান বেন্-হাদাদের হাত থেকে আবার কেড়ে নিলেন। যোয়াশ তাঁকে তিনবার পরাজিত করলেন ও ইস্রায়েলের সেই সকল শহর আবার জয় করে নিলেন।

শ্লোক ২ রাজা ১৩:১৪; মথি ২৩:৩৪

℟ যখন এলিসেয় সেই অসুখে অসুস্থ হয়ে পড়লেন, যে অসুখ তাঁর মৃত্যু ঘটাল, তখন ইস্রায়েল-রাজ যোয়াশ তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর সামনে কেঁদে ফেললেন; বলছিলেন,

℣ পিতা আমার, পিতা আমার! হে ইস্রায়েলের রথ আর তার অশ্ববাহিনী!

℟ দেখ, আমি তোমাদের কাছে নবী, প্রজ্ঞাবান, ও শাস্ত্রীদের প্রেরণ করছি; তাদের কাউকে তোমরা হত্যা করবেন ও ক্রুশে দেবে।

℣ পিতা আমার, পিতা আমার! হে ইস্রায়েলের রথ আর তার অশ্ববাহিনী!

দ্বিতীয় পাঠ - রিভোর মঠাধ্যক্ষ সাধু এল্‌রেডের উপদেশাবলি

ঈশ্বর-প্রেরিত এক ব্যক্তি আবির্ভূত হলেন

প্রাক্তন সন্ধিতে প্রান্তরনিবাস-জীবনের আদর্শ ছিলেন এলিয়, নবসন্ধিতে তিনিই ছিলেন যিনি এলিয়ের পরাক্রমে ও আত্মায় এলেন, তথা দীক্ষাগুরু সাধু যোহন। তাছাড়া আমি মনে করি যে, যোহন যেমন এলিয়ের পরাক্রমে ও আত্মায় এলেন, তেমনি আত্মায় ও পরাক্রমে এলিয় যোহনের এক পূর্বদৃষ্টান্ত ছিলেন। সুতরাং অক্ষর অনুসারে যা এলিয়কে লক্ষ করে, আত্মা অনুসারে তা যোহনকে লক্ষ করে।

ভ্রাতৃগণ, তোমরা একথা ভালই জান যে, দুর্ভিক্ষের সময় প্রায় উপস্থিত হলেই এলিয় আহাব রাজার কাছে কথা বলাতেই নিজ কর্ম শুরু করলেন, যেমনটি শাস্ত্রে বলে: *গিলেয়াদ-অঞ্চলের তিশ্‌বে অধিবাসী এলিয় আহাবের কাছে কথা বললেন।* তাঁর বংশতালিকা, জীবনধারণ বা ধর্ম বিষয়ে কিছু না বলে শাস্ত্র অপ্রত্যাশিত ও প্রেরণাপূর্ণ ভাবেই তাঁর কথা উপস্থাপন করে, তিনি ঠিক যেন কোন পুরুষ থেকে বা পুরুষের মধ্য দিয়ে আগত নন, কিন্তু আমাদের নতুন এলিয় সম্বন্ধেও যেভাবে লেখা আছে, সেভাবে, *ঈশ্বর-প্রেরিত এক ব্যক্তি আবির্ভূত হলেন, তাঁর নাম যোহন।* তেমন কিছু কবে ঘটল? আহাব ও তাঁর স্ত্রী সেই ভক্তিহিনা যেসাবেলের রাজত্বকালে। তবে ন্যায়সঙ্গত ভাবেই তাঁদের রাজত্বকালে দুর্ভিক্ষ পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব করল, বৃষ্টি থামল, শিশিরপাত হল না, ও সবকিছু শুষ্ক হয়ে গেল। আর এজন্যই এলিয় একথা বলতে পারলেন: *আমি যাঁর সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে আছি, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি! আমি নিজে কথা বললে এই সামনের বছরগুলিতে শিশির বা বৃষ্টি পড়বে না।*

প্রিয়জনেরা, একথা তোমাদের তো অজানা নেই, ত্রাণকর্তার আগমন সন্নিকট হওয়ার সময়ে অহঙ্কার ও লালসা কেমন করে পৃথিবীময় রাজত্ব করছিল; অবস্থা এমন ছিল যে, মনে হচ্ছিল কেউই অত্যাচার-রিপু থেকে মুক্ত নয়, দেহ-লালসা থেকেও প্রায় কেউই মুক্ত নয়। তাই ন্যায়সঙ্গত ভাবেই দুর্ভিক্ষ বিস্তার লাভ করল, রুটির অভাব হল, ও এক বিন্দু জলও আর পাওয়া গেল না। এসব কিছু কখন ঘটল? আমাদের এলিয়ের আবির্ভাবের সময়ে। বস্তুতপক্ষে বিধান ও নবীরা যোহন পর্যন্তই এসেছিলেন।

বিধান হল রুটির নামান্তর; নবীদের শিক্ষা হল জলের নামান্তর। কেননা যোহনের আগমন পর্যন্ত বিধান নিজ তেজ বজায় রেখেছিল, ও নবীদের শিক্ষার প্রতি লোকে কান দিত। কিন্তু হঠাৎ ক্ষুধা ও তেষ্টা দেখা দেয়: *তা রুটির ক্ষুধা বা জলের তেষ্টা নয়, কিন্তু প্রভুর বাণী শ্রবণেরই ক্ষুধা।* এলিয় আহাব থেকে দূরে পালিয়েছিলেন। যোহনও দূরে পালিয়ে প্রান্তরে থাকলেন, যেমন তাঁর বিষয়ে সুসমাচার-রচয়িতা বলেন, *ইস্রায়েলের কাছে তাঁর আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত তিনি মরুপ্রান্তরে থাকলেন।* আর তেমনটি প্রয়োজনই ছিল; কেননা উচ্ছেদ ও বিক্ষেপ করার জন্য, ধ্বংস ও রোপণ ও নির্মাণ করার জন্য, রাজাদের ভর্ৎসনা করার জন্য ও বায়ালের নবীদের বধ করার জন্য, পৃথিবীর জন্য পুনরায় জল ও শিশির জয় করার জন্য যাঁকে জাতি ও রাজ্যগুলির উপরে নিযুক্ত হওয়ার কথা ছিল, তিনি যে আগে সবচেয়ে গুপ্ত স্থানে লুকিয়ে থেকে আত্মা সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষা পাবেন, তা অধিক সঙ্গত ছিল।

শ্লোক মথি ১৭:১১-১২; ১১:১৩-১৪

℣ এলিয় আসছেন বটে, এবং সবকিছুই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন; কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, এলিয় এসেই গেছেন।

℟ কিন্তু লোকেরা তাঁকে চেনেনি, বরং তাঁর প্রতি যা ইচ্ছা তা-ই করল।

℣ সমস্ত নবী ও বিধান যোহন পর্যন্তই ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছে; আর তোমরা যদি কথাটা গ্রহণ করতে সম্মত হও, তবে তিনিই সেই এলিয়, যাঁর আসার কথা ছিল।

℟ কিন্তু লোকেরা তাঁকে চেনেনি, বরং তাঁর প্রতি যা ইচ্ছা তা-ই করল।

২০শ সপ্তাহ

রবিবার

প্রথম পাঠ - এফে ১:১-১৪

ঈশ্বরের রহস্যাবৃত মুক্তি-পরিকল্পনা

ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছায় খ্রীষ্টযীশুর প্রেরিতদূত আমি, পল, পবিত্রজন ও খ্রীষ্টযীশুতে বিশ্বাসী যারা, তাদের সমীপে: আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশুখ্রীষ্ট থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক।

ধন্য ঈশ্বর, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের পিতা,
যিনি স্বর্গলোকে যত আত্মিক আশীর্বাদে
খ্রীষ্টে আমাদের আশিসধন্য করেছেন।
জগৎপত্তনের আগেই
তিনি খ্রীষ্টে আমাদের বেছে নিয়েছিলেন,
আমরা যেন ভালবাসায়
তাঁর সামনে পবিত্র ও অনিন্দ্য হয়ে উঠতে পারি;
তিনি আগে থেকে আমাদের বিষয়ে নিরূপণ করেছিলেন,
যীশুখ্রীষ্টের মাধ্যমে আমরা তাঁর দত্তকপুত্র হয়ে উঠব;

এমনটি তিনি করেছিলেন তাঁর প্রসন্নতা ও মঙ্গল-ইচ্ছা অনুসারে,
তাঁর সেই অনুগ্রহের গৌরবের প্রশংসায়,
যে অনুগ্রহ দানে
তিনি তাঁর সেই প্রিয়জনে আমাদের অনুগৃহীত করেছেন,
যাঁর মধ্যে আমরা তাঁর রক্ত দ্বারা লাভ করি মুক্তি,
লাভ করি পাপমোচন,
তাঁর সেই অনুগ্রহের ঐশ্বর্য অনুসারে,
যে অনুগ্রহ তিনি পূর্ণ প্রজ্ঞা ও ধীশক্তিতে
আমাদের উপরে অপর্যাপ্ত মাত্রায় বর্ষণ করেছেন।
তিনি আমাদের জানিয়েছেন তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছার রহস্য,
যা তাঁর প্রসন্নতা অনুসারে আগে থেকেই
তিনি খ্রীষ্টে স্থির করে রেখেছিলেন
কাল পূর্ণ হলেই তা রূপায়িত করবেন ব'লে:
স্বর্গে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে,
সমস্তই তিনি এক মাথায়, সেই খ্রীষ্টে, সম্মিলিত করবেন।
তাঁর মধ্যে আমরা আমাদের উত্তরাধিকারের অংশ পেয়েছি,
কারণ যিনি নিজের ইচ্ছা অনুসারেই
সমস্ত কিছু সক্রিয়ভাবে ঘটিয়ে থাকেন,
তাঁর পরিকল্পনা-মত
আমরা আগে থেকে খ্রীষ্টে নিরূপিত হয়েছিলাম,
যেন, তাঁর গৌরবের প্রশংসায়,
খ্রীষ্টের আগমনের আগে আমরাই সেই জনগণ হয়ে উঠি
তাঁর উপর প্রত্যাশা রাখি যারা।
তাঁর মধ্যে তোমরাও সত্যের সেই বাণী,
তোমাদের পরিত্রাণের সেই সুসমাচার শুনে,
এবং তাঁর উপর বিশ্বাসও রেখে
প্রতিশ্রুতির সেই পবিত্র আত্মারই মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত হয়েছ
যিনি আমাদের উত্তরাধিকারের অগ্রিম দানস্বরূপ, তাদেরই পূর্ণ মুক্তির উদ্দেশে
ঈশ্বর যাদের নিজের জন্য কিনেছেন,
নিজের গৌরবের প্রশংসায়।

শ্লোক এফে ১:৫,৬; রো ৫:২
℟ ঈশ্বর আগে থেকে নিরূপণ করেছিলেন, যীশুখ্রীষ্টের মাধ্যমে আমরা তাঁর দত্তকপুত্র হয়ে উঠব; এমনটি তিনি করেছিলেন তাঁর প্রসন্নতা ও মঙ্গল-ইচ্ছা অনুসারে, তাঁর সেই অনুগ্রহের গৌরবের প্রশংসায়,
℣ যে অনুগ্রহ দানে তিনি তাঁর সেই প্রিয়জনে আমাদের অনুগৃহীত করেছেন।
℟ আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা আমরা এই অনুগ্রহেই প্রবেশাধিকার লাভ করেছি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি,
℣ যে অনুগ্রহ দানে তিনি তাঁর সেই প্রিয়তম পুত্রে আমাদের অনুগৃহীত করেছেন।

দ্বিতীয় পাঠ - এফেসীয়দের কাছে পত্রে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের ব্যাখ্যা ১ম উপদেশ ৩

পাপের ক্ষমা মহত্তর কথা বটে
কিন্তু সেই ক্ষমা যে প্রভুর রক্ত গুণেই দেওয়া, তা আরও মহত্তর

ঈশ্বর আগে থেকে আমাদের বিষয়ে নিরূপণ করেছিলেন, আমরা তাঁর দত্তকপুত্র হয়ে উঠব, কারণ এভাবে তিনি নিজ অনুগ্রহের গৌরব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে চাচ্ছিলেন, *তাঁর প্রসন্নতা ও ইচ্ছা অনুসারে, তাঁর সেই অনুগ্রহের গৌরবের প্রশংসায়, যে অনুগ্রহ দানে ঈশ্বর তাঁর সেই প্রিয়জনে আমাদের অনুগৃহীত করেছেন।* তাহলে তাঁর সেই অনুগ্রহ যেন প্রকাশিত হয়, তিনি যখন নিজ গৌরবময় অনুগ্রহের প্রশংসায় আমাদের এতই ধন্য করেছেন, তখন এসো, সেই অনুগ্রহে স্থির থাকি।

তিনি কেন আমাদের দ্বারা প্রশংসিত ও গৌরবান্বিত হতে ইচ্ছা করেন? তার কারণ, যাতে এভাবে তাঁর প্রতি আমাদের ভালবাসা আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, কেননা তিনি আমাদের কাছে আমাদের পরিত্রাণ ছাড়া অন্য কিছু ইচ্ছা করেন না—সেবাও নয়, গৌরবও নয়, অন্য কিছুও নয়; হ্যাঁ, পরিত্রাণের লক্ষ্যেই তিনি সমস্ত কিছু সাধন করেন। কেননা দেওয়া অনুগ্রহের যে প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে, সে অধিক তৎপর ও ইচ্ছুক হবে।

প্রভু নাকি তেমন একজনেরই মত ব্যবহার করেছেন, যে চুলকানি, মড়ক, সমস্ত ধরনের রোগ ও বার্ধক্য দ্বারা চিহ্নিত ও দরিদ্রতা ও ক্ষুধা দ্বারা প্রায় নিঃশেষিত এক ব্যক্তিকে তেজময় যৌবনে সহসা ফিরিয়ে দিয়ে তাকে সকল মানুষের মধ্যে এতই

সুন্দরতম করে তুলেছে যে, তার মুখখানি ঠিক যেন চোখের উজ্জ্বলতায় সূর্যের রশ্মিও আবৃত করে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল, এবং যৌবনে ফিরিয়ে আনার পর তাকে রাজসজ্জায় সজ্জিত করে ও মুকুটভূষিত করে রাজকীয় যত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করেছে। তেমনিভাবে প্রভু আমাদের প্রাণ রূপান্তরিত করে এতই সুন্দর, আকাঙ্ক্ষণীয় ও প্রীতিকর করে তুলেছেন যে, স্বর্গদূতেরাও তার দর্শন পেতে ইচ্ছা করেন। এভাবে তিনি আমাদের এতই গ্রহণীয় করেছেন যে, আমরা তাঁর আসক্তির পাত্র হয়ে উঠলাম, বস্তুত লেখা আছে, *রাজা তোমার সৌন্দর্যে আসক্ত হবেন।*

একথা ভেবে দেখ: আগে আমরা কতই না খারাপ কথা বলতাম, আর এখন আমাদের মুখে কতই না মধুর বাণী ফুটে ওঠে। এখন আমাদের আর ধন নেই, আমরা পার্থিব বিষয়ের আর নয়, স্বর্গীয় বিষয়েরই আকাঙ্ক্ষী। যে বালক দেহের লাবণ্য ও সৌন্দর্যের সঙ্গে প্রসাদে উচ্ছ্বসিত ওষ্ঠও দেখাতে পারে, আমরা কি তাকে সুসভ্য ও প্রীতিকর মনে করি না? ভক্তরা সেরূপ।

যারা দিব্য রহস্যগুলিতে দীক্ষিত, লক্ষ কর তারা কোন্ বিষয়ে কথা বলে! যে মুখ প্রশংসনীয় বাণী উচ্চারণ করে ও হৃদয় ও ওষ্ঠের পবিত্রতা অক্ষুণ্ন রেখে উজ্জ্বল আস্থার সঙ্গে দিব্য ভোজে অংশ নেয়, সেই মুখের চেয়ে গ্রহণীয় কী আছে? যে বাণী উচ্চারণ করে আমরা শয়তানকে প্রত্যাখ্যান করেছি ও খ্রীষ্টের সৈন্য বলে পরিগণিত হয়েছি, সেই বাণীর চেয়ে উৎকৃষ্ট কী আছে? আর দীক্ষাস্নানের আগে আমাদের যে স্বীকারোক্তি, ও দীক্ষাস্নানের পরে যে স্বীকারোক্তি উচ্চারণ করেছি, তার চেয়ে মহান কী আছে? অথচ আমরা অনেকে দীক্ষাস্নানের পবিত্রতা লঙ্ঘন করে এখন আর্তনাদ করে থাকি, যাতে সেই পবিত্রতা পুনরায় ফিরে পেতে পারি।

সেই যে অনুগ্রহ দানে ঈশ্বর তাঁর সেই প্রিয়জনে আমাদের অনুগৃহীত করেছেন, যাঁর মধ্যে আমরা তাঁর রক্ত দ্বারা লাভ করি মুক্তি, লাভ করি পাপমোচন। এ কীভাবে ঘটেছে? তিনি নিজ পুত্রকে আমাদের অর্পণ করেছেন, একথা অপরূপ বটে; তিনি কিন্তু যে কেমন করে তাঁকে অর্পণ করেছেন, অর্থাৎ কিনা তিনি যে এমনটি হতে দিলেন যাতে সেই পুত্রকে আমাদের জন্য হত্যা করা হয়, একথা আরও অপরূপ। এ কেমন যেন অবিশ্বাস্য অত্যুক্তি: যারা তাঁকে ঘৃণা করছিল, তিনি তাদেরই হাতে পুত্রকে সঁপে দিলেন। তাই ভেবে দেখ, তিনি আমাদের কতই না মূল্যবান বলে গণ্য করেছেন। আমরা ঘৃণার গন্ডিতে আবদ্ধ ও তাঁর শত্রু হওয়ার সময়ে তিনি যখন নিজ প্রিয়তম পুত্রকে অর্পণ করেছেন, তখন তাঁর অনুগ্রহগুণে পুনর্মিলিত এই আমাদের প্রতি তিনি আর কীবা না সাধন করবেন?

সর্বোচ্চ বিষয় ছেড়ে তিনি এখন সর্বনিম্ন বিষয় উল্লেখ করেন; অর্থাৎ কিনা দত্তকপুত্রত্ব, পবিত্রীকরণ ও পুণ্যের প্রতি আহ্বান বিষয়ে কথা বলার পর, তিনি এখন পাপের কথা উল্লেখ করেন; বক্তব্য যে নিম্ন পর্যায়ের কথন হয়ে যায় এমন নয়, বরং নিম্ন পর্যায় থেকে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হয়। কেননা আমাদের জন্য যে ঈশ্বরেরই রক্ত পাত করা হয়েছে, একথার চেয়ে মহত্তর কথা নেই; তিনি যে মৃত্যু থেকে নিজ পুত্রকেও রেহাই দেননি, একথা দত্তকপুত্রত্ব ও অন্যান্য সমস্ত মঙ্গলদানের চেয়েও মহত্তর কথা। পাপমোচন মহত্তর কথা বটে, কিন্তু সেই পাপমোচন যে প্রভুর রক্ত গুণেই দেওয়া, তা আরও মহত্তর।

শ্লোক কল ১:২১,২২; রো ৩:২৫

প্র তোমরা একসময়ে দুষ্কর্মের চিন্তায় ছিলে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন ও তাঁর শত্রু, এখন কিন্তু তিনি সেই মাংসময় দেহে তাঁর মৃত্যু দ্বারা তোমাদের পুনর্মিলিত করেছেন,

উ যেন তিনি তোমাদের পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দ্য ক'রে নিজের সামনে আনতে পারেন।

প্র তাঁর সেই রক্তদানে তাঁকেই ঈশ্বর বিশ্বাসগুণে প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুলে ধরেছেন,

উ যেন তিনি তোমাদের পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দ্য ক'রে নিজের সামনে আনতে পারেন।

সোমবার

প্রথম পাঠ - এফে ১:১৫-২৩

সাধু পলের প্রার্থনা যেন ভক্তজনেরা আলোকিত হয়

ভ্রাতৃগণ, প্রভু যীশুতে তোমাদের বিশ্বাস ও সকল পবিত্রজনের প্রতি তোমাদের ভালবাসার কথা শুনে আমি তোমাদের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করায় ক্ষান্ত হই না, এবং আমার প্রার্থনায় তোমাদের কথা স্মরণ করি, যেন আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ঈশ্বর, সেই গৌরবের পিতা, তাঁকে গভীরতর ভাবে জানবার জন্য তোমাদের প্রজ্ঞা ও ঐশরহস্য-উপলব্ধির আত্মা দান করেন। তিনি তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি আলোকিত করে তুলুন যেন তোমরা উপলব্ধি করতে পার তাঁর আহ্বানের প্রত্যাশা কী, পবিত্রজনদের মাঝে তাঁর উত্তরাধিকারের গৌরব-ঐশ্বর্য কী, এবং বিশ্বাসী এই আমাদের প্রতি তাঁর পরাক্রমের সীমাহীন মহত্ত্ব কী—এই সমস্ত কিছু তাঁর সেই শক্তির কর্মক্ষমতা অনুসারে যা দ্বারা তিনি খ্রীষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত ক'রে স্বর্গলোকে আপন ডান পাশে আসন দিয়েছেন। তিনি তাঁকে সমস্ত আধিপত্য, কর্তৃত্ব, পরাক্রম ও প্রভুত্বের ঊর্ধ্বে—শুধু বর্তমানকালে নয়, ভাবীকালেও উল্লেখযোগ্য সমস্ত নামেরই ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত করেছেন। *তিনি সমস্ত কিছু তাঁর পদতলে রেখেছেন* এবং তাঁকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে, সেই মন্ডলীর মাথায়, প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যে মন্ডলী তাঁর দেহ, তাঁরই পরিপূর্ণতা যিনি সবকিছুতে সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ।

শ্লোক এফে ১:১৭,১৮; ১ করি ২:১২

প্র সেই গৌরবের পিতা তাঁকে গভীরতর ভাবে জানবার জন্য তোমাদের প্রজ্ঞা ও ঐশরহস্য-উপলব্ধির আত্মা দান করুন, যেন তোমরা উপলব্ধি করতে পার তাঁর আহ্বানের প্রত্যাশা কী,

℣ পবিত্রজনদের মাঝে তাঁর উত্তরাধিকারের গৌরব-ঐশ্বর্য কী।
℟ আমরা তো এজগতের আত্মা পাইনি, ঈশ্বরের আপন আত্মাকেই পেয়েছি, ঈশ্বর অনুগ্রহ করে আমাদের যা যা দান করেছেন, তা যেন জানতে পারি,
℣ পবিত্রজনদের মাঝে তাঁর উত্তরাধিকারের গৌরব-ঐশ্বর্য কী।

দ্বিতীয় পাঠ - নিস্যার ধর্মপাল সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'পরিপক্ক খ্রীষ্টবিশ্বাসীর আদর্শ'

আমরা সেই খ্রীষ্টকে পেয়েছি যিনি আমাদের শান্তি ও আমাদের আলো

তিনি নিজেই আমাদের শান্তি; তিনি সেই দুই জাতিকে এক করে তুলেছেন। খ্রীষ্ট যে শান্তি, একথা ভেবে আমরা তখনই দেখাব যে খ্রীষ্টপন্থী নাম যোগ্যরূপে বহন করি, যখন আমাদের অন্তরে যে শান্তি রয়েছে, তার মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনাচরণে খ্রীষ্টকে প্রকাশ করব। কথা প্রসঙ্গে প্রেরিতদূত বলেন, *তিনি শত্রুতা ভেঙে ফেলেছেন;* তাই আমরা কোন মতেই সেই শত্রুতাকে আমাদের অন্তরে পুনরুজ্জীবিত হতে দেব না, বরং স্পষ্টভাবে দেখাব, সেই শত্রুতা সম্পূর্ণরূপে মৃত। আমাদের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বর দ্বারা যা বধ করা হয়েছে, আমরা যেন তা পুনরায় পুনরুজ্জীবিত না করি; পাছে আমাদের আত্মাদের সর্বনাশ ঘটে, আমরা যেন ক্রোধ না করি, বিগত অপমানের কথা যেন নিজেদের কাছে স্মরণ করিয়ে না দিই, যার মৃত্যুতে আমাদের সৌভাগ্য হয়েছে, সেই পাপময়তা পুনরুজ্জীবিত করব এমন ভুল যেন না করি। যিনি শান্তি, সেই খ্রীষ্টকে পেয়েছি বিধায় আমরা সেই শত্রুতা বধ করে, যেন আমাদের জীবনাচরণে খ্রীষ্টবিশ্বাসের চর্চা করি।

যে প্রাচীর সেই দুই মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে রাখছিল, তিনি তা ধ্বংস করলেন: সেই দুইকে নিয়ে তিনি এক মানুষকে সৃষ্টি করলেন, আর এভাবে আমাদের বাইরে থেকে যারা আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, কেবল তাদেরই সঙ্গে নয়, যারা আমাদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে তাদেরও সঙ্গে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন। ফলে মাংস আত্মা-বিরোধী ও আত্মা মাংস-বিরোধী অভিলাষ পোষণ করতে আর পারবে না, কিন্তু মাংসের সুবুদ্ধি ঐশবিধানের অধীন হবে। তবেই, এমন এক মানুষে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যে মানুষ নতুন ও শান্তিপ্রিয়, এবং দুই থেকে এক-ই মানুষ হয়ে উঠে আমরা শান্তির আবাস হব।

বিরোধী দু'জনের মধ্যে একাত্মতাই শান্তি। ফলত আমাদের স্বরূপের অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ বাতিল হওয়ায়, এসো, আমাদের অন্তরে শান্তি পালন করি; তবে আমরা নিজেরাই শান্তি হয়ে উঠব, ও একথা দেখাতে পারব যে, খ্রীষ্টের এ উপাধি আমাদের পক্ষেও সত্যাশ্রয়ী ও খাঁটি।

খ্রীষ্টই সেই প্রকৃত আলো যা সমস্ত মিথ্যা থেকে দূরবর্তী। এসো, একথা থেকে শিখি যে, আমাদের জীবনকেও প্রকৃত আলোর রশ্মি দ্বারা আলোকিত হতে হবে: ধর্মময়তার সূর্যের রশ্মি হল সেই একই উজ্জ্বল সদ্‌গুণাবলি যা আমাদের আলোকিত করে আমরা যেন দিবালোকের মত আলোময় অবস্থায় সততার সঙ্গে চলি। এসো, যত গুপ্ত ও অন্ধকারময় আচরণ নিন্দা করি, দিনের আলোতেই সবকিছু সাধন করি, তবে আমরাও আলো হয়ে উঠব, ও আলোর বৈশিষ্ট্য অনুসারে নিজেদের শুভকর্ম দ্বারা অপরকেও আলোকিত করব।

খ্রীষ্টই আমাদের পবিত্রতার উৎস, সুতরাং এসো, অশুভ কর্ম ও কুচিন্তা থেকে দূরে থাকি; তবেই প্রমাণ করব, আমরা সত্যিই তাঁর নামের অংশীদার, ও শুধু কথায় নয়, কাজেও পবিত্রতার পরাক্রম দেখাতে পারব।

শ্লোক লুক ১:৭৮,৭৯ দ্রঃ
℟ উদীয়মান জ্যোতি উর্ধ্ব থেকে আমাদের দেখতে আসবেন:
℣ আমাদের চরণ চালিত করবেন শান্তির পথে।
℟ সেই সূর্য তাদেরই আলো দেবেন যারা বসে আছে অন্ধকারে ও মৃত্যু-ছায়ায়,
℣ আমাদের চরণ চালিত করবেন শান্তির পথে।

মঙ্গলবার

প্রথম পাঠ - এফে ২:১-১০

পাপীরা খ্রীষ্টযীশুতে পরিত্রাণপ্রাপ্ত

তোমরাও নিজেদের অপরাধ ও পাপের ফলে মৃত ছিলে:—বিদ্রোহের সন্তানদের মধ্যে সক্রিয় যে আত্মা, মহাশূন্যের কর্তৃত্ব-রাজ্যের সেই অপরাজের অনুসরণে চলে তোমরা তো এই জগতের যুগধর্ম পালনে একসময় সেই সব অপরাধ ও পাপের মধ্যে চলতে। সেই বিদ্রোহীদের মধ্যে আমরাও সকলে মাংস ও মনের যত কামনা-বাসনা পূরণ করে একসময় মাংসের সমস্ত অভিলাষ অনুসারে জীবনযাপন করতাম, এবং অন্যান্য সকলের মত আমরাও স্বভাবত ঐশক্রোধের পাত্র ছিলাম। কিন্তু ঈশ্বর, দয়ায় ঐশ্বর্যবান হওয়ায়, যে মহা ভালবাসায় আমাদের ভালবাসলেন, অপরাধের ফলে মৃত ছিলাম যে আমরা এই আমাদের তিনি খ্রীষ্টের সঙ্গে সঞ্জীবিত করে তুললেন—অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রাণকৃত!—এবং আমাদের তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থিত করলেন ও তাঁর সঙ্গে স্বর্গধামে আসন দিলেন—খ্রীষ্টযীশুতে। তিনি তেমনটি করলেন যেন আগামী কালে যুগযুগ ধরেই তিনি, খ্রীষ্টযীশুতে আমাদের প্রতি তাঁর মঙ্গলময়তার মাধ্যমে, তাঁর সেই অসীম অনুগ্রহের ঐশ্বর্য দেখাতে পারেন। কেননা এই অনুগ্রহেই তোমরা বিশ্বাস দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছ; এবং তা তোমাদের কাজ নয়, ঈশ্বরেরই দান; তা কর্মের ফলও নয়, কেউই যেন গর্ব না করতে পারে। কারণ আমরা তাঁরই শিল্পকর্ম, খ্রীষ্টযীশুতে সেই সমস্ত সৎকর্মের

উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট, যা ঈশ্বর আগে থেকে স্থিরীকৃত করেছিলেন, যেন আমরা সেই পথে চলি।

শ্লোক এফে ২:৫,৬; যোহন ৩:১৬

প্র অপরাধের ফলে মৃত ছিলাম যে আমরা এই আমাদের তিনি খ্রীষ্টের সঙ্গে সঞ্জীবিত করে তুললেন,

উ খ্রীষ্টযীশুতে তিনি আমাদের তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থিত করলেন ও তাঁর সঙ্গে স্বর্গধামে আসন দিলেন।

প্র ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে দান করেছেন।

উ খ্রীষ্টযীশুতে তিনি আমাদের তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থিত করলেন ও তাঁর সঙ্গে স্বর্গধামে আসন দিলেন।

দ্বিতীয় পাঠ - যোহন-রচিত সুসমাচারে দৈত্‌জের মঠাধ্যক্ষ রুপার্টের ব্যাখ্যা ২য় পুস্তক

ক্ষমার অনুগ্রহ সকলের জন্য এক ও একই

খ্রীষ্টের দীক্ষাস্নান হল রাজকীয় ও যাজকীয় অভিষেক, যার ফলে যিনি অভিষিক্ত, তাঁর সমকক্ষদের চেয়েও তিনি নিজেই খ্রীষ্ট বলে অভিহিত—খ্রীষ্ট এমন গ্রীক শব্দ যা হিব্রু ভাষায় মসীহ বলে, ও লাতিন ভাষায় যার অর্থ হল অভিষিক্ত। এক একজন করে অন্যান্যকে অভিষিক্ত করতে পারবেন, এমন পরিপূর্ণ অভিষেকের অধিকার কেবল তাঁরই রয়েছে। এবং শ্রেষ্ঠ অভিষিক্তজন হওয়ায় তিনি নিজ পরিপূর্ণতা থেকে সেই দত্তকপুত্রদের অভিষিক্ত করেন যারা তাঁর নিজের খ্রীষ্ট নাম গ্রহণ করেন, যেমন এ বাণীতে প্রকাশিত, *তিনিই পবিত্র আত্মায় দীক্ষাস্নান সম্পাদন করেন।* এ দীক্ষাস্নানের অধিকার থেকে একটামাত্র ফল নয়, দু'টো ফলই নির্গত: প্রথমত, খ্রীষ্ট আত্মায় দীক্ষাস্নান সম্পাদন করায় পাপমোচন সাধন করেন; দ্বিতীয়ত, তিনি দীক্ষাস্নান সম্পাদন করায় নানা অনুগ্রহদানের অলঙ্কার বিতরণ করেন। পাপমোচন বিষয়ে স্বয়ং তিনিই নিজ পুনরুত্থানের সেই দিনে কথা বলেন, যখন যাঁদের তিনি নিজ রক্তে ধৌত করে আগেই পাপ থেকে পরিশুদ্ধ করেছিলেন, সেই শিষ্যদের উপর ফুৎকার দিয়ে বলেন, *পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর।* আর পবিত্র আত্মাকে যে পাপমোচনের উদ্দেশেই তাঁদের দেওয়া হয়েছিল, একথা তখনই তিনি নিজে সপ্রমাণ করেন যখন বলে চলেন, *তোমরা যদি কারও পাপ ক্ষমা কর, তা ক্ষমা করা হবে; যদি কারও পাপ ধরে রাখ, তা ধরে রাখা থাকবে।*

দানগুলির যে বিতরণ দ্বারা তিনি মানুষকে অনুগ্রহের অলঙ্কারে সজ্জিত করেন, সেই বিতরণ বিষয়টা লুক শিষ্যচরিতে উত্থাপন করে বলেন, *যোহন জলে দীক্ষাস্নান সম্পাদন করলেন, তোমরা কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে পবিত্র আত্মায়ই দীক্ষাস্নাত হবে।*

তিনি তখনই পবিত্র আত্মায় আমাদের দীক্ষাস্নাত করেন, যখন আমরা দীক্ষাকুণ্ডে নেমে গেলে আত্মার অদৃশ্য অনুগ্রহ দীক্ষাস্নাতদের সকল পাপ মোচন করে। পাপমোচন ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই, অর্থাৎ, সকলের কাছে একইভাবে ও সমরূপে এক ও একই ক্ষমার অনুগ্রহ দান করা হয়, যা আমাদের সমস্ত অপরাধ মুছে দেয় ও আমাদের সমস্ত পাপ সমুদ্র-গভীরে ফেলে দেয়।

কিন্তু অনুগ্রহদান ক্ষেত্রে সকলের কাছে একই পরিমাণ দেওয়া হয় না, তাই একজনকে বিশ্বাস, অন্যকে জ্ঞান বা প্রজ্ঞার ভাষা, আবার অন্যকে নানা ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা, আবার অন্যকে ভবিষ্যদ্বাণী বুঝবার অধিকার ইত্যাদি দান দেওয়া হয়। *এই সকল কর্মক্রিয়া সেই একমাত্র ও একই আত্মাই সাধন করেন, আর তিনি ভাগ ভাগ ক'রে যাকে ইচ্ছা করেন তাকে দান করেন।*

দীক্ষাস্নান সম্পাদনকারীর এ অনুগ্রহদানগুলি ক্ষেত্রে আমরা নবসন্ধির পবিত্রজনদের মধ্যে এ গৌরবময় দীক্ষাস্নানের উজ্জ্বল চিহ্ন চিনতে পারি—আমরা নিজেরাই তো পড়তে পারি, পাপমোচনের উদ্দেশে দীক্ষাস্নাত হবার আগে তাঁদের কেউই তেমন কিছু পেতে পারেননি; কেবল সেই কর্নেলিউস ও তাঁর বাড়ির সকলের উপরেই—পিতর কথা বলতে বলতেই—পবিত্র আত্মা নেমে এলেন ও তাঁরা নানা ভাষায় ঈশ্বরের গুণকীর্তন করতে লাগলেন।

প্রাক্তন সন্ধির পিতৃপুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ অলৌকিক কাজ সাধন করার ক্ষমতা ও অনেকে ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়ার অধিকার পেয়েছিলেন; সেসময়ে তাঁরা পাপমোচনের উদ্দেশে সাধিত দীক্ষাস্নান তখনও পাননি, কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, তাঁরা সকলে তখনই দীক্ষাস্নাত হলেন যখন খ্রীষ্ট ক্রুশে প্রাণ ত্যাগ করলে তাঁর বিদীর্ণ বুক থেকে সমগ্র মণ্ডলীর পাপমোচনের উদ্দেশে রক্ত ও জলের নদী নির্গত হল, তথা সেই মণ্ডলীর জন্যও তাই ঘটেছে, যা জগতের আদিলগ্ন থেকে শুরু করে তাঁর মৃত্যুক্ষণ পর্যন্ত জগতে উপস্থিত ছিল, অর্থাৎ প্রথম ধার্মিক সেই আবেল থেকে শুরু করে সেই দস্যুই পর্যন্ত যে ক্রুশে ঝুলে খ্রীষ্টের বুক থেকে সেই প্রাচুর্যময় ও পরিত্রাণদায়ী বন্যার নদী নির্গত হওয়ার আগেও খ্রীষ্টকে প্রভু বলে স্বীকার করল, ও ভাবী রাজ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে তার স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকারোক্তি গুণে মুক্তি পেল।

শ্লোক হিব্রু ১০:২২,২৩; মার্ক ১৬:১৬ দ্রঃ

প্র দোষী বিবেক থেকে মুক্ত করা হয়েছে এমন হৃদয় নিয়ে, শুদ্ধ জলে স্নাত হয়েছে এমন দেহ নিয়ে, এসো, অটল হয়ে আমাদের প্রত্যাশার স্বীকারোক্তি আঁকড়ে ধরে রাখি,

উ কারণ যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি বিশ্বস্ত।

প্র যে বিশ্বাস করবে ও দীক্ষাস্নাত হবে, সে পরিত্রাণ পাবে।

উ কারণ যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি বিশ্বস্ত।

বুধবার

প্রথম পাঠ - এফে ২:১১-২২

হিব্রুদের সঙ্গে ও ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত বিজাতীয়েরা

মনে রেখ, একসময় তোমরা যারা জন্মসূত্রে বিজাতি—সেই তোমরা যারা অপরিচ্ছেদিত বলে অভিহিত তাদেরই দ্বারা যারা মানুষের হাতে মাংসে পরিচ্ছেদিত—সেই তোমরাও একসময় ছিলে খ্রীষ্ট-বিহীন, ইস্রায়েল-নাগরিকত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন, প্রতিশ্রুতি-বাহী সেই নানা সন্ধির সঙ্গে সম্পর্কহীন বিজাতি, আশা-বিহীন এবং এই জগতে ঈশ্বরও-বিহীন। কিন্তু এখন, খ্রীষ্টযীশুতে, তোমরা যারা আগে দূরবর্তী ছিলে, খ্রীষ্টের রক্তগুণে নিকটবর্তী হয়েছ, কেননা তিনি নিজেই আমাদের শান্তি; তিনি বিধিনির্দেশের সেই বিধান আপন মাংসে বাতিল করায় সেই দুই জাতিকে এক করে তুলেছেন এবং বিচ্ছেদের মধ্যবর্তী প্রাচীর অর্থাৎ শত্রুতা ভেঙে ফেলেছেন, যেন সেই দুইকে নিয়ে তিনি নিজেতে এক-ই নতুন মানুষকে সৃষ্টি ক'রে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন; এবং ক্রুশ দ্বারা নিজেতে সেই শত্রুতা ধ্বংস করায় তিনি যেন ঈশ্বরের সঙ্গে উভয়কে একদেহে পুনর্মিলিত করতে পারেন। তিনি এসে *দূরবর্তী এই তোমাদের কাছে শান্তির, এবং নিকটবর্তীদেরও কাছে শান্তির শুভসংবাদ জানিয়েছেন।* তাঁরই মধ্য দিয়ে দুই পক্ষের মানুষ এই আমরা এক আত্মায় পিতার কাছে প্রবেশাধিকার পেয়ে আছি।

তাই তোমরা এখন বিজাতি বা অস্থায়ী বাসিন্দা আর নও, বরং পবিত্রজনদের সহনাগরিক ও ঈশ্বরের পরিবারভুক্ত মানুষ। তোমরা প্রেরিতদূত ও নবীদের ভিত্তির উপরে গাঁথা; আর সংযোগপ্রস্তর হলেন স্বয়ং খ্রীষ্টযীশু। তাঁর মধ্যে প্রতিটি গাঁথনি সুসংবদ্ধ হয়ে প্রভুতে এক পবিত্র মন্দির হবার জন্য গড়ে উঠছে; তাঁর মধ্যে আত্মা দ্বারা তোমাদেরও ঈশ্বরের আবাস হবার জন্য গেঁথে তোলা হচ্ছে।

শ্লোক এফে ২:১৪,১৬,১৭-১৮,১৩ দ্রঃ
প্র খ্রীষ্টই আমাদের শান্তি; তিনি নিজেতে সেই শত্রুতা ধ্বংস ক'রে সেই দুই জাতিকে এক করে তুলেছেন। তিনি এসে দূরবর্তী এই তোমাদের কাছে শান্তির, এবং নিকটবর্তীদেরও কাছে শান্তির শুভসংবাদ জানিয়েছেন।
উ তাঁরই মধ্য দিয়ে দুই পক্ষের মানুষ এই আমরা এক আত্মায় পিতার কাছে প্রবেশাধিকার পেয়ে আছি।
প্র এখন খ্রীষ্টযীশুতে আমরা খ্রীষ্টের রক্তগুণে নিকটবর্তী হয়েছি।
উ তাঁরই মধ্য দিয়ে দুই পক্ষের মানুষ এই আমরা এক আত্মায় পিতার কাছে প্রবেশাধিকার পেয়ে আছি।

দ্বিতীয় পাঠ - যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেক্‌জান্দ্রিয়ার ধর্মপাল সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ১০ম পুস্তক

পবিত্র ভোজে অংশ নেওয়ায়
আমাদের অন্তরে খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টে আমরা এক হয়ে উঠি

আমরা সিদ্ধ ভালবাসার মনোভাবে, সঠিক ও অটল বিশ্বাসে, এবং সরল ও সদ্গুণ-আকাঙ্ক্ষী অন্তরে খ্রীষ্টের সঙ্গে আত্মিকভাবে মিলিত হব, এমন ধারণা আমাদের ধর্মতত্ত্ব কোন মতে অস্বীকার করে না; এমনকি আমরা সমর্থন করি, আমাদের ধর্মতত্ত্ব ঠিক তাই বলে।

বাস্তবিকই, সেই ধর্মতত্ত্বের জোরে কেইবা সন্দেহ করতে পারবে যে, খ্রীষ্ট আঙুরলতা আর আমরা শাখা হওয়ায় তাঁর কাছ থেকে ও তাঁর দ্বারা জীবন পাই, যখন প্রেরিতদূত নিজেই একথা বলেন যে, *যখন একরুটি, তখন আমরা অনেক হয়েও একদেহ, কারণ আমরা সকলেই সেই একরুটির অংশভাগী!* তবে কেউ আমাদের বলুক রহস্যময় পবিত্র ভোজের মূলকারণ কী; আমাদের বুঝিয়ে দিক তার শক্তি কেমন! কেনই বা তা আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে? এর কারণ কি এই নয়, খ্রীষ্টের পবিত্রতম মাংসে আমাদের সহভাগিতা ও অংশগ্রহণ গুণে খ্রীষ্ট যেন দেহগতভাবেও আমাদের অন্তরে বাস করেন? এ অত্যন্তই স্পষ্ট, কেননা পল একথা লেখেন যে, *সুসমাচারের মধ্য দিয়ে বিজাতীয়রা একই উত্তরাধিকারের সহভাগী হতে, একই দেহের অঙ্গ হতে, ও প্রতিশ্রুতির অংশীদার হতে খ্রীষ্টযীশুতে আহূত হয়েছে।*

তারা কেমন করে তাঁর একই দেহের অঙ্গ হল? সেই রহস্যময় পবিত্র ভোজে অংশগ্রহণ গুণেই তারা তাঁর সঙ্গে একদেহ হয়ে উঠল, যেমনটি প্রেরিতদূতদের প্রত্যেকজনের বেলায়ও ঘটেছিল; অন্যথা তিনি কেনই বা নিজের অঙ্গের মত সকলের অঙ্গও খ্রীষ্টের অঙ্গ বলবেন? বস্তুতপক্ষে তিনি একথা লেখেন যে, *তোমরা কি একথা জান না যে, তোমাদের দেহ খ্রীষ্টের অঙ্গ? তাহলে আমি কি খ্রীষ্টের অঙ্গ নিয়ে গিয়ে তা বেশ্যার অঙ্গ করে তুলব? দূরের কথা!* স্বয়ং ত্রাণকর্তাই বলেন, *যে কেউ আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে, সে আমাতে বসবাস করে আর আমি তার অন্তরে বসবাস করি।* এবিষয়ে নিতান্ত মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করতে হবে যে, ভালবাসার একপ্রকার সম্পর্ক অনুসারেই খ্রীষ্ট আমাদের অন্তরে থাকবেন, এমন কথা তিনি বলেননি, কিন্তু একথা বললেন যে, স্বরূপগত সহভাগিতা গুণেই তিনি আমাদের অন্তরে থাকবেন। কেউ দু' টুকরো মোম আগুনে একসঙ্গে গলিয়ে দিলে যেমন দু' টুকরো থেকে একটামাত্র টুকরো হয়, তেমনি খ্রীষ্টের দেহ ও মূল্যবান রক্তে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আমরা একসঙ্গে মিলিত হই: তিনি আমাদের অন্তরে আর আমরা তাঁর মধ্যে।

প্রকৃতপক্ষে, যা নিজের স্বরূপে ক্ষয়শীল, তা অন্যভাবে সঞ্জীবিত হতে পারে না, যদি তাঁরই দেহের সঙ্গে দেহগত ভাবেই মিলিত না হয় যিনি স্বরূপেই জীবন, তথা সেই অদ্বিতীয় পুত্র। আর আমার কথা মেনে নিতে সম্মত না হলে, তবে বিশ্বাসেই সেই খ্রীষ্টের প্রতি আসক্ত হও, যিনি বললেন, *আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, তোমরা যদি মানবপুত্রের মাংস না খাও ও তাঁর রক্ত পান না কর, তবে তোমাদের অন্তরে কোন জীবন নেই। যে কেউ আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে, সে অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে, আর আমি শেষ দিনে তাকে পুনরুত্থিত করব।*

শ্লোক ১ করি ১০:১৬; সাম ২৩:৫
প্র সেই যে স্তুতিবাদের পানপাত্র, যা নিয়ে আমরা 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চারণ করি, তা কি খ্রীষ্টের রক্তে সহভাগিতা নয়?
উ আর সেই যে রুটি, যা আমরা ছিঁড়ে টুকরো করি, তা কি খ্রীষ্টের দেহে সহভাগিতা নয়?

℣ আমার সম্মুখে তুমি সাজাও অন্নভোজ, আমার পানপাত্র উচ্ছলিত।
℟ আর সেই যে রুটি, যা আমরা ছিঁড়ে টুকরো করি, তা কি খ্রীষ্টের দেহে সহভাগিতা নয়?

বৃহস্পতিবার

প্রথম পাঠ - এফে ৩:১-১৩

ঈশ্বরের রহস্যের ঘোষক পল

আমি, পল, তোমাদের, অর্থাৎ বিজাতীয়দের জন্য খ্রীষ্টযীশুর বন্দি ··· । ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ-ব্যবস্থা তোমাদের খাতিরে আমাকে দেওয়া হয়েছে, তার কথা তোমরা নিশ্চয় শুনেছ; একথাও শুনেছ যে, ঐশপ্রকাশের মধ্য দিয়ে সেই রহস্য আমাকে জানানো হয়েছে, যা প্রসঙ্গে আমি একটু আগে সংক্ষেপে লিখেছি। তা পড়লে তোমরা বুঝতে পারবে খ্রীষ্ট-রহস্য সম্বন্ধে আমি কি বুঝি। সেই রহস্যকে পূর্বযুগের মানুষের কাছে সেইভাবে প্রকাশ করা হয়নি, যেভাবে এই বর্তমানকালে আত্মায় তাঁর পবিত্র প্রেরিতদূতদের ও নবীদের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে, যথা, সুসমাচারের মধ্য দিয়ে বিজাতীয়রা একই উত্তরাধিকারের সহভাগী হতে, একই দেহের অঙ্গ হতে, ও প্রতিশ্রুতির অংশীদার হতে খ্রীষ্টযীশুতে আহূত হয়েছে। ঈশ্বরের অনুগ্রহের যে দান তাঁর পরাক্রমের কর্মশক্তি গুণে আমাকে দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে আমাকে সেই সুসমাচারের সেবাকর্মী করে তোলা হয়েছে। আমি সমস্ত পবিত্রজনদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম হয়েও আমাকেই এই অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, যেন বিজাতীয়দের কাছে খ্রীষ্টের সন্ধানাতীত ঐশ্বর্যের কথা প্রচার করি, এবং আদি থেকে নিখিলের স্রষ্টা ঈশ্বরে যা গুপ্ত ছিল, সেই রহস্য-ব্যবস্থা যে কি, তাও যেন তাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত করি, এর ফলে যেন মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে এখন ঊর্ধ্বলোকের যত আধিপত্য ও কর্তৃত্বের কাছে ঈশ্বরের বহুবিচিত্র প্রজ্ঞা প্রকাশিত হয়, সেই অনাদিকালীন সঙ্কল্প অনুসারে যা তিনি আমাদের প্রভু খ্রীষ্টযীশুতে কল্পনা করেছিলেন: সেই খ্রীষ্টেই আমরা সৎসাহস এবং, তাঁর প্রতি বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে, পূর্ণ ভরসার সঙ্গে [ঈশ্বরের কাছে] প্রবেশাধিকার পেয়ে গেছি। এজন্য আমার অনুরোধ: তোমাদের খাতিরে আমার যে সকল ক্লেশ ঘটছে, তার জন্য ভেঙে পড়ো না; সেই সব তোমাদেরই গৌরব।

শ্লোক এফে ৩:৮,১২; রো ১:৫
℣ আমি সমস্ত পবিত্রজনদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম হলেও আমাকেই এই অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, যেন বিজাতীয়দের কাছে খ্রীষ্টের সন্ধানাতীত ঐশ্বর্যের কথা প্রচার করি।
℟ সেই খ্রীষ্টেই আমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে সৎসাহস ও প্রবেশাধিকার পেয়ে গেছি, যেন পূর্ণ ভরসার সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে এগিয়ে যেতে পারি।
℣ আমরা, তাঁর নামের উদ্দেশে, প্রেরিতদূত হবার অনুগ্রহ পেয়েছি, যেন বিশ্বাসের বাধ্যতার কাছে সকল জাতিকে চালিত করি।
℟ সেই খ্রীষ্টেই আমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে সৎসাহস ও প্রবেশাধিকার পেয়ে গেছি, যেন পূর্ণ ভরসার সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে এগিয়ে যেতে পারি।

দ্বিতীয় পাঠ - পরম গীতে নিস্যার ধর্মপাল সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি — উপদেশ ৮

মণ্ডলী-রহস্য

এ রহস্যগুলি ব্যাখ্যা করার জন্য, এসো, প্রেরিতদূতের উপর নির্ভর করি। এফেসীয়দের কাছে পত্রে যখন ঈশ্বরের সেই মহা আবির্ভাব দেখালেন যা মাংসে সাধিত হয়েছিল, তখন তিনি বলেন যে, মানুষদের মাঝে খ্রীষ্টের আগমনে প্রকাশিত ঈশ্বরের বহুবিচিত্র ও সন্ধানের অতীত প্রজ্ঞা কেবল মানবস্বরূপের কাছে নয়, স্বর্গীয় সকল আধিপত্য ও কর্তৃত্বের কাছেও ব্যক্ত হয়েছিল। তাঁর বাণী এরূপ: *··· যেন মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে এখন ঊর্ধ্বলোকের যত আধিপত্য ও কর্তৃত্বের কাছে ঈশ্বরের বহুবিচিত্র প্রজ্ঞা প্রকাশিত হয়, সেই অনাদিকালীন সঙ্কল্প অনুসারে যা তিনি আমাদের প্রভু খ্রীষ্টযীশুতে কল্পনা করেছিলেন।*

সেই খ্রীষ্টেই আমরা সৎসাহস এবং, তাঁর প্রতি বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে, পূর্ণ ভরসার সঙ্গে [ঈশ্বরের কাছে] প্রবেশাধিকার পেয়ে গেছি। সুতরাং মণ্ডলী দ্বারাই স্বর্গীয় শক্তিবৃন্দের কাছে ঈশ্বরের সেই বহুবিচিত্র ও গভীর প্রজ্ঞা প্রকাশিত হয়, যা বিপরীত বস্তুর মধ্য দিয়েই মহা ও আশ্চর্য কাজ সাধন করে। বাস্তবিকই কেমন করেই বা মৃত্যু থেকে জীবন, পাপ থেকে ধর্মময়তা, অভিশাপ থেকে আশীর্বাদ, অবমাননা থেকে গৌরব, দুর্বলতা থেকে পরাক্রম নির্গত হল? আদিতে সেই স্বর্গীয় কর্তৃত্ববৃন্দ ঈশ্বরের এমন নির্গুণ ও একরূপী প্রজ্ঞা জেনেছিলেন, যা তার স্বরূপ অনুসারেই অলৌকিক কাজ সাধন করছিল। যে বস্তুগুলি তাঁরা তখন দেখতে পেতেন, সেগুলির মধ্যে বিচিত্র বলতে কিছু ছিল না, কারণ ঐশস্বরূপ পরাক্রম ও শক্তি হওয়ায় কেবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই প্রত্যেকটা বস্তু গড়তেন, সৃষ্টবস্তুর স্বরূপের মধ্যে জন্ম-প্রেরণা সঞ্চার করতেন, ও সৌন্দর্যের অদ্বিতীয় উৎস থেকে যত বস্তু নির্গত হত, সেগুলোকে অতিসুন্দর করে সৃষ্টি করতেন।

এখন কিন্তু, মণ্ডলী দ্বারা তাঁদের কাছে ঐশপ্রজ্ঞার বিচিত্র ও বহুবিধ স্বরূপ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত, যেমনটি বিপরীত বস্তুর সম্পর্ক থেকে প্রতীয়মান হয়, যথা: বাণী মাংস হলেন, জীবন মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত, তাঁর ক্ষত আমাদের ক্ষত নিরাময় করে। আরও: তিনি শত্রুর শক্তি ক্রুশের দুর্বলতা দ্বারাই ধ্বংস করেন, স্বরূপে অদৃশ্য হলেও মাংসে নিজেকে দৃশ্যমান করেন, নিজে মুক্তিসাধক ও মুক্তিমূল্য হওয়ায় তিনিই বন্দিদের মুক্তি দান করেন। কেননা জীবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন না করেও তিনি আমাদের জন্য মৃত্যুর হাতে নিজেকে সঁপে দিলেন; ও রাজা হয়ে থেকেও দাস হলেন।

মণ্ডলী দ্বারা এ সমস্ত কথা ও অন্য বিচিত্র ও বহুবিধ কথা জেনে বরের বন্ধুরা উপলব্ধি ক্ষেত্রে এমন উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেন যাতে রহস্যের মধ্যে ঐশপ্রজ্ঞার নতুন দিক আবিষ্কার করতে পারেন: এমনকি সাহসের সঙ্গে আমি এ কথাও বলি যে, কনের

মধ্য দিয়ে বরের সৌন্দর্য দর্শন করতে করতে তাঁরা এতই মুগ্ধ হয়ে উঠলেন যে, তাঁদের কেমন যেন মনে হল, তাঁরা অপ্রত্যাশিত ও বোধাতীত সত্যের সামনেই রয়েছেন।

কেননা যোহনের বাণী অনুসারে, *কোন মানুষ যাঁকে কখনও দেখেনি*, এবং পলের বাণী অনুসারে *মানুষ যাঁকে দেখতেও পারে না*, সেই ঈশ্বর মণ্ডলীকে তাঁর নিজের দেহ করেছেন, ও তেমন দেহে তাদেরই যোগ করে দিয়ে যারা পরিত্রাণে আহূত হয়েছে, তিনি মণ্ডলীকে ভালবাসায় গেঁথে তুলতে থাকেন, *যতক্ষণ না আমরা সবাই ঈশ্বরপুত্র-সম্পর্কিত বিশ্বাস ও জ্ঞানের ঐক্যে পৌঁছে খ্রীষ্টের পরিপূর্ণতার পূর্ণমাত্রা অনুযায়ী সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠি।*

তবে, মণ্ডলী যখন খ্রীষ্টের দেহ, ও যখন দেহের মাথা হলেন সেই খ্রীষ্ট যিনি নিজ মুদ্রাঙ্কনেই মণ্ডলীর মুখমণ্ডল অঙ্কন করেন, তখন তেমন বাস্তবতায় চোখ নিবদ্ধ রেখে বরের বন্ধুরা অধিক উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন, কেননা যিনি স্বরূপেই তাঁদের কাছে অদৃশ্য, তাঁরা মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে সেই স্বয়ং বরকেই সুস্পষ্ট ভাবে দেখতে পান। যারা সূর্যের দিকে সরাসরি তাকাতে পারে না, তারা যেমন জলেই কমপক্ষে তা প্রতিবিম্বিত অবস্থায় দেখতে পারে, তেমনি তাঁরাও নির্মল দর্পণে তথা মণ্ডলীর মুখমণ্ডলেই সেই ধর্মময়তার সূর্য দেখতে পান—সেই খ্রীষ্টকেই দেখতে পান, যিনি মনের কাছে ততখানিই উপলব্ধ, যতখানি আত্মপ্রকাশ করেন।

শ্লোক এফে ৪:৪-৫; ১ করি ৮:৬
প্র দেহ এক, এবং আত্মা এক, যেমন তোমাদের আহ্বানের সেই প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হয়েছ;
উ প্রভু এক, বিশ্বাস এক, দীক্ষাস্নান এক।
প্র আমাদের জন্য মাত্র এক ঈশ্বর আছেন, তিনি সেই পিতা, এবং মাত্র এক প্রভু আছেন, তিনি সেই যীশুখ্রীষ্ট;
উ প্রভু এক, বিশ্বাস এক, দীক্ষাস্নান এক।

শুক্রবার

প্রথম পাঠ - এফে ৩:১৪-২১

পলের প্রার্থনা
যেন ভক্তজনেরা খ্রীষ্টের ভালবাসা জানতে পারে

এজন্য স্বর্গ ও মর্তের সমস্ত পিতৃকুল যাঁর নাম অনুসারে পিতৃকুল বলে অভিহিত, সেই পিতার সামনে আমি জানু পাতছি, তাঁর ঐশ্বর্যময় গৌরব অনুসারে তিনি এমনটি হতে দিন, যেন তোমরা তাঁর আত্মা দ্বারা তোমাদের আন্তরিক মানুষে পরাক্রমে বলীয়ান হয়ে ওঠ, যেন বিশ্বাস দ্বারা খ্রীষ্ট তোমাদের হৃদয়ে বসবাস করতে পারেন, যার ফলে ভালবাসায় দৃঢ়রোপিত ও দৃঢ়স্থাপিত হয়ে তোমরা যেন সকল পবিত্রজনের সঙ্গে সেই বিস্তার, দৈর্ঘ্য, উচ্চতা ও গভীরতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়ে ওঠ; এবং খ্রীষ্টের জ্ঞানাতীত ভালবাসাও জানতে পার, ফলে ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠ।

যে পরাক্রম আমাদের অন্তরে নিত্য ক্রিয়াশীল, সেই পরাক্রম অনুসারে যিনি আমাদের সমস্ত যাচ্না ও ধারণার চেয়েও অধিক বেশি কিছু আমাদের জন্য করতে পারেন, মণ্ডলীতে ও খ্রীষ্টযীশুতে তাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে চিরদিন চিরকাল। আমেন।

শ্লোক এফে ৩:২০,২১; গা ১:৪
প্র যিনি আমাদের সমস্ত যাচ্না ও ধারণার চেয়েও অধিক বেশি কিছু আমাদের জন্য করতে পারেন,
উ মণ্ডলীতে ও খ্রীষ্টযীশুতে তাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে চিরদিন চিরকাল।
প্র আমাদের ঈশ্বর ও পিতার ইচ্ছা অনুসারে খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য নিজেকে দান করলেন।
উ মণ্ডলীতে ও খ্রীষ্টযীশুতে তাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে চিরদিন চিরকাল।

দ্বিতীয় পাঠ - লিয়নের সন্ন্যাসী মার্টিনের উপদেশাবলি — অন্তিম ভোজ, উপদেশ ২১

শেষ উপদেশে খ্রীষ্ট কথায় ও আদর্শেই
শিষ্যদের হৃদয়ে ভালবাসা অধিক দৃঢ়তরভাবেই স্থিতমূল করলেন

যদিও খ্রীষ্ট একবারই মাত্র মরলেন, তবু খ্রীষ্টের দেহোৎসর্গ প্রতিদিন পুনঃসাধিত, কারণ আমরা প্রতিদিন পাপে পতিত হই—দুর্বলতাবশত আমরা তো পাপ না করে জীবনযাপন করতে পারি না।

স্বর্গ থেকে নেমে আসা জীবনময় রুটি হওয়ায় খ্রীষ্ট রুটির আকারে নিজের দেহ নির্দেশ করতে চাইলেন; আবার দেহের আকারে তিনি দেহের সঙ্গে মাথার সংযোগও দেখাতে চাইলেন, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন, *যখন একরুটি, তখন আমরা অনেক হয়েও একদেহ, কারণ আমরা সকলেই সেই একরুটির অংশভাগী।* কেননা গমের বহু দানা নিয়ে যেমন এক রুটি হয়, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ হয়েও আমরা বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসার ঐক্য দ্বারা খ্রীষ্টের একদেহ হয়ে উঠি।

সুতরাং, যে কেউ খ্রীষ্টের দেহের সঙ্গে জীবন্ত অঙ্গ রূপে মিলিত হতে ইচ্ছা করে, সে অপরদের সঙ্গে সেই একমাত্র স্বর্গীয় রুটির সহভাগিতা করুক, যে রুটি প্রভু ছিঁড়ে টুকরো করে বিতরণ করলেন। কেননা তিনি চাইলেন, যা এক, সকলের মধ্যেই তার সহভাগিতা করা হবে: তোমরা এ নাও, যাতে একীভূত হতে পার, একই সাক্রামেন্ত সকলেই গ্রহণ কর; *আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর;* তিনি একথা বললেন, তাঁর দেহ ও তাঁর রক্ত গ্রহণ করি এই আমরা যেন তাঁর যন্ত্রণাভোগের কথা এমনভাবেই স্মরণ করি, যাতে তিনি যেভাবে আমাদের জন্য মরলেন, সেভাবে আমরাও প্রয়োজন হলে তাঁর জন্য মরি।

একই কথা পানপাত্রের বেলায় ঘটল: তিনি সেই পাত্র নবসন্ধি বলে, অর্থাৎ নব প্রতিশ্রুতিই বলে অভিহিত করলেন, কারণ সেই রক্ত দ্বারা তিনি নশ্বর নয়, শাশ্বতই মঙ্গলদানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন; ফলে এ স্মৃতি ততদিন উদ্‌যাপন করতে হবে যতদিন না তিনি পুনরাগমন করেন, অর্থাৎ কিনা সেই শেষযুগ পর্যন্ত যখন তিনি বিচারের জন্য আসবেন।

এজন্য, প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, যেহেতু প্রভু চাইলেন আমরা তাঁর দেহ গ্রহণ করব ও ঐক্য রক্ষার জন্য সেই দেহের সহভাগিতা করব, সেহেতু যে কেউ ক্রোধ, হিংসা বা বিবাদ বশত তেমন সহভাগিতা থেকে ছিন্ন হয়, সে প্রভুর দেহ যোগ্যরূপে গ্রহণ করে না, তার অংশগ্রহণও তাকে খ্রীষ্টের সঙ্গে মিলিত করতে পারে না। কেননা ভালবাসার বন্ধন বহুজনকে মিলিত করে, কিন্তু বিবাদ ও হিংসা ঐক্য বিভক্ত করে।

তাই ভ্রাতৃগণ, সতর্ক থাক, পাছে বিবাদের বিষ তোমাদের মধ্যে হিংসা জন্মালে ভালবাসার মাধুর্যও বিকৃত ও নিঃশেষ হয়ে যায়।

তোমাদের মাথার দিকেই চোখ নিত্য নিবদ্ধ রাখ, তোমাদের মুক্তিলাভের মূল্য বিষয়ে সতত সচেতন থাক।

কেবল ভালবাসার খাতিরেই তো খ্রীষ্ট আমাদের ত্রাণ করলেন, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন, *ঈশ্বর, দয়ায় ঐশ্বর্যবান হওয়ায়, যে মহা ভালবাসায় আমাদের ভালবাসলেন, অপরাধের ফলে মৃত ছিলাম যে আমরা এই আমাদের তিনি খ্রীষ্টের সঙ্গে সঞ্জীবিত করে তুললেন—অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রাণকৃত!*

তাই আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখন ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর পুত্রের মৃত্যু দ্বারা পুনর্মিলিত হলাম; বন্ধুদের জন্য প্রাণ দেওয়া: এর চেয়ে বড় ভালবাসা মানুষের আর কিছুই নেই।

তথাপি খ্রীষ্টের ভালবাসা আরও বড় হল, কারণ তিনি বন্ধুদের জন্য নয়, শত্রুদেরই জন্য প্রাণ দিলেন, কারণ আমরা যখন শত্রু ছিলাম, তখনই তাঁর মৃত্যু দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হলাম: *যিনি ধর্মময়, তিনি অধার্মিকদের জন্য মরলেন।*

কিন্তু ধার্মিকের জন্য কে প্রাণ দিতে রাজি? কেউই না। এজন্য ভালবাসা বিষয়ে কথায়ই শিক্ষা দেবার আগে খ্রীষ্ট সেই ভালবাসা বাস্তবেই দেখালেন; আর ভালবাসার কথা বারবার উত্থাপন করার পর, তিনি শেষ উপদেশে কথায় ও আদর্শেই শিষ্যদের হৃদয়ে ভালবাসা অধিক দৃঢ়তরভাবেই স্থিতমূল করলেন।

শ্লোক যোহন ১৭:২০-২১; যেরে ৩২:৩৮,৩৯
℟ আমি তাদেরই জন্য প্রার্থনা করছি, যারা তাদের বাণীর মধ্য দিয়ে আমার প্রতি বিশ্বাস রাখবে;
℣ সকলেই যেন এক হয়। পিতা, তুমি যেমন আমাতে আছ আর আমি তোমাতে আছি, তেমনি তারাও যেন আমাদের মধ্যে থাকে।
℟ তারা হবে আমার আপন জনগণ, আর আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর। আমি একনিষ্ঠ হৃদয় দেব, সদাচরণেও তাদের নিষ্ঠাবান করব,
℣ সকলেই যেন এক হয়। পিতা, তুমি যেমন আমাতে আছ আর আমি তোমাতে আছি, তেমনি তারাও যেন আমাদের মধ্যে থাকে।

শনিবার

প্রথম পাঠ - এফে ৪:১-১৬

খ্রীষ্টের দেহ একাতায়ই গঠিত হয়

ভ্রাতৃগণ, প্রভুতে সেই বন্দি এই আমি তোমাদের আবেদন জানাচ্ছি, তোমরা যে আহ্বানে আহূত হয়েছ, তারই যোগ্য ভাবে চল: সম্পূর্ণ বিনম্রতা ও কোমলতার সঙ্গে, এবং সহিষ্ণুতার সঙ্গে চল, ভালবাসায় পরস্পরের প্রতি ধৈর্যশীল হও, শান্তির বন্ধনেই আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে যত্নবান হও। দেহ এক, এবং আত্মা এক, যেমন তোমাদের আহ্বানের সেই প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হয়েছ। প্রভু এক, বিশ্বাস এক, দীক্ষাস্নান এক; সকলের পিতা সেই ঈশ্বর এক, যিনি সকলের ঊর্ধ্বে, সকলের দ্বারা [সক্রিয়], ও সকলের অন্তরে [বিদ্যমান]। তথাপি খ্রীষ্টের দানের মাত্রা অনুসারে আমাদের প্রত্যেকজনকে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে। এজন্য লেখা আছে:

তিনি ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন, বন্দিদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন,
মানুষের হাতে দিলেন যত দান।

কিন্তু, তিনি 'আরোহণ করলেন', এর অর্থ কি এই নয় যে, তিনি আগে পৃথিবীতে, এই নিম্নলোকেই অবরোহণ করেছিলেন? যিনি অবরোহণ করেছিলেন, তিনিই আবার নিখিল স্বর্গলোকের ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন, যেন সমস্ত কিছুই নিজেতে পূর্ণ করতে পারেন। আর সেই 'দেওয়াটা' অনুসারে তিনি নিজেই কাউকে প্রেরিতদূত, কাউকে নবী, কাউকে সুসমাচার-প্রচারক, কাউকে পালক ও শিক্ষাগুরু নিযুক্ত করলেন, যেন খ্রীষ্টের দেহ গেঁথে তোলার লক্ষ্যে তিনি সেবাকর্মের জন্য পবিত্রজনদের যথার্থই উপযুক্ত করে তুলতে পারেন—যতক্ষণ না আমরা সবাই ঈশ্বরপুত্র-সম্পর্কিত বিশ্বাস ও জ্ঞানের ঐক্যে পৌঁছে খ্রীষ্টের পরিপূর্ণতার পূর্ণমাত্রা অনুযায়ী সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠি, যেন আমরা আর শিশু না থাকি, এবং মানুষের চতুরতা এবং কুটিল ও ভ্রান্তিজনক ছলনার হাতে পড়ে আমরা যেন তরঙ্গমালার আঘাতে আলোড়িত না হই ও যে কোন মতবাদের বায়ুতে এদিক ওদিক চালিত না হই; বরং ভালবাসায় সত্যনিষ্ঠ হয়ে আমরা যেন সব দিক দিয়ে তাঁরই উদ্দেশে বৃদ্ধি পাই, যিনি মাথা, সেই খ্রীষ্ট, যাঁর প্রভাবে গোটা দেহটা সুসংবদ্ধ ও সুসংহত হয়ে যত গ্রন্থির সহযোগিতায় ও প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সক্রিয় কর্মক্ষমতা অনুসারে এমনভাবে গড়ে উঠছে যেন ভালবাসায় নিজেকে গেঁথে তুলতে পারে।

শ্লোক এফে ৪:৪,৫; কল ১:১২
℟ দেহ এক, এবং আত্মা এক, যেমন তোমাদের আহ্বানের সেই প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হয়েছ।
℣ প্রভু এক, বিশ্বাস এক, দীক্ষাস্নান এক।

℣ এসো, আমরা সেই পিতাকে ধন্যবাদ জানাই, যিনি আলোয় তাঁর পবিত্রজনদের স্বত্বাংশে অংশীদার হবার যোগ্যতা আমাদের দান করেছেন।
℟ প্রভু এক, বিশ্বাস এক, দীক্ষাস্নান এক।

দ্বিতীয় পাঠ - মথি-রচিত সুসমাচারে সাধু পাস্কাসিউসের ব্যাখ্যা ২য় পুস্তক ৬

দেখ, বিশ্বাসীকে কেমন নিশ্চিত পরিত্রাণের প্রত্যাশা দেওয়া হয়!

তুমি খ্রীষ্টদেহের সঙ্গে সত্যিই মিলিত হলে, তবে অন্যান্য সকলেও মিলে তোমাকে নিজেদের প্রার্থনায় গ্রহণ করে, ও একই সময়ে তারা প্রার্থনা করে যেন তোমার মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হয়। ফলে এ ঐক্য সামান্য মনোযোগ হওয়ার বিষয় নয়; খ্রীষ্টে তেমন সুদৃঢ় সহভাগিতাও সামান্য ব্যাপার নয়, কেননা সেই সহভাগিতায় সকলের কণ্ঠ এক, ও এক বিশ্বাসে সকলে মিলে হৃদয়ে ঈশ্বরকে বহন করে, এক ভালবাসায় তাঁকে ভক্তি করে, ও এক প্রত্যাশার ফলে তাঁকে আপন করেই ভোগ করে; তাছাড়া সকলে মিলে একই জিনিসের যাচ্না ও আকাঙ্ক্ষা করে, মঙ্গলময়তার একই দরজায় করাঘাত করে।

সুতরাং এর চেয়ে সমীচীন, আশিসপূর্ণ ও সমুচিত এমন কিছু নেই যে, সকলে এক হবে, সকলে প্রত্যেকজনের প্রতি যত্নবান হবে, আর তেমনি প্রত্যেকজন সকলের প্রতি যত্নশীল হবে, যাতে সকলে মিলে খ্রীষ্টে এক হতে পারে। ঠিক এ বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসার খাতিরেই তিনি এ শিক্ষা দিয়ে গেলেন যে, ভক্তদের কেউই যেন তেমন ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়।

অতএব, অদ্বিতীয় পুত্র যা যাচ্না করতে শিখিয়েছেন, পিতা থেকে তা পাবার আশায় কেউ যেন নিরাশ না হয়; শিথিলতা বশত কেউ যেন সন্তানোচিত সেই সমস্ত কর্ম অবহেলা না করে যা তিনি শিখিয়ে দিয়েছিলেন। কেননা মানুষকে তিনি এ অধিকার দিয়েছিলেন: ঈশ্বরসন্তান হওয়ার অধিকার!

এ উদ্দেশ্যে তিনি তেমন অধিকারের ক্রিয়াকর্ম আগে দেখিয়েছেন, যাতে সেই অধিকার থেকেই আমাদের স্বাধীনতার দত্তকপুত্রত্ব উদ্গত হতে পারে। এজন্য তিনি আমাদের এমন সৎসাহস দান করেন আমরা যেন সেই প্রার্থনা দ্বারাই প্রার্থনা করি যা তিনি নিজে শিখিয়েছিলেন, যাতে অনুগ্রহ আমাদের ক্ষুদ্রতায় সহায়তা দান করে। ফলত যতবার আমাদের মধ্যে একজন—সে যতই দূরে থাকুক না কেন ও যতই নির্জন স্থানে লুকিয়ে থাকুক না কেন—ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাকে, সে এবিষয়ে সচেতন হোক যে, তেমন মহা অনুগ্রহদান পৃথক পৃথক ভাবে ব্যক্তিবিশেষের কাছে নয়, সমগ্র মানবসমাজের কাছেই দেওয়া অনুগ্রহদান।

তাই কেউই যেন দম্ভ করে না বলে, 'হে আমার স্বর্গস্থ পিতা', কিন্তু রীতিমত বলুক, 'হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা', কারণ প্রথমটা কেবল সেই খ্রীষ্টেরই অধিকার, ঈশ্বর অনন্য ভাবে যাঁর পিতা। এজন্য তিনি অন্যত্র স্পষ্টই বলেন, *আমি তাঁরই কাছে আরোহণ করছি যিনি আমার পিতা*, এর পরেই বলে চলেন ও *তোমাদের পিতা।* এ উক্তি দ্বারা তিনি যথেষ্ট পার্থক্যের সঙ্গে দেখান, স্বরূপে পুত্র হওয়ায় তাঁকে বিশেষ গৌরব আরোপণীয়, কিন্তু অন্যান্য সকলকে দত্তকপুত্রত্ব-অনুগ্রহই বিনামূল্যে আরোপিত। ফলে প্রথম উক্তিতে ঐশ্বরিক স্বরূপের সমসত্তা, ও দ্বিতীয় উক্তিতে প্রভুর মঙ্গলময়তা প্রকাশিত—আর একই সময়ে উভয়ই পিতৃত্ব নাম সমানভাবে ভোগ করে।

তাতে আমাদের শেখানো হয় যে, আমরা যারা দীক্ষাস্নানের একই জলে স্নাত, তাঁর মধ্যে আমাদের সকলেরই ভাই হতে হবে, ও নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। এই যে, কেমন নিশ্চিত ও পুণ্য বলে পরিগণিত হওয়া উচিত সেই প্রার্থনা, যা জীবনের স্বর্গীয় গুরু আমাদের শিখিয়েছেন; এই যে, আমরা কতই না ধন্য হতে পারি, যদি তা কেবল ওষ্ঠেই উচ্চারণ না করে বরং বিশ্বস্ততার সঙ্গে জীবনেই প্রতিফলিত করি; আর এই যে, পরিত্রাণের কেমন নিশ্চিত আশা বিশ্বাসীদের দেওয়া হয়, কতই না মহান আমাদের উপরে স্রষ্টার ভালবাসা, কেমন অসীম দয়া ও মঙ্গলময়তা আমাদের উপর বর্ষিত, কেমন প্রাচুর্যময় অনুগ্রহ ও কেমন আস্থাদান আমাদের মঞ্জুর করা হয়: হ্যাঁ, আমরা যারা যোগ্য দাসও হতে পারিনি, এই আমরাই ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাকতে পারি।

তাই এ একান্ত প্রয়োজন, আমরা ঈশ্বরসন্তান বলেই জীবনধারণ করব, যেন কাজে ও আচরণে দেখাতে পারি, আমরা আমাদের মহানামের যোগ্য।

শ্লোক এফে ৪:১,৩,৪; রো ১৫:৫,৬
℣ আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা যে আহ্বানে আহূত হয়েছ, তার যোগ্যরূপে চল; শান্তির বন্ধনেই আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে যত্নবান হও;
℟ যেহেতু তোমাদের আহ্বানের সেই প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হয়েছ।
℣ ঈশ্বর তোমাদের এই বর প্রদান করুন, তোমরা যেন পরস্পর একমন হতে পার, যেন একপ্রাণে এককণ্ঠে ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করতে পার;
℟ যেহেতু তোমাদের আহ্বানের সেই প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হয়েছ।

২১শ সপ্তাহ

রবিবার

প্রথম পাঠ - এফে ৪:১৭-২৪

নব-মানুষকে পরিধান কর

ভ্রাতৃগণ, আমি বলছি, প্রভুতেই জোর দিয়ে বলছি: তোমরা বিধর্মীদের মত আর চলো না: তারা তো শুধু নিজ নিজ অসার ধ্যানধারণায় চালিত, তাদের মন অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তাদের অন্তরের অজ্ঞতার দরুন ও তাদের হৃদয়ের কঠিনতার

দরুন তারা ঈশ্বরের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে তারা নিতান্ত লোলুপতার সঙ্গে সব ধরনের অশুচি কাজ করার জন্য অতৃপ্তিকর লোভের হাতে নিজেদের ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু তোমরা খ্রীষ্টের বিষয়ে তেমন শিক্ষা পাওনি—অবশ্য যদি তাঁর কথা সত্যি শুনে থাক, ও তাঁর মধ্যে দীক্ষিত হয়ে থাক সেই সত্য অনুসারে যা যীশুতে নিহিত। সেই শিক্ষা অনুসারে, আগেকার জীবনধারণ ছেড়ে তোমাদের সেই পুরাতন মানুষকে ত্যাগ করতে হবে, যে মানুষ প্রতারণাময় কামনা-বাসনায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পড়ছে; মনের নবপ্রেরণায় নিজেদের নবীকৃত করতে হবে, এবং সেই নতুন মানুষকে পরিধান করতে হবে, যে মানুষ ধর্মময়তা ও সত্যজনিত পুণ্যতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট।

শ্লোক এফে ৪:২৩-২৪; কল ৩:৯,১০
℣ মনের নবপ্রেরণায় নিজেদের নবীকৃত করতে হবে, এবং সেই নতুন মানুষকে পরিধান করতে হবে,
℟ যে মানুষ ধর্মময়তা ও সত্যজনিত পুণ্যতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট।
℣ তোমরা পুরাতন মানুষকে ও তার যত কর্ম ত্যাগ করেছ; সেই নতুন মানুষকেই পরিধান কর,
℟ যে মানুষ ধর্মময়তা ও সত্যজনিত পুণ্যতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট।

দ্বিতীয় পাঠ - তুরিনের ধর্মপাল সাধু মাক্সিমের উপদেশাবলি উপদেশ ৫৯:২-৪

প্রভুর দীক্ষাস্নান আমাদের সমাধি

শাস্ত্রে আমরা একথা পড়ি যে, সমগ্র মানবজাতির পরিত্রাণ ত্রাণকর্তার রক্তমূল্যেই সাধিত হয়েছে, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন, *তোমরা রুপো বা সোনার মত ক্ষয়শীল কিছুর মূল্যে নয়; বরং নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ মেষশাবক-স্বরূপ সেই খ্রীষ্টেরই মূল্যবান রক্তমূল্যে মুক্ত হয়েছ।* তাই আমাদের জীবনের মুক্তিমূল্য যখন প্রভুর রক্ত, তখন তুমি দেখ কেমন করে মাঠের পার্থিব ভঙ্গুরতার জন্য শুধু নয়, সমগ্র জগতেরই শাশ্বত নিরাপত্তার জন্য মুক্তিমূল্য দেওয়া হয়েছে; কেননা সুসমাচার-রচয়িতা বলেন, *খ্রীষ্ট জগতের বিচার করতে আসেননি, কিন্তু এজন্য, জগৎ যেন তাঁর দ্বারা পরিত্রাণ পেতে পারে।*

হয় তো তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে, মাঠ যখন জগৎ, তখন কেইবা সেই কুমোর যে জগতের উপর কর্তৃত্ব করে? যদি ভুল না করি, আমি মনে করি, তিনিই সেই কুমোর, যিনি ধুলামাটি দিয়ে আমাদের দেহ-পাত্র গড়লেন, ও যাঁর বিষয়ে শাস্ত্র বলে, *তখন ঈশ্বর ধুলামাটি দিয়ে মানুষকে গড়লেন।* তিনিই সেই কুমোর, যিনি নিজেরই হাতে জীবনের উদ্দেশে আমাদের নির্মাণ করলেন, ও তাঁর খ্রীষ্ট দ্বারা গৌরবের উদ্দেশে আমাদের রূপান্তরিত করলেন, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন, *আমরা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর গৌরবে তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকি।* অর্থাৎ কিনা, আমরা যারা প্রথম পতনের ফলে নিজেদের রিপু দ্বারা বিকৃত হয়ে গেছিলাম, দ্বিতীয় জন্মে এ কুমোরের দয়া গুণে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠি; আমরা যারা আদমের অপরাধের ফলে মৃত্যুতে পতিত হয়েছিলাম, ত্রাণকর্তার অনুগ্রহ গুণে পুনরুত্থিত হয়ে উঠি। এ কুমোরের মাঠ খ্রীষ্টের রক্তমূল্যে প্রবাসীদের জন্যই কেনা হয়; আমি বলছি, সেই লোকেরা যারা বিনা গৃহে ও বিনা দেশে প্রবাসী অবস্থায় সারা জগৎ জুড়ে বিক্ষিপ্ত হচ্ছিল, তাদেরই জন্য খ্রীষ্টের রক্তমূল্যে বিশ্রামস্থান ব্যবস্থা করা হল, জগতে যাদের কোন সম্পদ নেই, তারা যেন খ্রীষ্টে সমাধি পেতে পারে। এ প্রবাসীরা কেইবা হতে পারে? তারা কি সেই উদ্দীপনাপূর্ণ খ্রীষ্টভক্ত নয়, যারা জগৎকে অস্বীকার ক'রে ও জগতে সম্পত্তিহীন হয়ে খ্রীষ্টের রক্তে বিশ্রাম পায়? কেননা যে খ্রীষ্টানের পক্ষে জগৎ তার নিজস্ব সম্পদ নয়, সে খ্রীষ্টকেই সম্পূর্ণরূপে লাভ করেছে।

উপরন্তু, এ প্রবাসীদের কাছে খ্রীষ্টের সমাধি প্রতিশ্রুত, যাতে দৈহিক রিপু থেকে যে নিজেকে প্রবাসী ও দেশত্যাগীর মত দূরে রেখেছে, সে-ই যেন খ্রীষ্টের বিশ্রামের যোগ্য হতে পারে। কেননা খ্রীষ্টের সমাধি খ্রীষ্টানের বিশ্রাম ছাড়া আর কীবা হতে পারে? সুতরাং, আমরা জগতে প্রবাসী ও এ পৃথিবীর অস্থায়ী অতিথি, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন, *যতদিন এই দেহে বাস করি ততদিন প্রভুর কাছ থেকে প্রবাসী আছি।* আমি বলছি, আমরা প্রবাসী, ও আমাদের সমাধি ত্রাণকর্তার রক্তমূল্যেই কেনা হয়েছে, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন, *মৃত্যুর উদ্দেশে সাধিত দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে আমরা তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছি।* সুতরাং, খ্রীষ্টের দীক্ষাস্নান হল আমাদের সমাধি: তাঁর দীক্ষাস্নানে আমরা পাপের কাছে মরি, অপরাধের কাছে সমাহিত হই, ও আমাদের পুরাতন বিবেক নবজন্মে রূপান্তরিত হওয়ায় আমরা নববাল্যকালে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হই। আমি বলছি, ত্রাণকর্তার দীক্ষাস্নান হল আমাদের সমাধি, কারণ সেই দীক্ষাস্নানেই আমরা বিগত জীবন ত্যাগ করি ও সেই দীক্ষাস্নানেই নতুন জীবন লাভ করি। অতএব তাঁর সমাধির অনুগ্রহ সত্যি মহান, কারণ সেই অনুগ্রহে আমাদের উপকারী মৃত্যু দেওয়া হয় ও অধিকতর উপকারী জীবন দান করা হয়; হ্যাঁ, তাঁর সমাধির অনুগ্রহ সত্যি মহান, কারণ সেই অনুগ্রহ পাপীকে পরিশুদ্ধ করে ও মরণাপন্নকে সঞ্জীবিত করে তোলে।

শ্লোক রো ৬:৪,৩
℣ মৃত্যুর উদ্দেশে সাধিত দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে আমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে সমাহিত হয়েছি,
℟ মৃতদের মধ্য থেকে খ্রীষ্টকে যেমন পিতার গৌরব দ্বারা পুনরুত্থিত করা হয়েছে, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি।
℣ আমরা যারা খ্রীষ্টযীশুর উদ্দেশে দীক্ষাস্নাত হয়েছি, সকলে তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশেই দীক্ষাস্নাত হয়েছি,
℟ মৃতদের মধ্য থেকে খ্রীষ্টকে যেমন পিতার গৌরব দ্বারা পুনরুত্থিত করা হয়েছে, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি।

সোমবার

প্রথম পাঠ - এফে ৪:২৫–৫:৭

ঈশ্বরের অনুকারী হও

প্রিয়জনেরা, যা মিথ্যা, তা ত্যাগ ক'রে *তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রতিবেশীর সঙ্গে সত্যকথা বল,* কারণ আমরা পরস্পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। *ক্রুদ্ধ হয়েও পাপ করো না;* তোমরা ক্রুদ্ধ থাকতে যেন সূর্যাস্ত না হয়; দিয়াবলকেও সুযোগ দিয়ো না; চুরি করা যার অভ্যাস, সে আর চুরি না করুক, বরং নিজের দু'হাত দিয়ে ভাল একটা কিছু করুক, যেন অভাবীদের সঙ্গে সহভাগিতা করার মত তার কিছু থাকে; তোমাদের মুখ থেকে যেন কোন খারাপ কথা না বেরোয়, বরং প্রয়োজনমত যা কিছু গঠনমূলক হতে পারে, তোমরা তেমন কথাই বল, যারা শোনে তাদের যেন উপকার হয়। আর যাঁর দ্বারা তোমরা মুক্তিলাভের দিনের উদ্দেশ্যে ঐশ মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত হয়েছ, ঈশ্বরের সেই পবিত্র আত্মাকে তোমরা দুঃখ দিয়ো না। যত অনিষ্টের সঙ্গে যত তিক্ততা, রোষ, ক্রোধ, কোলাহল ও নিন্দাও তোমাদের মধ্য থেকে দূর করা হোক। পরস্পরের প্রতি উদারমনা ও সহৃদয় হও, পরস্পরকে ক্ষমা কর, যেমন ঈশ্বরও খ্রীষ্টে তোমাদের ক্ষমা করেছেন।

অতএব, প্রিয় সন্তানের মত তোমরা ঈশ্বরের অনুকারী হও। ভালবাসায় চল, যেইভাবে খ্রীষ্টও আমাদের ভালবেসেছেন ও আমাদেরই জন্য ঈশ্বরের কাছে নৈবেদ্য ও সুরভিত বলিরূপে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন।

যৌন অনাচার ও যে কোন ধরনের অশুচিতা বা লোলুপতার বিষয়ে, পবিত্রজনদের যেমন শোভা পায়, সেগুলোর নামও যেন তোমাদের মধ্যে উচ্চারিত না হয়। একই কথা প্রযোজ্য অশ্লীলতা, স্থূলতা বা অনুচিত রসিকতার বিষয়ে—এসব কিছু অনুচিত। তোমাদের ধন্যবাদ-স্তুতিই বরং বিরাজ করুক। কেননা এবিষয়ে নিশ্চিত থাক যে, যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র কিংবা অশুচি বা লোভী মানুষ—তেমন কিছু তো পৌত্তলিকতার নামান্তর!—কেউই খ্রীষ্টের ও ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে না। অসার যুক্তি দেখিয়ে কেউ যেন তোমাদের না ভোলায়, কেননা এই সকল দোষের কারণেই বিদ্রোহ-সন্তানদের উপরে ঈশ্বরের ক্রোধ নেমে পড়ে। সুতরাং তোমরা ওদের ভাগ্যের সহভাগী হতে যেয়ো না।

শ্লোক কল ৪:২-৩; ফিলি ৪:৬

প্র তোমরা প্রার্থনা-সভায় নিবিষ্ট থাক, ধন্যবাদ-স্তুতি জানিয়ে প্রার্থনায় জেগে থাক। আমাদের জন্যও প্রার্থনা কর,

উ যেন ঈশ্বর আমাদের জন্য বাণী প্রচারের দরজা খুলে দেন, যেন সেই খ্রীষ্ট-রহস্য ঘোষণা করতে পারি।

প্র সকল বিষয়ে তোমাদের সকল যাচ্না ঈশ্বরের কাছে জানাও;

উ যেন ঈশ্বর আমাদের জন্য বাণী প্রচারের দরজা খুলে দেন, যেন সেই খ্রীষ্ট-রহস্য ঘোষণা করতে পারি।

দ্বিতীয় পাঠ - ধন্য অগেরিউসের উপদেশাবলি উপদেশ ৫:৫

ভালবাসাই খ্রীষ্টের শিক্ষা

ভ্রাতৃগণ, আমরা যারা খ্রীষ্ট থেকেই খ্রীষ্টান নাম বহন করি আর আসলে তাই, অস্থায়ী ও অনিত্য যত মঙ্গল ও সেই মঙ্গলের অন্ধ পূজারীদেরও তুচ্ছ ক'রে ও কেবল খ্রীষ্টেরই প্রতি আসক্ত হতে আকাঙ্ক্ষা ক'রে, এসো, ভ্রাতৃপ্রেমে নিজেদের মিলিত করি, যেন তাঁরই শিষ্য বলে অভিহিত হতে, এমনকি তাঁরই শিষ্য হওয়ার যোগ্য হতে পারি, যিনি আপন প্রেরিতদূতদের কাছে, ও তাঁদের মধ্য দিয়ে আমাদেরও কাছে এ আদেশ দিয়েছেন, *তোমরা যে আমার শিষ্য, তা সকলে এতেই বুঝতে পারবে, যদি পরস্পরের প্রতি তোমাদের ভালবাসা থাকে।*

এতেই অন্ধকারের সন্তান থেকে আলোর সন্তানদের পরিচয়, শয়তানের শিষ্য থেকে খ্রীষ্টের শিষ্যদের পরিচয় স্পষ্ট প্রকাশ পাবে, তারা যদি পরস্পরের প্রতি ও সকলের প্রতি ভালবাসা প্রসারিত করে। ভালবাসা কাউকে বাতিল করে না, বরং সবই আলিঙ্গন করে, ও সকলের কাছে নির্বিশেষেই আত্মদান করে সকলকে নিজের মধ্যে ধারণ করে।

ভালবাসা হৃদয়ের এমন ভক্তি, যা প্রেমের আলিঙ্গনে খ্রীষ্টকে আঁকড়িয়ে ধরে থাকে। ভালবাসা এমন প্রেম, যা স্বর্গ ও মর্ত একসাথে আবদ্ধ রাখে: এমন অপরাজেয় প্রেম, যা হুমকি ও মিনতির সামনেও নিজেকে নিঃশেষিত হতে দেয় না। ভালবাসা হল প্রেম ও শান্তির অবিচ্ছেদ্য বন্ধন; সদ্গুণের রানী এই ভালবাসা কোন রিপুর আক্রমণ ভয় করে না, কিন্তু পণ হিসাবে খ্রীষ্টের রক্ত পেয়েছে বলে ও তার কপালে ক্রুশচিহ্ন থাকে বলে সকল বিরোধীর পিঠ ফিরিয়ে দেয়; এবং তার শক্তির সামনে দাঁড়াতে পারে এমন কেউই নেই।

ভালবাসা হল শাশ্বত রাজার সখী, ফলে পূর্ণ আস্থার সঙ্গে তাঁর কাছে উপস্থিত থাকতে ভয় করে না। ভ্রাতৃগণ, আমাদের মধ্যে যদি সদ্গুণের এ রানী রাজত্ব করে, তাহলে হঠাৎ ছোট বড় সকলেই জানতে পারবে, আমরা সত্যিই প্রভুর শিষ্য। যে ভালবাসে না, সে তাঁরই লোক নয় যিনি ভালবাসার আজ্ঞা দিয়েছেন। ভালবাসা হল ঈশ্বর ও প্রতিবেশীর প্রতি প্রেম: প্রতিবেশীকে যে প্রেম করে না, ঈশ্বরকেও সে প্রেম করতে পারে না—আর যে প্রেম করে না, সে ঘৃণাই করে। সুতরাং নিজের ভাইকে যে ঘৃণা করে, ভালবাসার প্রণেতাকেই সে ঘৃণা করে। তাই এসো, খ্রীষ্টের ভালবাসা দ্বারা সম্মিলিত হয়ে আমরা সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে প্রভুকে ভালবাসি, প্রতিবেশীকেও নিজেদের মত ভালবাসি; এবং তাঁর ভালবাসার খাতিরে কেবল বন্ধুদের নয়, শত্রুদেরও ভালবাসি—তাদের ঘৃণা করব না, তা যেন যথেষ্ট মনে না করি, তাদের বরং প্রকৃত ভালবাসায়ই ভালবাসব। এটিই খ্রীষ্টের সদুপদেশের মূলতত্ত্ব, এটিই পবিত্র আত্মার শিক্ষা। যে কেউ এ মূলতত্ত্ব ও এ শিক্ষা থেকে দূরে যায়, সে অনন্ত কাল ধরে বিনষ্ট হবে। কিন্তু যীশুখ্রীষ্টের শিষ্য ও ভালবাসার পন্থী যারা, তাদের কাছে দেওয়া হবে সেই অসীম মাধুর্য ও সেই শাশ্বত আনন্দের ঐশ্বর্য যা প্রসন্ন হয়ে তিনিই আমাদের উপর বর্ষণ করবেন, যিনি পরম ত্রিত্বের বুকে বিশ্বরাজ ও জীবনেশ্বর রূপে যুগে যুগে বিরাজমান। আমেন।

শ্লোক রো ১৩:৮,১০; গা ৫:১৪

প্র পরস্পরের প্রতি ভালবাসার ঋণ ছাড়া, তোমরা কারও কাছে আর কোন ঋণ রেখো না; কারণ পরকে যে ভালবাসে, সে বিধান সম্পূর্ণই সার্থক

করেছে।
℟ ভালবাসাই বিধানের পূর্ণতা।
℣ সমগ্র বিধান এই একটা বচনেই পূর্ণতা লাভ করে, ‘তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজের মত ভালবাসবে।’
℟ ভালবাসাই বিধানের পূর্ণতা।

মঙ্গলবার

প্রথম পাঠ - এফে ৫:৮-২১

আলোর সন্তানদের মত চল

ভ্রাতৃগণ, তোমরা একসময় অন্ধকার ছিলে, কিন্তু প্রভুতে তোমরা এখন আলো: আলোর সন্তানদের মত চল; বস্তুত আলোর ফল সব ধরনের মঙ্গলময়তা, ধর্মময়তা ও সত্যে প্রকাশ পায়। প্রভুর কি কি প্রীতিজনক, তা-ই জানতে সচেষ্ট থাক। অন্ধকারের ফলশূন্য যত কর্মের সহভাগী হয়ো না, বরং সেগুলোর আসল পরিচয় প্রকাশ্যে তুলে ধর, কেননা ওরা গোপনে যা কিছু করে, তা উচ্চারণ করা পর্যন্তও লজ্জার বিষয়। কিন্তু যা কিছু প্রকাশ্যে তুলে ধরা হয়, তা আলো দ্বারা উদ্ভাসিত হয়, কারণ যা কিছু উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তা নিজে-ই আলো। এজন্য লেখা আছে: ঘুমিয়ে রয়েছ যে তুমি, জেগে ওঠ, মৃতদের মধ্য থেকে নিদ্রাভঙ্গ হও, আর খ্রীষ্ট তোমাকে উদ্ভাসিত করবেন।

সুতরাং, নিজেদের আচরণের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখ; নির্বোধের মত নয়, সুবোধেরই মতই চল। বর্তমান সুযোগের সদ্ব্যবহার কর, কারণ আজকের দিনগুলি অমঙ্গলকর। এই কারণেই অবোধ হয়ো না, কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা কী, তা বুঝতে চেষ্টা কর। আঙুররস পানে মাতাল হয়ো না, কেননা আঙুররসে উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত; কিন্তু আত্মায় পরিপূর্ণ হও; সবাই মিলে সামসঙ্গীত, স্তুতিগান ও অধ্যাত্ম বন্দনাগান গেয়ে চল, সমস্ত হৃদয় দিয়ে বাদ্যের ঝঙ্কারে প্রভুর স্তুতিগান কর; সবসময় সবকিছুর জন্য আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের নামে পিতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাও। খ্রীষ্টভয়ে পরস্পরের প্রতি অনুগত হও।

শ্লোক এফে ৫:৮-৯; মথি ৫:১৪,১৬
℣ প্রভুতে তোমরা এখন আলো: আলোর সন্তানের মত চল।
℟ আলোর ফল সব ধরনের মঙ্গলময়তা, ধর্মময়তা ও সত্যে প্রকাশ পায়।
℣ তোমরা জগতের আলো। তোমাদের আলো মানুষের সামনে উজ্জ্বল হোক।
℟ আলোর ফল সব ধরনের মঙ্গলময়তা, ধর্মময়তা ও সত্যে প্রকাশ পায়।

দ্বিতীয় পাঠ - রেম্‌সের ধর্মপাল নিচেতা-লিখিত ‘সামসঙ্গীত-পরিবেশনের উপকারিতা’ ১৩-১৪

সামসঙ্গীত পরিবেশন কালে সকলেই গানে যোগ দেবে

প্রিয়জনেরা, এসো, একচিত্ত হয়ে ও জাগ্রত মনেই সামসঙ্গীত গান করি, যেমনটি সামসঙ্গীত-রচয়িতা নির্দেশ দিয়ে বলেন: *পরমেশ্বরই সারা পৃথিবীর রাজা, তাই সুললিত কণ্ঠে স্তবগান কর,* যাতে করে সামসঙ্গীতটা কেবল প্রাণ দিয়ে অর্থাৎ কেবল কণ্ঠ দিয়ে নয়, কিন্তু মন দিয়েও আবৃত্তি করা হয়, আর আমরা যা আবৃত্তি করি, তা যেন ধ্যান করি, পাছে মন অন্য চিন্তায় আক্রান্ত হয়ে বৃথাই পরিশ্রম করে। সমস্ত কিছু কেমন যেন ঈশ্বরের সম্মুখেই উদ্‌যাপন করা উচিত, মানুষকে বা নিজেদের খুশি করার জন্য নয়। কণ্ঠের এই মিল বিষয়ে উত্তম একটা উদাহরণ সেই তিনজন যুবকই দেন, যাঁদের কথা দানিয়েল পুস্তক উল্লেখ করে বলে, *এই তিনজন এককণ্ঠে স্তুতিগান করছিলেন, ও সেই চুল্লিতে ঈশ্বরকে বন্দনা করে বলছিলেন, ধন্য তুমি প্রভু, আমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর।*

দেখ তো আমাদের কেমন আদর্শ দেওয়া হয়: সেই তিনজন এককণ্ঠেই প্রভুর প্রশংসাগান করছিলেন যাতে আমরা সকলেও কেমন যেন এককণ্ঠ হয়ে একই মনোভাব একসুরে সমানভাবে ব্যক্ত করি। সুতরাং যখন সামসঙ্গীত পরিবেশন কালে সকলেই গানে যোগ দেবে, প্রার্থনা কালে সকলেই প্রার্থনায় যোগ দেবে, পাঠ পরিবেশন কালে নীরবতা বজায় রেখে সকলেই শুনবে, তখন এমনটি যেন না ঘটে যে, পাঠক পাঠ করতে করতে অন্য কেউ চিৎকার করে প্রার্থনা করলে সকলের অসুবিধা ঘটায়; আর যদি তুমি পাঠ চলাকালেই গির্জায় এসে উপস্থিত হও, প্রভুকে প্রণাম জানিয়ে ও ক্রুশচিহ্ন করে তৎপরতার সঙ্গেই পাঠে মনোযোগ দাও।

যখন সকলে মিলে প্রার্থনা করি, তখনও তোমাকে প্রার্থনা করার সুযোগ দেওয়া হয়, আবার ততবারও সেই সুযোগ তোমাকে দেওয়া হয় যতবার তুমি একা হয়ে প্রার্থনা করতে ইচ্ছা কর; কিন্তু প্রার্থনা করার জন্য তুমি যেন পাঠ অবহেলা না কর, কারণ পাঠ তুমি তোমার সুবিধা ও সময় মত সবসময় পাচ্ছ না, কিন্তু প্রার্থনা করার সুযোগ তোমার যখন তখনই আছে। এমনকি, তুমি যেন মনে না কর যে, পবিত্র পাঠ শ্রবণ কম উপকারিতার ব্যাপার: প্রকৃতপক্ষে শ্রোতার প্রার্থনা নিজেই অধিক মাত্রায় উপকৃত হয়, কেননা মন পাঠের ঐশ্বরিক বিষয় দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে সহজতর ভাবেই অগ্রসর হবে।

আসলে মার্থার বোন সেই মারীয়া, যিনি বোনকে একা ফেলে রেখে যীশুর পায়ের কাছে বসে তাঁর বাণী একচিত্ত হয়ে শুনছিলেন, তিনি উত্তম অংশ বেছে নিয়েছিলেন—কথাটা স্বয়ং প্রভুই সপ্রমাণ করলেন। এজন্য পরিসেবক ঘোষকের মত উচ্চকণ্ঠে সকলকে আহ্বান করেন, যেন প্রার্থনায় কি প্রণতিতে কি সামসঙ্গীত গানে কি পবিত্র পাঠ শ্রবণে সকলেই ঐক্যবদ্ধ থাকে; কেননা যারা একাত্মা হয়, প্রভু তাদের ভালবাসেন ও নিজের গৃহে তাদের আসন দেন।

শ্লোক সাম ১৩৮:১-২; ১১৮:২৮
℣ ঐশজীবদের সামনে আমি করি তোমার স্তবগান, তোমার পবিত্র মন্দির পানে করি প্রণিপাত।

ঊ আমি করি তোমার নামের স্তুতি।
ঔ তুমিই আমার ঈশ্বর, আমি তোমায় জানাই ধন্যবাদ, হে আমার পরমেশ্বর, আমি তোমার বন্দনা করি।
ঊ আমি করি তোমার নামের স্তুতি।

বুধবার

প্রথম পাঠ - এফে ৫:২২-৩৩

দম্পতিদের কর্তব্য

ভ্রাতৃগণ, বধূরা প্রভুর প্রতি যেমন, তেমনি তাদের স্বামীর প্রতি যেন অনুগত হয়; কারণ স্বামী স্ত্রীর মাথা, খ্রীষ্টও যেমন মণ্ডলীর মাথা—তিনিই তার দেহের পরিত্রাতা। এবং মণ্ডলী যেমন খ্রীষ্টের অনুগত, বধূরাও তেমনি সব ক্ষেত্রে যেন তাদের স্বামীর অনুগত হয়। স্বামীরা, তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে ঠিক তেমনই ভালবাস, খ্রীষ্টও যেমন মণ্ডলীকে ভালবাসলেন ও তার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপেই দান করলেন জলপ্রক্ষালনে বচন দ্বারা পরিশুদ্ধ ক'রে তাকে পবিত্র করে তোলার জন্য, যেন নিজের সামনে গৌরবে বিভূষিতা এমন মণ্ডলীকে উপস্থিত করতে পারেন, যার কোন কলঙ্ক বা বলিরেখা বা অন্য ধরনের খুঁত নেই, বরং পবিত্র ও নিষ্কলঙ্কই এক মণ্ডলী। তেমনিভাবে স্বামীদেরও তাদের স্ত্রীকে নিজেদের দেহ বলে ভালবাসা কর্তব্য, কেননা স্ত্রীকে যে ভালবাসে, সে নিজেকেই ভালবাসে। কেউই তো কখনও নিজের দেহকে ঘৃণা করে না, বরং সকলে তার পুষ্টিসাধন করে, তার প্রতি যত্নবান থাকে—খ্রীষ্টও যেমন মণ্ডলীর প্রতি করে থাকেন, কারণ আমরা তাঁর দেহের অঙ্গ। *এজন্য মানুষ তার পিতামাতাকে ত্যাগ করে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে এবং সেই দু'জন একদেহ হবে।* এই রহস্য মহান, কিন্তু আমি খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেই একথা বললাম। তবে তোমরাও প্রত্যেকে তোমাদের স্ত্রীকে নিজেরই মত ভালবাস; এবং স্ত্রী যেন স্বামীকে শ্রদ্ধা করে।

শ্লোক আদি ২:২৩,২৪; এফে ৫:৩২
ঔ এ-ই হল আমার হাড়ের হাড় ও আমার মাংসের মাংস। এজন্য মানুষ তার পিতামাতাকে ছেড়ে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে:
ঊ সেই দু'জন একদেহ হবে।
ঔ এই রহস্য মহান, কিন্তু আমি খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেই একথা বললাম;
ঊ সেই দু'জন একদেহ হবে।

দ্বিতীয় পাঠ - নূতন নিয়মের কতিপয় পদে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি উপদেশ ৩:৩

এ রহস্য মহান

হবা যেমন আদমের বুকের পাশ থেকে, আমরা তেমনি খ্রীষ্টের বুকের পাশ থেকে বেরিয়েছি। এ হচ্ছে 'আমার নিজের মাংসের মাংস ও আমার নিজের হাড়ের হাড়' বচনের অর্থ। আমরা সকলে জানি যে হবাকে আদমের সেই পাশ দিয়ে গড়া হয়েছিল, এবং শাস্ত্রে আমরা স্পষ্টই পড়ি যে, ঈশ্বর আদমকে ঘোর নিদ্রায় মগ্ন করলেন, ও তাঁর একখানা পাঁজর নিয়ে তা দিয়ে নারীকে গড়লেন। আমরা কিন্তু কোথায় এমন বাণী পেতে পারব, যা অনুসারে জানতে পারি যে মণ্ডলী খ্রীষ্টের পাশ থেকে জন্ম নিল? এ বিষয়টিও শাস্ত্রে উল্লিখিত: ক্রুশে উত্তোলিত ও বিদ্ধ হয়ে খ্রীষ্ট প্রাণত্যাগ করলে *সৈন্যদের একজন তাঁর বুকের পাশটিতে বর্শা বিঁধিয়ে দিল আর তখনই নিঃসৃত হল রক্ত আর জল:* সেই জল ও রক্ত থেকেই গোটা মণ্ডলীর জন্মলাভ। তিনি নিজেই এবিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন, *জল আর আত্মা থেকে জন্ম না নিলে কেউই ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না;* আর এখানে তিনি রক্তকে আত্মা বলে অভিহিত করেন। বাস্তবিকই আমরা দীক্ষাস্নানের জল গুণেই জন্ম নিই, আর তাঁর রক্তই আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। তাহলে আমরা যখন সেই জল ও রক্ত দ্বারা জন্ম নিই ও বেঁচে থাকি, তখন তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, আমরা কেমন করে তাঁর নিজের মাংসের মাংস ও তাঁর নিজের হাড়ের হাড়?

যেমন আদম ঘোর নিদ্রায় মগ্ন হতে হতে নারীকে গড়া হল, তেমনি মৃত্যুনিদ্রায় মগ্ন খ্রীষ্ট থেকে মণ্ডলী জন্ম নিল। নারী আমাদের দেহের অঙ্গ ও আমাদের কাছ থেকে উদ্ভূতা, কেবল এ ভিত্তিতেই নারী হবে আমাদের ভালবাসার পাত্রী এমন নয়, কিন্তু এর মহত্তর কারণ হল এ যে, ঈশ্বর নিজেই স্পষ্ট আদেশ দিয়ে বললেন, *এজন্য মানুষ তার পিতামাতাকে ছেড়ে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে এবং সেই দু'জন একদেহ হবে।* যে কোন উপায়েই তেমন ভালবাসায় আমাদের অনুপ্রেরণা দানের উদ্দেশ্যে পলও এ আদেশ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন। এখন তুমি আমার সঙ্গে প্রেরিতদূতের সুবুদ্ধির কথা ভাব: কেবল ঐশ্বরিক বা কেবল মানবীয় নিয়ম দানেই যে তিনি স্ত্রী-ভালবাসার দিকে আমাদের অনুপ্রাণিত করেন এমন নয়, কিন্তু ঐশ্বরিক নিয়ম ও মানবীয় নিয়মের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে তিনি প্রেরণা দেন, যাতে উচ্চতর আধ্যাত্মিক পর্যায়ের মানুষ ঐশ্বরিক নিয়ম দ্বারা উদ্দীপিত হয়, আর দুর্বল ও সরল মানুষ প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা প্রেরণা পায়। এজন্য তিনি আগে খ্রীষ্টের আদর্শ তুলে ধরে এ শিক্ষা দান করে বলেন, *তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে ঠিক তেমনই ভালবাস, খ্রীষ্টও যেমন মণ্ডলীকে ভালবাসলেন,* এরপরে মানবীয় কারণগুলো উল্লেখ করে বলেন, *স্বামীদেরও তাদের স্ত্রীকে নিজেদের দেহ বলে ভালবাসা কর্তব্য;* এরপর তিনি আবার খ্রীষ্টের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলে চলেন, *কারণ আমরা তাঁর দেহের অঙ্গ,* তাঁর নিজের মাংসের মাংস ও তাঁর নিজের হাড়ের হাড়; এরপর তিনি আবার মানবযুক্তি প্রয়োগ করে বলেন, *এজন্য মানুষ তার পিতামাতাকে ছেড়ে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে;* এবং অবশেষে নিয়মটা পুনরায় উল্লেখ করার পর তিনি বলে ওঠেন: *এ রহস্য মহান।*

আমাকে বল, রহস্যটি মহান কেন? তার কারণ, তা খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীকে লক্ষ করে। পিতাকে ত্যাগ করে বর যেমন কনের দিকে ছুটে যায়, তেমনি পিতৃগৃহ ত্যাগ করে খ্রীষ্ট নিজ কনের দিকে অগ্রসর হলেন: তিনি আমাদের স্বর্গের অপার সৌন্দর্যে আহ্বান করেননি, তিনি নিজেই আমাদের নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত নেমে এলেন। আর যখন তুমি তাঁর আগমনের কথা শোন, তখন মনে করবে না তাঁর স্থানান্তর হল, তিনি বরং মানবীয় অবস্থা মেনে নিলেন, কেননা আমাদের সঙ্গে থেকেও তিনি পিতার সঙ্গেও থেকে গেলেন। এজন্যই প্রেরিতদূত বলেন, *এ রহস্য মহান।* মানুষের ক্ষেত্রেও রহস্য মহান বটে; তবু আমি যখন খ্রীষ্ট ও তাঁর মণ্ডলীকে লক্ষ করে রহস্যটির কথা ভাবি, তখনই রহস্যটির মহত্ত্ব দর্শনে মুগ্ধ হয়ে উঠি। এজন্য *এ রহস্য মহান* বলার পরপরেই তিনি বলে চলেন, *কিন্তু আমি খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেই একথা বললাম।*

শ্লোক প্রত্যা ২১:১০,১২,১৪,২ দ্রঃ
প্র আমি নগরদ্বার দেখতে পেলাম, ও সেই দ্বারে মেষশাবকের প্রেরিতদূতদের নাম লেখা রয়েছে,
উ ও তার প্রাচীরের উপরে স্বর্গদূতেরা প্রহরা দিচ্ছেন।
প্র আমি পবিত্র নগরী সেই নব যেরুসালেমকে দেখতে পেলাম: বরের জন্য সুসজ্জিত কনের মত সে স্বর্গ থেকে নেমে আসছে,
উ ও তার প্রাচীরের উপরে স্বর্গদূতেরা প্রহরা দিচ্ছেন।

বৃহস্পতিবার

প্রথম পাঠ - এফে ৬:১-৯

গৃহ-জীবনে নতুন সম্পর্ক-মালা

সন্তানেরা, প্রভুতে তোমরা পিতামাতার বাধ্য হও, কারণ তা ধর্মসম্মত। *তোমার পিতাকে ও তোমার মাতাকে সম্মান কর,* এটিই সেই প্রথম আজ্ঞা যার সঙ্গে একটা প্রতিশ্রুতি যুক্ত আছে: *যেন তোমার মঙ্গল হয়, ও তুমি দেশে দীর্ঘজীবী হও।* আর তোমরা, পিতারা, তোমাদের সন্তানদের ক্ষুব্ধ করো না, বরং প্রভুর শিক্ষা ও শাসনের পথে তাদের মানুষ কর।

ক্রীতদাসেরা, তোমরা যেমন খ্রীষ্টের প্রতি বাধ্য, তেমনি আন্তরিকতার সঙ্গে সভয়ে ও কম্পিত অন্তরে তোমাদের পার্থিব প্রভুদের প্রতি বাধ্য হও; যখন তাদের চোখের সামনে আছ, তখন শুধু নয়, এমনি মানুষকে খুশি করার জন্যও নয়, বরং খ্রীষ্টেরই ক্রীতদাসের মত প্রাণ দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করার জন্য; আগ্রহের সঙ্গে কাজ কর, প্রভুরই খাতিরে, মানুষের খাতিরে নয়। জেনে রাখ, যে কেউ সৎকর্ম করে—ক্রীতদাসই হোক বা স্বাধীন মানুষই হোক—প্রভুর কাছ থেকে সে তার ফল পাবে। আর তোমরা, প্রভুরা, তোমরাও তাদের প্রতি তেমনি ব্যবহার কর; শাসানি পরিহার কর, এবং জেনে রাখ, তাদের ও তোমাদেরও প্রভু স্বর্গে আছেন, আর তাঁর কাছে পক্ষপাত নেই।

শ্লোক ১ করি ৭:২২-২৩; গা ৩:২৮ দ্রঃ
প্র প্রভুতে আহূত যে ক্রীতদাস, সে আসলে প্রভু দ্বারা স্বাধীনকৃত মানুষ;
উ প্রভুতে আহূত যে স্বাধীন মানুষ, সে খ্রীষ্টের ক্রীতদাস।
প্র খ্রীষ্টযীশুতে এখন আর ইহুদীও নেই, গ্রীকও নেই; ক্রীতদাসও নেই, স্বাধীন মানুষও নেই।
উ প্রভুতে আহূত যে স্বাধীন মানুষ, সে খ্রীষ্টের ক্রীতদাস।

দ্বিতীয় পাঠ - এজেকিয়েলের পুস্তকে মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি ২য় পুস্তক, উপদেশ ১:৭

স্বর্গীয় পুরস্কারের প্রত্যাশা

স্বর্গীয় নগরীতে সে-ই মাত্র উপনীত হতে পারবে, পুণ্যময়ী মণ্ডলীতে যে ধার্মিকদের পথ ধ্যান করে অনুকরণ করে। উপনীত হওয়া বলতে পর্বতের উপরে স্থিত গৃহটির কথা ধ্যান করা বোঝায়, অর্থাৎ কিনা ধ্যান করতে হবে কেমন করে পুণ্যময়ী মণ্ডলীর মনোনীতজনেরা সদ্‌গুণের শীর্ষস্থানে পৌঁছে ভালবাসার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়।

দাম্পত্য জীবন ধারণ করেন, তেমন ব্যক্তির কথা ধরা যাক: তাঁর যা আছে তাতে তিনি খুশি, পরের সম্পদ কেড়ে নেন না, অতিরিক্ত তাঁর যা কিছু আছে, তা অভাবগ্রস্তদের হাতে দান করেন, দৈনন্দিন জীবনে সাধারণত যে বিষয়ে পাপ করা হয় তার জন্য তিনি চোখের জল ফেলেন।

সংসারের সমস্ত ঐশ্বর্য ত্যাগ করেছেন, এবার তেমন ব্যক্তির কথা ধরা যাক: নিজের জন্য তিনি কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না, দিব্য দর্শনই তাঁর একমাত্র খাদ্য, স্বর্গীয় পুরস্কারের প্রত্যাশায় মনের আনন্দে চোখের জল ফেলেন, দৈনন্দিন প্রয়োজনের জন্য যা রাখা উচিত তাও বিলিয়ে দেন, নীরবে নির্জনে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাতের দিকে সম্পূর্ণরূপে ধাবিত, এ অনিত্য সংসারের কোন দুশ্চিন্তায় তাঁর অন্তর অস্থির হয় না, এমনকি স্বর্গীয় আনন্দের প্রত্যাশায় তাঁর অন্তর দিনে দিনে বিকশিত হয়।

এবার এমন ব্যক্তির কথা ধরা যাক, যিনি নিজ হৃদয় স্বর্গীয় বিষয়ে সম্পূর্ণরূপেই ধ্যানমগ্ন করে রাখার জন্য এ সংসারের সমস্ত ঐশ্বর্য ত্যাগ করেছেন, তথাপি নিজ ভাইবোনদের গঠনের জন্য শাসনপদ দখল করতে নিযুক্ত হয়েছেন। অনিত্য বিষয়ের আকর্ষণের হাতে নিজেকে সঁপে না দিলেও তবু প্রতিবেশীর প্রতি দয়া-মমতার খাতিরে তিনি সেই বিষয়ে ব্যস্ত থাকতে বাধ্য, যাতে যারা দুর্দশায় রয়েছে তাদের সাহায্য দান করতে পারেন; আবার, যারা শোনে, তিনি তাদের কাছে জীবন-বাণী প্রচার করেন। ফলত তিনি ভাইবোনদের আত্মা ও দেহ দু'টোরই যত প্রয়োজন মেটান। তাতে দর্শনধ্যানে যিনি স্বর্গের আকাঙ্ক্ষার দিকে ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণরূপে ধাবিত, তবু প্রতিবেশীর মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য তিনি কষ্টের সঙ্গে পার্থিব

বিষয়েও ব্যস্ত থাকতে সম্মত।

সুতরাং, দাম্পত্য জীবনের পবিত্রতায় হোক, সংসারত্যাগী ও ব্রতধারীদের সাধনায় হোক, বাণীপ্রচারকদের নৈপুণ্যে হোক—যে কেউ পুণ্যময়ী মণ্ডলীতে তৎপরতার সঙ্গে সাধনার পথে অগ্রসর হতে দৃঢ়চিত্ত, সে-ই ইতিমধ্যে পর্বতের উপরে স্থিত সেই গৃহে আসন পেয়ে গেছে। অপরদিকে, যে কেউ অগ্রসর হবার জন্য পুণ্যজনদের জীবনাচরণের দিকে তাকায় না, সে এখনও সেই গৃহের বাইরে রয়েছে। আর জগৎজুড়ে পুণ্যময়ী মণ্ডলী যে মর্যাদা পাচ্ছে, সে যদিও তেমন মর্যাদা দেখে মুগ্ধ, তবু সে তেমন ব্যক্তিরই মত যে কেবল বাইরে থেকেই গৃহের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়, কিন্তু কেবল গৃহের বাইরের চেহারায়ই ব্যস্ত থাকায় এখনও ভিতরে প্রবেশ করেনি।

শ্লোক রো ৮:২৩; ১ বংশ ২৯:১৫

প্ আমরা যারা ঐশআত্মার প্রথমফসল পেয়ে থাকি,
উ আমরা নিজেরাও দত্তকপুত্রত্ব লাভের প্রতীক্ষায়, আমাদের দেহের মুক্তিরই প্রতীক্ষায় অন্তরে আর্তনাদ করছি।
প্ আমাদের পিতৃপুরুষদের মত আমরাও তোমার সামনে বিদেশী ও প্রবাসী।
উ আমরা নিজেরাও দত্তকপুত্রত্ব লাভের প্রতীক্ষায়, আমাদের দেহের মুক্তিরই প্রতীক্ষায় অন্তরে আর্তনাদ করছি।

শুক্রবার

প্রথম পাঠ - এফে ৬:১০-২৪

অধ্যাত্ম সংগ্রাম—শেষ বাণী

প্রিয়জনেরা, প্রভুতে ও তাঁর শক্তির প্রতাপে বলবান হও। ঈশ্বরের রণসজ্জা পরিধান কর, যেন দিয়াবলের সমস্ত ছলচাতুরির সামনে দাঁড়াতে পার। কেননা আমাদের সংগ্রাম রক্তমাংসের কোন শত্রুর বিরুদ্ধে নয়, কিন্তু সমস্ত আধিপত্য ও কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে, অন্ধকারময় জগতের অধিপতিদের বিরুদ্ধে, ঊর্ধ্বলোকের মন্দাত্মাদের বিরুদ্ধে। এজন্য ঈশ্বরের রণসজ্জা হাতে তুলে নাও, যেন সেই অধর্মের দিনে প্রতিরোধ করার মত শক্তি পাও ও সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পার। তাই *সত্যের বন্ধনী কোমরে বেঁধে, ধর্মময়তার বর্ম প'রে,* এবং *শান্তির সুসমাচার-প্রচারের উদ্যমকে জুতো করে পায়ে দিয়ে* সোজা হয়ে দাঁড়াও; বিশ্বাসের ঢাল সবসময় হাতে ধরে রাখ, যা দ্বারা তোমরা সেই ধূর্তজনের সমস্ত অগ্নিবাণ নিভাতে পার; এবং *পরিত্রাণের শিরস্ত্রাণ ও আত্মার খড়্গ, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাণী* ধারণ কর। যত প্রার্থনা ও মিনতির সঙ্গে আত্মায় অবিরত প্রার্থনা কর, আর এর জন্য অবিরাম নিষ্ঠার সঙ্গে জেগে থাক ও সকল পবিত্রজনদের জন্য মিনতি কর, আমার জন্যও মিনতি কর, যেন আমার ওষ্ঠে উপযুক্ত কথা রাখা হয়, আমি যেন সৎসাহসের সঙ্গে সেই সুসমাচারের রহস্য জ্ঞাত করতে পারি, আমি যার শেকলাবদ্ধই এক বাণীদূত; ফলে আমি যেন মুক্তকণ্ঠেই তা ঘোষণা করতে পারি—ঠিক যেমনটি করা আমার কর্তব্য।

আমার প্রিয় ভাই ও প্রভুতে বিশ্বস্ত সহকর্মী তিখিকস্ আমার সব খবর তোমাদের দেবেন, এভাবে তোমরাও জানতে পারবে আমি কেমন আছি ও কি কি কাজ করছি। আমি তাঁকে ঠিক এজন্যই পাঠাচ্ছি, যেন তোমরা আমাদের সমস্ত খবর জানতে পার, ও তিনি যেন তোমাদের হৃদয়ে আশ্বাস সঞ্চার করেন।

পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশুখ্রীষ্টের শান্তি, আর সেইসঙ্গে ভালবাসা ও বিশ্বাস ভাইদের মাঝে বিরাজ করুক। আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টকে যারা অক্ষয়শীল ভালবাসায় ভালবাসে, সেই সকলের সঙ্গে অনুগ্রহ থাকুক।

শ্লোক এফে ৬:১০-১১; ১ করি ১০:১৩

প্ তোমরা প্রভুতে ও তাঁর শক্তির প্রতাপে বলবান হও।
উ ঈশ্বরের রণসজ্জা পরিধান কর, যেন শয়তানের সমস্ত ছলচাতুরির সামনে দাঁড়াতে পার।
প্ ঈশ্বর তো বিশ্বস্ত; তিনি তোমাদের শক্তির ঊর্ধ্বে তোমাদের পরীক্ষিত হতে দেবেন না।
উ ঈশ্বরের রণসজ্জা পরিধান কর, যেন শয়তানের সমস্ত ছলচাতুরির সামনে দাঁড়াতে পার।

দ্বিতীয় পাঠ - আলেক্‌জান্দ্রিয়ার ক্লেমেন্ট-লিখিত 'বিধর্মীদের প্রতি আহ্বান' ১১

এসো, শান্তিসজ্জায় নিজেদের সজ্জিত করি

স্বয়ং সত্যই উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠেন, *অন্ধকার থেকে আলো উদ্ভাসিত হোক!* তাই মানুষের গুপ্ত স্থানে তথা মানুষের হৃদয়ে আলো উদ্ভাসিত হোক: আর সেখান থেকে জ্ঞানের সেই রশ্মি বিকীর্ণ হোক যা নিজ জ্যোতি দ্বারা আন্তরিক মানুষকে, আলোর শিষ্যকে ও খ্রীষ্টের পরিজন ও সহউত্তরাধিকারীকে প্রকাশ করবে; তখনই বিশেষভাবে, যখন উত্তম ও ধর্মপ্রাণ সন্তান রূপে মানুষ সেই উত্তম পিতার মহান ও পূজনীয় নাম জানতে পারবে, যিনি নিজ সন্তানের জন্য লঘুভার ও পরিত্রাণদায়ী আদেশ দান করেন। তাঁর প্রতি যে বাধ্য, সে সবকিছুতে জয়ী, ঈশ্বরের অনুসারী, পিতার প্রতি বাধ্য; পাপী হয়েও সে তাঁকে জেনেছে, ঈশ্বরকে ভালবেসেছে, প্রতিবেশীকে ভালবেসেছে, আদেশ পালন করেছে; তাই পুরস্কার অর্জন করে ও প্রতিশ্রুতি পূরণের প্রত্যাশায় থাকে। ঈশ্বরের সবসময় এ সঙ্কল্প বর্তমান: তিনি মানব-পালের পরিত্রাণ সাধন করবেন: এজন্যই উত্তম পিতা উত্তম মেষপালককে প্রেরণ করলেন। তখন সত্য প্রকাশ ক'রে সেই বাণী মানুষের কাছে পরিত্রাণের মাহাত্ম্য দেখালেন, তারা যেন হয় তপস্যায় উপনীত হয়ে পরিত্রাণ পায়, না হয় বাধ্যতা অস্বীকার করে দণ্ডের যোগ্য হয়।

এই তো সেই ধর্মময়তা প্রচার, যা বাধ্যদের পক্ষে শুভই একটি সমাচার, কিন্তু যারা বাধ্যতা দেখাতে অসম্মত, তাদের পক্ষে দণ্ডের কারণ।

রণতুরি যখন নিজ তীব্র সুরে সৈন্যদের একত্রিত করতে ও যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে, তখন যিনি নিজ মধুর শান্তি-সঙ্গীত পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্তই ধ্বনিত করেন, সেই খ্রীষ্টের পক্ষে নিজ শান্তিবাহিনীদের জড় করা উচিত হবে না? হ্যাঁ। হে মানুষ, নিজ রক্ত ও বাণী দ্বারা তিনি এমন অহিংসুক সেনাদল জড় করলেন যাদের স্বর্গরাজ্যের অধিকারী করলেন। খ্রীষ্টের তুরি হচ্ছে তাঁর সুসমাচার: তিনি নিজেই তা বাজালেন, আর আমরা তার সুর শুনেছি। সুতরাং এসো, শান্তিসজ্জায় নিজেদের সজ্জিত করি: ধর্মময়তার বুকবর্ম পরিধান করে ও বিশ্বাসের ঢাল হাতে করে পরিত্রাণের শিরস্ত্রাণ মাথায় দিই ও আত্মার খড়্গ তথা ঐশবাণী তীক্ষ্ণধার করি। তেমন শান্তিসজ্জায়ই প্রেরিতদূত আমাদের সজ্জিত করেন: এগুলিই আমাদের অপরাজেয় অস্ত্র। এগুলিতে সজ্জিত হয়ে, এসো, আমরা সেই দুর্জনের বিরুদ্ধে অটল হয়ে দাঁড়াই, যাতে ঐশবাণীর দেওয়া জল দ্বারা *সেই ধূর্তজনের সমস্ত অগ্নিবাণ নিভিয়ে দিয়ে* কৃতজ্ঞতাপূর্ণ প্রশংসাগানে সমস্ত উপকারের প্রতিদান করতে পারি ও ঐশবাণীর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের বন্দনা করতে পারি। *তখন তুমি তাঁকে ডাকবে আর তিনি তোমাকে উত্তর দিয়ে বলবেন, এই যে, আমি আছি!*

আহা, কতই না পুণ্য, কতই না ধন্য এ পরাক্রম, যা দ্বারা ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে জীবনধারণ করেন। ফলে এ প্রয়োজন যে, মানুষ সেই সর্বোত্তম ও উৎকৃষ্ট স্বরূপের অনুকারী ও পূজারী হয়ে উঠবে। অন্যভাবে ঈশ্বরকে অনুকরণ করা বিধেয় নয়; অন্যদিকে, অনুকরণ করায় ছাড়া তাঁকে পূজা ও আরাধনা করা সম্ভব নয়। এজন্যই সেই স্বর্গীয় প্রেম, যা সত্যিকারে ঈশ্বরেরই প্রেম, তখনই মানুষের সঙ্গে মিলিত হয়, যখন মানুষের নিজের প্রাণে ঐশবাণী-প্রণোদিত সৌন্দর্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তা তখনই পূর্ণমাত্রায় ঘটে, যখন ঐশপরিত্রাণ মানুষের সদিচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলে, এবং জীবন কেমন যেন স্বেচ্ছাকৃত ভাবেই একই জোয়ালে আবদ্ধ হয়।

এই তো সত্যের সেই একমাত্র আহ্বান, যা শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত বিশ্বস্ত বন্ধুর মত আমাদের সঙ্গে থাকবে; আর কেউ যদি স্বর্গের দিকে ধাবিত, তাহলে নিখুঁত ও সিদ্ধ আত্মা পাবার জন্য প্রাণের পক্ষে এ আহ্বানই উত্তম পথদিশারী। আমি কিন্তু কিসের জন্য তোমাকে আহ্বান করছি? একথা সুস্পষ্টই যে তোমাকে আহ্বান করছি তুমি যেন পরিত্রাণ পেতে পার। খ্রীষ্ট তাই ইচ্ছা করেন; এক কথায়: তোমাকে জীবন দান করা হচ্ছে!

আর সেই খ্রীষ্ট কে? স্বল্প কথায়, তিনি সত্য বাণী, তিনি সেই বাণী যে বাণী বিনাশ থেকে নিরাপদ রেখে মানুষকে সত্যে ফিরিয়ে আনায় তাকে নবজন্ম দান করেন; তিনি সেই পরিত্রাণের সাধক যিনি বিনাশ দূরে রাখলেন, মৃত্যু বাতিল করে দিলেন, ও মানুষের অন্তরে একটা মন্দির নির্মাণ করলেন যেন তাদের অন্তরে ঈশ্বরকে আসন দিতে পারেন। এমনটি কর, যাতে এ মন্দির শুচি হয়; আরও, পার্থিব অভিলাষ ও আমোদ-প্রমোদ অনিত্য ফুলের মত বাতাসে ও আগুনে ছেড়ে দাও। তুমি বরং সুবুদ্ধির সঙ্গে মিতাচারিতার ফল পালন কর, ও নিজেকে প্রথমফলের মত ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ কর, যাতে কর্ম শুধু নয়, অনুগ্রহও তাঁরই হয়, কেননা মানুষ যেন খ্রীষ্টের সঙ্গী হয়, এজন্য দু'টোই প্রয়োজন: সে নিজেকে রাজ্যের যোগ্য বলে দেখাবে, ও রাজ্যের যোগ্য বলে পরিগণিত হবে।

শ্লোক এফে ৬:১৪,১৫,১৮
℣ তোমরা সত্যের বন্ধনী কোমরে বেঁধে, ধর্মময়তার বর্ম পর,
℟ যেন শান্তির সুসমাচার বিস্তার করতে পার।
℣ তোমরা যত প্রার্থনা ও মিনতির সঙ্গে আত্মায় অবিরত প্রার্থনা কর,
℟ যেন শান্তির সুসমাচার বিস্তার করতে পার।

শনিবার

প্রথম পাঠ - ফিলে ১-২৫

অনেসিমের হয়ে সাধু পলের প্রার্থনা

খ্রীষ্টযীশুর এক বন্দি এই আমি পল, এবং ভাই তিমথি, আমাদের প্রিয় সহকর্মী ফিলেমনের সমীপে, আমাদের বোন আপ্পিয়া ও আমাদের সংগ্রামের সঙ্গী আর্খিপ্পসের সমীপে, এবং, হে ফিলেমন, তোমার বাড়িতে যে জনমণ্ডলী সমবেত হয়, তাদের সকলের সমীপে: আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশুখ্রীষ্ট থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক।

আমি যখন প্রার্থনা করি, তখন তোমার নাম স্মরণ করে আমার ঈশ্বরকে অবিরত ধন্যবাদ জানাই, কারণ আমি শুনতে পাই প্রভু যীশুর প্রতি ও সকল পবিত্রজনের প্রতি তোমার ভালবাসা ও বিশ্বাসের কথা। বিশ্বাসে তোমার সহভাগিতা কার্যকর হোক: তাই খ্রীষ্টের পক্ষে আমরা যে সমস্ত সৎকাজ সাধন করতে পারি, তা তুমি জ্ঞাত কর। তোমার ভালবাসায় আমি যথেষ্ট আনন্দ ও আশ্বাস পেয়েছি, কারণ, হে ভাই, তুমিই পবিত্রজনদের প্রাণ জুড়িয়ে দিয়েছ।

সুতরাং, তোমার যা করণীয়, সে বিষয়ে তোমাকে আদেশ দেওয়ার মত যদিও খ্রীষ্টে আমার সম্পূর্ণ সাহস আছে, তবু আমি ভালবাসার খাতিরেই বরং তোমাকে মিনতি করছি—আমি যে অবস্থায় আছি, এই বৃদ্ধ পল, এখন আবার খ্রীষ্টযীশুর বন্দি—আমি আমার নিজের সন্তানের বিষয়ে, এই শেকলাবদ্ধ অবস্থায় যাকে জন্ম দিয়েছি, সেই অনেসিমেরই বিষয়ে তোমাকে মিনতি করছি। সে আগে তোমার কোন উপকারে ছিল না, কিন্তু এখন তোমার ও আমার দু'জনেরই উপকারী।

তাকে, অর্থাৎ আমার সেই প্রাণের প্রাণ, তোমার কাছে ফিরে পাঠালাম। আমি তাকে নিজের কাছে রাখতে চাচ্ছিলাম, যেন সুসমাচারের কারণে আমার এই শেকলাবদ্ধ অবস্থায় সে তোমার হয়ে আমার সেবা করে। কিন্তু তোমার সম্মতি ছাড়া আমি কিছু করতে চাইলাম না, তুমি যে মঙ্গলকর কাজ করতে যাচ্ছ, তা যেন বাধ্য হয়ে নয়, স্ব-ইচ্ছায়ই কর। হয় তো তাকে এই কারণেই কিছু কালের মত তোমার কাছ থেকে পৃথক করে রাখা হল, যেন তুমি চিরকালের মত তাকে ফিরে পেতে পার, আর ক্রীতদাসের মত নয়, কিন্তু ক্রীতদাসের চেয়ে শ্রেয়তর পর্যায়ে, অর্থাৎ কিনা প্রিয় ভাইয়ের মত, বিশেষভাবে আমারই প্রিয়জন, কিন্তু মানুষ হিসাবে ও প্রভুতে ভাই হিসাবে উভয় ক্ষেত্রে তোমারই কাছে বেশি প্রিয়জন। তাই যদি আমাকে বিশেষ সম্পর্কের পাত্র মনে কর, তবে তাকে আমারই মত বলে গ্রহণ কর। আর সে যদি তোমার প্রতি কোন অন্যায় করে থাকে, কিংবা তার যদি তোমার কাছে কোন ঋণ থাকে, তা আমার দেনা বলে ধরে নাও; আমি পল নিজেরই হাতে একথা লিখছি; আমিই তা শোধ করে দেব—অবশ্য আমি আমার কাছে তোমারই ঋণের কথা এখন উল্লেখ করছি না, আর সেই অনুসারে আমার কাছে তোমার সেই ঋণ তুমি নিজেই। সুতরাং, ভাই, প্রভুতে তোমার কাছ থেকে আমি যেন এই উপকার পেতে পারি; খ্রীষ্টে আমার প্রাণ জুড়িয়ে দাও!

তোমার বাধ্যতায় পূর্ণ ভরসা রেখেই আমি তোমাকে লিখলাম; আমি জানি, আমি যা বললাম, তুমি তার চেয়েও বেশি করবে। আর একটা কথা, আমার জন্য একটা ঘরের ব্যবস্থা কর, কারণ আশা করি, তোমাদের প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমাকে তোমাদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

খ্রীষ্টযীশুতে আমার সহ-কারাবন্দি এপাফ্রাস তোমাকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছে; আমার সহকর্মীরা সেই মার্ক, আরিস্তার্খস, দেমাস ও লুকও জানাচ্ছেন।

প্রভু যীশুখ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের আত্মার সঙ্গে থাকুক। আমেন।

শ্লোক গা ৩:২৮; ৪:৭; ফিলে ১৭,১৬
প্ খ্রীষ্টযীশুতে তোমরা সকলেই এক।
উ সুতরাং তুমি আর দাস নও, বরং পুত্র; আর যখন পুত্র, তখন ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছায় উত্তরাধিকারীও।
প্ তাকে আর ক্রীতদাসের মত নয়, প্রিয় ভাইয়ের মতই গ্রহণ কর।
উ সুতরাং তুমি আর দাস নও, বরং পুত্র; আর যখন পুত্র, তখন ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছায় উত্তরাধিকারীও।

দ্বিতীয় পাঠ - দীক্ষাস্নান বিষয়ক সাধু পাচানের উপদেশ   ৫-৬

এসো, আত্মা দ্বারা খ্রীষ্টে নবপথের অনুসরণ করি।

আদমের পাপ গোটা মানবজাতির মধ্যে প্রবেশ করেছিল; প্রেরিতদূত বলেন, *যেমন একজন দ্বারা পাপ, ও পাপ দ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবেশ করল, তেমনি মৃত্যু সমস্ত মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে,* তাই এ প্রয়োজন রয়েছে, খ্রীষ্টের ধর্মময়তাও গোটা মানবজাতির মধ্যে প্রবেশ করবে; এবং যেমন আদম নিজ পাপ দ্বারা নিজ বংশধরদের পক্ষে সর্বনাশের কারণ হলেন, তেমনি খ্রীষ্ট নিজ ধর্মময়তা দ্বারা পরিত্রাণের কারণ হবেন। এবিষয়ে প্রেরিতদূত জোরদার করে বলেন, *যেমন সেই একজনের অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে পাপী বলে প্রতিপন্ন করা হল, তেমনি সেই আর একজনের বাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন করা হবে, আর যেমন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পাপ রাজত্ব করেছিল, তেমনি অনন্ত জীবনের উদ্দেশে ধর্মময়তার মধ্য দিয়ে অনুগ্রহ যেন রাজত্ব করতে পারে।*

হয় তো কেউ আমাকে বলবে: 'আদমের পাপ যে তাঁর বংশধরদের মধ্যে প্রবেশ করবে, তা ন্যায়সঙ্গত ছিল, কারণ জন্মসূত্রে তারা তাঁর বংশীয়। কিন্তু, আমরা কি খ্রীষ্ট দ্বারা নবজন্ম নিয়েছি যাতে তাঁর কাছ থেকে পরিত্রাণ আমাদের কাছে আসতে পারে?' ব্যাপারটা আসলে ঠিক তাই, আর এর যুক্তি এখনই স্পষ্ট হবে।

কাল পূর্ণ হলে খ্রীষ্ট মারীয়া থেকে আত্মা ও মাংস গ্রহণ করলেন। এ হল সেই মাংস যা তিনি ত্রাণ করতে এলেন, যা পাতালে ফেলে রাখেননি, ও যা নিজের আত্মার সঙ্গে মিলিত করে আপন করলেন। এ হল প্রভুর বিবাহ, যে বিবাহ একদেহের সঙ্গে সাধিত যাতে সেই মহারহস্য অনুসারে খ্রীষ্ট ও মণ্ডলী দুইয়ে একদেহ হতে পারেন।

ঊর্ধ্ব থেকে প্রভুর আত্মা নেমে আসতে আসতে এ বিবাহ থেকে খ্রীষ্টীয় জনগণের জন্ম হল। সঞ্চারিত হলে স্বর্গীয় বীজকে আমাদের আত্মার সত্তার সঙ্গে মিলিত করা হল; এভাবে আমরা মাতৃগর্ভে গঠিত হতে চলেছি, এবং গর্ভ ছেড়ে সেই জীবনে প্রবেশ করেছি যা খ্রীষ্ট দ্বারাই আমাদের দান করা হল।

এজন্য প্রেরিতদূত বলেন, *প্রথম মানুষ সেই আদম সজীব এক প্রাণী হয়ে উঠল; কিন্তু শেষ আদম জীবনদায়ী আত্মা হয়ে উঠলেন।*

এভাবে খ্রীষ্ট নিজ যাজকদের মধ্য দিয়ে মণ্ডলীতে আমাদের জন্ম দেন, যেমনটি প্রেরিতদূত নিজে বলেন, *আমিই খ্রীষ্টে তোমাদের জন্ম দিয়েছি।* তবে খ্রীষ্ট এভাবেই, ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা যাজকের সেবাকর্মের মধ্য দিয়ে ও বিশ্বাসের শক্তিগুণে, সেই নবমানুষকে জন্মদান করেন, যে মানুষ মাতৃগর্ভে গঠিত ও দীক্ষাকুণ্ডের প্রসব দ্বারা মণ্ডলীতে সংগৃহীত।

সুতরাং, খ্রীষ্টকে গ্রহণ করা দরকার, তিনি যেন আমাদের নবজন্ম দিতে পারেন। একথা প্রেরিতদূত যোহন সপ্রমাণ করে বলেন, *যারা তাঁকে গ্রহণ করেছে, তাদের তিনি দিলেন ঈশ্বরসন্তান হওয়ার অধিকার।*

তেমন জন্ম কেবল দীক্ষাস্নান সাক্রামেন্ত, তৈলাভিষেক ও যাজক দ্বারাই সাধিত হতে পারে; কেননা দীক্ষাস্নানে আমাদের পাপ ধৌত হয়ে যায়, তৈলাভিষেকে আমাদের অন্তরে পবিত্র আত্মাকে সঞ্চার করা হয়, আর আমরা যাজকের হাত ও ওষ্ঠ দ্বারাই উভয় বিষয় লাভ করি। এভাবে গোটা মানুষ খ্রীষ্টে নবজন্ম নেয়: *মৃতদের মধ্য থেকে খ্রীষ্টকে যেমন পুনরুত্থিত করা*

হয়েছে, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি, অর্থাৎ, অতীত জীবনের ভুলভ্রান্তি ত্যাগ করে আমরা যেন পবিত্র আত্মা দ্বারা খ্রীষ্টের আদর্শে পুণ্যজীবন যাপন করতে পারি।

শ্লোক রো ৫ :১৯,২১ ; ১ যোহন ৪ :১০ দ্রঃ

প্র একজনের অবাধ্যতার কারণে সকলে পাপী ; একজনের বাধ্যতা গুণে সকলে ধর্মময় হয়ে উঠবে।
উ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পাপ রাজত্ব করেছিল ; এখন ঐশঅনুগ্রহই অনন্ত জীবনের উদ্দেশে রাজত্ব করুক।
প্র ঈশ্বর আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে নিজ পুত্রকে প্রেরণ করলেন।
উ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পাপ রাজত্ব করেছিল ; এখন ঐশঅনুগ্রহই অনন্ত জীবনের উদ্দেশে রাজত্ব করুক।